



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
August 2021

"বরদাতার থেকে প্রাপ্ত হওয়া বরদান গুলিকে বুদ্ধিতে নিয়ে আসার বিধি"

আজ বাপদাদা তাঁর আত্মিক চাতক বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি বাচ্চা বাবার থেকে শোনার, বাবার সাথে মিলনের আর সাথে সাথে বাবার সমান হওয়ার চাতক। শোনার ফলে জন্ম জন্মান্তরের তৃষ্ণা দূর হয়। জ্ঞান - অমৃত পিপাসু আত্মাদেরকে তৃপ্ত আত্মা বানিয়ে দেয়। শুনতে শুনতে আত্মারাও বাবা সম জ্ঞান স্বরূপ হয়ে যায় অথবা এও বলা যায় জ্ঞান মুরলী শুনতে শুনতে নিজেও 'মুরলীধর বাচ্চা' হয়ে ওঠে। রুহানী মিলনে মিলিত হয়ে বাবার স্নেহে সমায়িত হয়ে যায়। মিলিত হয়ে লভলীন, মগ্ন স্থিতির হয়ে যায়। মিলিত হয়ে এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এই অনুভূতিতে সমায়িত হয়ে থাকে। মিলিত হয়ে নির্বিল্ল, সদা বাবার সঙ্গের রঙে লাল হয়ে যায়। যখন এমন সমায়িত হয়ে থাকা বা স্নেহে লভলীন হয়ে যায়, তখন কী আশা থাকে? 'বাবা - সম' হওয়ার। বাবার প্রতিটি কদমে কদম রাখা অর্থাৎ বাবার সমান হওয়া। যেমন বাবা সদা সর্বশক্তিমান স্বরূপ, এমন বাচ্চারাও সদা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্বরূপ হয়ে যায়। যেটা হল বাবার স্বরূপ - সদা শক্তিশালী, সদা লাইট - এমন সমান হয়ে যায়।

সমান হওয়ার বিশেষ বিষয় গুলিকে তোমরা জানো, তাই না, কোন্ কোন্ বিষয়ে বাবার সমান হতে হবে? তোমরা তৈরী হচ্ছে এং হচ্ছেও। যেমন বাবার নাম, বাচ্চাদেরও সেই একই নাম - বিশ্ব-কল্যাণকারী। এই নামই তো তোমাদের সকলের, তাই না? যেটা বাবার রূপ সেটাই বাচ্চাদের রূপ, যা বাবার গুণ, বাচ্চাদেরও সেই একই গুণ। বাবার প্রতিটি গুণকে যারা ধারণ করে তারাই বাবার সমান হয়। যেটা বাবার কার্য, সেটাই বাচ্চাদের কার্য। সব বিষয়ে বাবার সমান হতে হবে। লক্ষ্য তো সবার সেটাই, তাই না? কেবল সম্মুখে থাকা নয়, বরং সমান হয়ে ওঠা। একেই বলা হয় - ফলো ফাদার করা। সুতরাং নিজেকে চেক করো - সব বিষয়ে কতদূর বাবার সমান হয়েছে? সমান হওয়ার বরদান বাবা প্রথম থেকেই বাচ্চাদেরকে দিয়েছেন। আদি সময়ের বরদান - "সকল শক্তিতে সম্পন্ন হও।" লৌকিক জীবনে বাবা কিস্তি গুরু বরদান দেন "ধনবান ভব", "পুত্রবান ভব", "দীর্ঘায়ু হও" বা "সুখী হও"। বাপদাদা কী বরদান দিয়েছেন? "সদা জ্ঞান - ধন, শক্তি গুলির ধনে সম্পন্ন ভব"। এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের সম্পদ (খাজানা)।

যখন থেকে তোমরা ব্রাহ্মণ জন্ম নিয়েছ, তখন থেকে সঙ্গমযুগের স্থাপনার কার্যে শেষ পর্যন্ত বাঁচা অর্থাৎ "দীর্ঘায়ু ভব"। মাঝে যদি ব্রাহ্মণ জীবন থেকে বেরিয়ে পুরানো সংস্কার গুলি বা পুরনো সংসারে চলে যায়, তবে তাকে বলা হয় - জন্ম নিয়েছে কিন্তু ঋণজন্মা (স্বপ্নায়ু), অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জীবন থেকে মৃত হয়ে গেলে। কেউ কেউ এমনও হয় যে কোমায় চলে যায়, থেকেও না থাকারই সমান এবং কখনো কখনো যদি জেগেও ওঠে কিন্তু সেই বেঁচে ওঠাও মরণেরই সমান। অতএব "দীর্ঘায়ু ভব" অর্থাৎ সদা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ব্রাহ্মণ জীবন বা শ্রেষ্ঠ দিব্য জীবনের সর্ব প্রাপ্তি গুলির মধ্যে বেঁচে থাকা। দীর্ঘ আয়ুর সাথে সাথে "নিরোগী ভব"রও বরদান আবশ্যিক। আয়ু দীর্ঘ অথচ মায়ার ব্যাধি বারেবারে দুর্বল বানিয়ে দেয়, তবে সেই বেঁচে থাকা কোনো বেঁচে থাকা নয়। সুতরাং "দীর্ঘায়ু ভব" র সাথে সদা স্বাস্থ্যবান থাকা অর্থাৎ নির্বিল্ল থাকা। বার বার বিভ্রান্তিতে বা হতাশার স্থিতির শয্যায় শয্যাশায়ী হয়ে যাওয়া। অসুস্থ হলে তো শয্যাশায়ীই হতে হয়, তাই না! ছোট ছোট ঝামেলাকে তো তোমরা চলতে ফিরতে মিটিয়ে ফেলতে পারো কিন্তু যখন কোনো বড় সমস্যা এসে যায়, ঝামেলা বা বিভ্রান্তিতে এসে যায়, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তখন মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে? যেমন শরীর যখন শয্যাশায়ী হয়ে যায়, তখন বিছানা থেকে উঠতে, হাটাচলা করতে বা খাবার দাবার খাওয়ার ইচ্ছাই হয় না। ঠিক সেরকমই এখানেও যোগে বসলেও বসার ইচ্ছা হবে না, মুরলী শুনলে শোনার ইচ্ছা থাকবে না। সেবাও মন থেকে করবে না, দেখানোর জন্য কিস্তি ভয়ে করবে, চক্ষু লজ্জার কারণে করবে। একে সদা সুস্বাস্থ্যবান জীবন বলা যাবে না। তো "দীর্ঘ আয়ু ভব" অর্থাৎ "নিরোগী ভব" একেই বলা হয়ে থাকে।

পুত্রবান ভব" বা "সন্তান ভব"। তোমাদের সন্তান আছে? দু'চারটি বাচ্চার জন্ম দাওনি? "সন্তান ভব"র বরদান আছে না? দু'চারটি বাচ্চার বরদান নয়, যখন বাবার সমান মাস্টার রচয়িতার স্থিতিতে স্থিত হবে তখন এই সবই নিজেরই রচনা মনে হবে। বেহদের মাস্টার রচয়িতা হওয়া, এটাই হল বেহদের "পুত্রবান ভব", "সন্তান ভব" হয়ে যাওয়া। সীমিত হিসেবে নয় যে, কেবল দুই চারজন জিজ্ঞাসুকে আমি তৈরী করলাম, তা নয়। মাস্টার রচয়িতার স্টেজ হল বেহদের স্টেজ। যে কোনো আত্মাকে বা প্রকৃতির তত্ত্বকেও নিজের রচনা মনে করে বিশ্ব-কল্যাণকারী স্থিতির দ্বারা প্রত্যেকের প্রতি কল্যাণের

শুভ ভাবনা, শুভ কামনা তখন থাকে। রচয়িতার রচনার প্রতি এই ভাবনাই থাকে। যখন বেহদের মাস্টার রচয়িতা হয়ে যাও, তখন সীমিত কোনো কিছুই আকর্ষণ আর আকৃষ্ট করতে পারে না। সর্বদা নিজেকে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে দেখবে ? যেমন বৃক্ষের রচয়িতা হল 'বীজ', বৃক্ষের যখন অন্তিম স্টেজ এসে যায়, তখন সেই বীজ উপরে এসে যায় না ? তেমনই বেহদের মাস্টার রচয়িতা সদা নিজেকে এই কল্প বৃক্ষের উপরে উপস্থিত বলে অনুভব করবে, বাবার সাথে সাথে বৃক্ষের উপরে মাস্টার বীজরূপ হয়ে শক্তি গুলির, গুণ গুলির, শুভ ভাবনা - শুভ কামনার, স্নেহের, সহযোগের কিরণ ছড়িয়ে দেবে। যেমন সূর্য অনেক উঁচুতে থাকে, তাই সমগ্র বিশ্বে স্বতঃতই তার কিরণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই রকমই মাস্টার রচয়িতা বা মাস্টার বীজরূপ হয়ে সমগ্র বৃক্ষকে কিরণ বা জল দিতে পার কি তোমরা ? তাহলে কতগুলো সন্তান হল তোমাদের ? সমগ্র বিশ্ব তোমাদের রচনা হয়ে গেল, তাই না ? অতএব "মাস্টার রচয়িতা ভব"। একে বলা হয় - বাবার সমান হওয়া। জন্মের সাথে সাথে এই সব বরদান প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মাকে বাবা দিয়ে দিয়েছেন। বরদান পেয়েছ তো ? নাকি এখন প্রাপ্ত করবে ?

যখন কারো কোনো বরদান প্রাপ্ত হয়, তো বরদানের সাথে সাথে বরদানকে কার্যে পরিণত করবার বিধিও বলে দেওয়া হয়। যদি সেই বিধি গ্রহণ না করা হয়, তবে সেই বরদানের লাভ গ্রহণ করতে পারবে না। তো বরদান তো সকলের প্রাপ্ত হয়েছে, প্রতিটি বরদানকে বিধির দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করতে পারবে। কীভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করা সম্ভব, তার সবচেয়ে সহজ এবং শ্রেষ্ঠ বিধি হল - সময় মতো সেই বরদান স্মৃতিতে যেন চলে আসে। আর স্মৃতিতে চলে আসার সাথে সাথেই সমর্থ হয়ে যাবে এবং সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে। যত বেশী সময়ানুসারে কার্যে তাকে ব্যবহার করবে, ততই বরদানকে প্রাপ্ত করতে থাকবে অর্থাৎ সদা বরদানের ফল অনুভব করতে থাকবে। এতই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বরদান তোমরা প্রাপ্ত করেছো যে - না তাকে কেবল নিজের জন্যই কার্যে ব্যবহার করে ফল প্রাপ্ত করতে পারো, বরং অন্য আত্মাদেরকেও বরদাতা বাবার কাছ থেকে বরদান প্রাপ্ত করানোর যোগ্য বানিয়ে তুলতে পারো ! এই সঙ্গমযুগের বরদান ২১ জন্ম অন্য রূপে সাথে থাকে। এই সঙ্গমের রূপ আলাদা আর ২১ জন্ম এই বরদানই জীবনের গতিপ্রকৃতি অনুসারে চলতে থাকে। কিন্তু বরদাতা আর বরদান প্রাপ্ত হওয়ার সময় হল এখনই। অতএব এটা চেক করো যে, সকল বরদানকে কার্যে ব্যবহার করে তোমরা কী সফলতার সাথে এগিয়ে চলছো ?

এই বরদানের বিশেষত্ব হল যে, কখনোই পরিশ্রম করতে হয় না। যখন ভক্ত আত্মারাও পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা বাবার কাছ থেকেই বরদান প্রার্থনা করে। তোমাদের কাছে যখন লোকে আসে, যোগ লাগানোর পরিশ্রমটুকু করতে না চায়, তখন তারা কোন্ ভাষা ব্যবহার করে ? তারা বলে - কেবল আমাকে বরদান দিয়ে দাও, আমার মাথায় একটু হাত রাখো। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের উপরে বরদাতা বাবার হাত সর্বদা রয়েছে। শ্রেষ্ঠ মতই সাথে রয়েছে। স্থূল হাত তো ২৪ ঘন্টা রাখবে না, তাই না ? বাবার এই শ্রেষ্ঠ মতের বরদান রূপী হাত সদা বাচ্চাদের উপরে রয়েছে। অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি শ্বাসের জন্য, প্রতিটি সংকল্পের জন্য, প্রতিটি কর্মের জন্য শ্রেষ্ঠ মতের হাত তো রয়েছেই। এই বরদানকে বিধিসম্মত রূপে ব্যবহারে এনে এগিয়ে যাও, কখনোই তবে পরিশ্রম করতে হবে না।

দেবতাদের বিষয়ে যেমন কীর্তিত রয়েছে - ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা। এটা হল ফরিস্তা জীবনের বিশেষত্ব। দেবত্ব জীবনে তো ইচ্ছার কোনো কথাই থাকে না। ব্রাহ্মণ জীবন থেকে ফরিস্তা জীবন হয়ে যায় অর্থাৎ কর্মাভীত স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে যায়। কোনো প্রকারের শুদ্ধ কর্ম বা ব্যর্থ কর্ম বা বিকর্ম অথবা পূর্বকৃত কর্ম, কোনো প্রকারেরই কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কর্ম করাকে - কখনোই কর্মাভীত অবস্থা বলা যাবে না। একটিই কর্মের সম্বন্ধ, একটিই বন্ধন। অতএব যে কথাটি কীর্তিত আছে যে - সীমিত পরিসরের ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা, এইরকম ফরিস্তা জীবন বা ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ 'কঠিন' শব্দটির বিষয়েই অবিদ্যা, মাথার ওপরে বোঝা - এই বিষয়েই অবিদ্যা, জানাই নেই যে সেটা কী ! অতএব বরদানী আত্মা অর্থাৎ জীবন খুব কঠিন - এইরূপ অনুভব করার থেকেই অবিদ্যা। একেই বলা হয় - বরদানী আত্মা। তাই বাবার সমান হওয়া অর্থাৎ সদা বরদাতার থেকে প্রাপ্ত হওয়া বরদান গুলির দ্বারা পালিত হওয়া, সদা নিশ্চিত, নিশ্চিত বিজয় অনুভব করা।

অনেক বাচ্চারাই খুব ভালো পুরুষার্থ করছে। কিন্তু পুরুষার্থকে বোঝা অনুভব হওয়া - এটা যথার্থ পুরুষার্থ নয়। অ্যাটেনশন রাখা - এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের বিধি। একেও যথার্থ অ্যাটেনশন বলা যাবে না। যেমন জীবনে এই স্থূল নলেজ থাকে যে, এই জিনিসটা ভালো, এই কথাটা বলতে হবে, এটা করা উচিত নয়। তাই নলেজের আধারে যে নলেজফুল হবে, তার নিদর্শন হল - তার জন্য ন্যাচারাল অ্যাটেনশন থাকে যে - এটা খাওয়া উচিত, ওটা খাওয়া উচিত নয়, এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়। প্রতিটি পদক্ষেপে টেনশন থাকে না যে, এটা করব কি করব না, এটা খাব কি খাব না, এইভাবে চলব কি চলব না ? ন্যাচারাল নলেজের শক্তির দ্বারাই অ্যাটেনশন থাকে। এইরকমই যথার্থ পুরুষার্থীর প্রতিটি

পদক্ষেপ, প্রতিটি কর্মে ন্যাচারাল অ্যাটেনশন থাকে। কেননা নলেজের লাইট - মাইট স্বতঃতই যথার্থ রীতিতে চালিত করে থাকে। তাই পুরুষার্থ করতে থাকো। অ্যাটেনশন অবশ্যই রাখো কিন্তু 'টেনশন' এর রূপে নয়। যখন টেনশনের রূপে এসে যাও, তখন চাইছো অনেক কাজ করতে বা নশ্বর ওয়ান হতে, কিন্তু 'টেনশন' তোমাদেরকে যতটা চাও ততটা করতে দেয়না, যা হতে চাও সেটা হতে দেয়না। টেনশন তৈরী করে দেয়। কেননা যেটা চাইছো সেটা হতে পারছে না, ফলে টেনশন আরও বাড়তে থাকে।

অতএব পুরুষার্থ সবাই করছে তোমরা, কিন্তু কেউ পুরুষার্থকে বেশী ভারী করে ফেলে আবার কেউ তো একেবারেই উদাসীন হয়ে যায় - যা হওয়ার হবে, দেখা যাবে, কে দেখছে, কেই বা শুনছে...। সুতরাং না ওটা ভালো না এটা ভালো। সেইজন্য ব্যালেন্সের দ্বারা বাবার ব্লেন্স, বরদানের অনুভব করো। সদা সর্বদা বাবার হাত আমার মাথার উপরে রয়েছে - এই অনুভবকে সব সময় স্মৃতিতে রাখ। ভক্ত আত্মারা যেমন শূল চিত্রকে সামনে রাখে যেন মাথার উপরে বরদানের হাত রয়েছে, তাই তোমরাও চলতে ফিরতে বুদ্ধিতে এই অনুভবের চিত্র সদা স্মৃতিতে রাখো। বৃদ্ধিতে পেরেছো? অনেক পুরুষার্থ করেছে, এখন বরদানের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে উড়তে থাকো। বাবাকে জ্ঞান - দাতা, বিধাতার রূপে অনুভব করেছে, এখন বরদাতা রূপে অনুভব করো। আচ্ছা!

সদা প্রতিটি কদমে বাবাকে অনুসরণকারী, সর্বদা নিজেকে বরদাতা বাবার বরদানী শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভবকারী, সদা প্রতিটি পদক্ষেপ সহজে অনুভবকারী, সদা সকল বরদানকে সময় মতো কার্যে ব্যবহারকারী, এইরূপ বাবার সমান নিজেকে গড়ে তুলতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার বরদাতার রূপে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

"মুখ্য মহারথী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ"

জন্ম থেকে কত বরদান পেয়েছো! প্রত্যেকে নিজের নিজের বরদান পেয়েছো। তোমাদের জন্মই হয়েছে বরদানের সাথে। নাহলে আজ এতদূর এগোতে পারতে না। বরদানের দ্বারা জন্ম হয়েছে, সেইজন্য এগিয়ে যাচ্ছ। পাল্লবদের মহিমা কিছু কম নাকি! এক একজনের বিশেষত্ব যদি বর্ণনা করা হয় তাহলে কতো হয়ে যাবে! এই যে ভাগবত রচিত হয়েছে, সেই রকম হয়ে যাবে। বাবার দৃষ্টিতে প্রত্যেকের বিশেষত্ব রয়েছে। আর কিছু তিনি দেখেও দেখেন না, জেনেও জানতে চান না। অতএব তোমাদের বিশেষত্ব তোমাদেরকে সদা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। যারা জন্ম থেকেই বরদানী আত্মা, তারা কখনোই পিছু হঠতে পারে না। তোমরা হলে সদা উড়তে পারা বরদানী আত্মা। বরদাতা বাবার বরদান তোমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাল্লব গুপ্ত থাকে কিন্তু বাপদাদার হৃদয়ে সদা প্রত্যক্ষ থাকে। ভালো ভালো প্ল্যান তো পাল্লবরাই বানিয়ে থাকে। শক্তির শিকার করে থাকে কিন্তু প্রশংসার পাত্র তো যারা নিয়ে আসছে তারা। যারা নিয়ে আসার তারাই যদি নিয়ে না আসে, তবে কী শিকার করবে? সেইজন্য পাল্লবদের বিশেষ নিজস্ব বরদান রয়েছে। 'স্মরণ' আর 'সেবা'র বিশেষ বল প্রাপ্ত হয়েছে। 'স্মরণের বল'ও বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হয়, 'সেবা'র বলও বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হয়। কেন? তারও কারণ রয়েছে। কেননা যে যতখানি প্রয়োজনের সময়ে কার্যে এসেছে, তারই বিশেষ বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন আদিতে যখন স্থাপনা হয়েছিল, তখন তোমরা পাল্লবরাই মার্জ ছিলে, ইমার্জ (উদ্ভিত) হওনি। শক্তির একজাম্পল হয়েছিলেন আর তাদের একজাম্পলকে দেখে অন্যরা এগিয়ে যেতে থাকে। সুতরাং তারা প্রয়োজনের সময় একজাম্পল হয়ে উঠেছিলেন। সেইজন্য প্রয়োজনের সময় যে যতখানি সহযোগী হয়েছে - তা সে জীবনেই হোক, কিম্বা সেবাতে... ড্রামা অনুসারে তাদের বিশেষ বল প্রাপ্ত হয়। তাদের নিজস্ব পুরুষার্থ তো আছেই, কিন্তু এক্সট্রা বল তারা প্রাপ্ত করেন। আচ্ছা!

সেবা করার ফলে যখন সব আত্মারা খুশী হয়, তারও অনেক বল পাওয়া যায়। অনুভবী আত্মা যারা, তাদেরই সেবা করা আবশ্যিক। কারণ যারা সাকারে (সাকার ব্রহ্মার থেকে) পালনা নিয়েছে, তাদেরকে দেখে সব সময় বাবারই স্মরণ আসে। আপনারা কখনো কোথাও গেলে সকলে বিশেষ ভাবে কী জিজ্ঞাসা করবে? চরিত্রের কথা বলো, বাবর বিষয়ে কিছু বলো। সুতরাং বিশেষত্ব রয়েছে না? সেইজন্যই সেবার বিশেষত্বের বরদান তোমরা প্রাপ্ত করেছো। স্টেজে দাঁড়িয়ে ভাষণ যদি নাও করো, তার চেয়েও এ হল অনেক বড় ভাষণ। চরিত্র শুনিতে চরিত্রবান বানানোর প্রেরণা দেওয়া - এ হল সবচেয়ে বড় সেবা। অতএব সেবাতে যেতেই হবে আর সেবার জন্য নিমিত্ত হতেই হবে। আচ্ছা!

বরদান:- সীমিত পরিসরের দায় দায়িত্বকে অসীমে পরিবর্তন করতে সমর্থ স্মৃতি স্বরূপ নষ্টমোহ হও

নষ্টমোহ হওয়ার জন্য কেবল নিজের স্মৃতি স্বরূপকে পরিবর্তন করো। মোহ তখনই আসে যখন এই স্মৃতি

থাকে যে, আমি গৃহস্থী, আমার বাড়ি ঘর, আমার আত্মীয় স্বজন। এখন এই হৃদ বা সীমিত পরিসরের দায় দায়িত্বকে বেহদের দায় দায়িত্বে পরিবর্তন করে দাও। বেহদের দায় দায়িত্বকে পালন করলে স্বাভাবিকভাবেই হৃদেরও পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বেহদের দায় দায়িত্বকে ভুলে গিয়ে কেবল হৃদের দায়িত্ব পালনে মশগুল হয়ে যাও তবে তাকে আরও বিগড়ে ফেলবে। কারণ সেই কর্তব্য, মোহের রোগ হয়ে ওঠে। সেইজন্য নিজের স্মৃতি স্বরূপকে পরিবর্তন করে নষ্টমোহ হও।

স্লোগান:-

এতখানি তীব্রতার সাথে উড়তে থাকো যাতে পরিস্থিতি রূপী মেঘকে সেকেন্ডে ক্রস করে যেতে পারো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যেমন বাবা অপকারীদের উপরেও উপকার করেন, তেমনভাবে তোমরাও ফলো ফাদার করো, সুখদায়ী হও, এই দেহকে ভুলে যেতে থাকো"

প্রশ্নঃ - দেহী-অভিমানী হয়ে থাকা বাচ্চাদের প্রতীক কি হবে ?

*উত্তরঃ - ১) তাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মিক প্রেম অতিমাত্রায় থাকবে। ২) তারা কখনও একে-অপরের খামতি (কমজোরী) বর্ণনা করবে না। ৩) তারা অত্যন্ত সুখদায়ী হবে। ৪) তাদের খুশী কখনও অদৃশ্য হয়ে যাবে না। সর্বদা অপার খুশীতে থাকবে। ৫) কখনও মত-পার্থক্য হবে না। ৬) আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই স্মৃতির দ্বারা গুণগ্রাহী হবে, তারা সকলের গুণই দেখবে। তারা স্বয়ং গুণবান হবে আর অন্যান্যদেরও গুণবান করে গড়ে তুলবে। ৭) তাদের অদ্বিতীয় পিতা ব্যতীত আর কারোর স্মরণ আসবে না।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, অসীম জগতের সর্বোচ্চ পিতার সম্মুখে তোমরা সকলে বসে রয়েছো। তোমরা কত ভাগ্যশালী যে এরকম বাবাকে পেয়েছো। তোমরা জ্ঞান-সাগর বাবার কাছে এসেছো জ্ঞান-রত্ন দ্বারা ঝুলি ভরপুর করতে, উপার্জন করতে। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কত উঁচুতে নিয়ে যান। বাচ্চারা, বাবা কেবল তোমাদেরই দেখেন, ওঁনাকে তো কাউকে স্মরণ করতে হবে না, ওঁনার(রক্ষা) আত্মাকে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমরা দু'জনেই তোমাদের দেখি। আত্মারূপী আমায় তো সাক্ষী হয়ে দেখতে হয় না, কিন্তু বাবার সঙ্গতে আমিও এ'ভাবে দেখি। বাবার সঙ্গে তো থাকি, তাই না! ওঁনার সন্তান তাই সাথেই দেখে থাকি। আমি বিশ্বের মালিক হয়ে ঘুরে বেড়াই। যেন আমিই এ'টা করছি। আমি দৃষ্টিদান করি। দেহ-সহ সবকিছু ভুলে যেতে হবে। কেবল বাবা আর বাচ্চা যেন এক হয়ে যায়। সেইজন্য বাবা বোঝান যে -- মিষ্টি বাচ্চারা, প্রচুর পুরুষার্থ করো। যেমন বাবা অপকারীদের উপরেও উপকার করেন সেইরকম তোমরাও ফলো ফাদার করো, সুখদায়ী হও। পরস্পরের সঙ্গে কখনও লড়াই-ঝগড়া করো না। নিজেকে আত্মা মনে করে দেহকে ভুলতে থাকো। কেবলমাত্র অদ্বিতীয় পিতা ব্যতীত আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। এও যেন জীবিত থেকেও মৃতবৎ অবস্থা। এই দুনিয়ার থেকে যেন মারা গেছে। বলাও হয় যে -- তোমার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই এই দুনিয়াও তোমার কাছে মৃত হয়ে গেছে। এখানে তোমাদের জীবিত থেকেও মৃতবৎ হতে হবে। শরীরের অভিমানকে উড়িয়ে দিতে থাকো। একান্তে বসে অভ্যাস করতে থাকো। ভোরবেলায় একান্তে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলা। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করো। ব্যস্, বাবা এখন আমরা তোমার কোলে এলাম বলে। ব্যস্, একের স্মরণেই যেন শরীর ত্যাগ হয় -- একেই বলা হয় একের অন্তে থাকা (একান্ত)। বাবাকে স্মরণ করতে-করতেই এই শরীর-রূপী চামড়া সরে যাবে। তোমরা জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো দেহ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এছাড়া পুরুষার্থের জন্য তো সঙ্গমের অল্পসময়ই বর্তমান রয়েছে। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে -- বাবা এই পড়াশোনা আর কতদিন চলবে ? বাবা বলেন -- যতদিন না দৈবী-রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শোনাতে থাকবো, তারপর ট্রান্সফার হয়ে যাবে নতুন দুনিয়ায়। এ হলো পুরোনো শরীর, কিছু না কিছু কর্মভোগ তো চলতেই থাকে, এতেও বাবা সহায়তা করবে -- এইরকম আশা রাখা উচিত নয়। দেউলিয়া হয়ে গেলে, অসুস্থ হয়ে পড়লে -- বাবা বলবেন যে এ হলো তোমাদের হিসেব-নিকেশ। হ্যাঁ, তবুও যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পাবে। নিজে পরিশ্রম করো, দয়াভিক্ষা করো না। বাবাকে যত স্মরণ করবে তাতেই কল্যাণ হবে, যতখানি সম্ভব যোগবলের দ্বারা কর্ম করো। ভক্তিমার্গে গাওয়া হয়, আমায় পলকে লুকিয়ে রেখো.... প্রিয় বস্তুকে নূর-এ-রতন(রত্ন-জ্যোতি), প্রাণপ্রিয় বলা হয়। বাবা হলেন অতি প্রিয়, কিন্তু গুপ্ত। ওঁনার প্রতি এমন ভালবাসা থাকা উচিত যে সেকথা আর জিজ্ঞাসা করো না। বাচ্চাদের বাবা নিজের পলকে লুকিয়েই রাখেন। এই পলক কোনো চক্ষু নয়, এ হলো বুদ্ধির কথা। অতি প্রিয় নিরাকার বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, প্রেমের সাগর। এইরকম প্রিয়তম বাবার সাথে কতখানি প্রেম থাকা উচিত! তিনি বাচ্চাদের জন্য কত নিষ্কাম সেবা করেন। বাচ্চারা, তোমাদের তিনি হীরে-তুল্য করে দেন। বাবা কত মিষ্টি। বাচ্চারা, বাবা কত নিরহংকারী হয়ে তোমাদের সেবা করেন, সেইজন্য বাচ্চারা তোমাদেরও এতখানি প্রেম-পূর্বকই সেবা করা উচিত। শ্রীমতে চলা উচিত। কোথাও নিজের মত দেখালে (প্রয়োগ করলে) তখন ভাগ্যে দাগ পড়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অতীব আত্মিক ভালবাসা থাকা উচিত, কিন্তু দেহ-অভিমান আসার কারণে পরস্পরের প্রতি সেই প্রেম থাকে না। একে-অপরের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে থাকে, অমুকে এ'রকম, ও এইরকম করে.... তোমরা যখন দেহী-অভিমানী ছিলে তখন কারোর খামতি খুঁজে বের করতে না। পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ভালবাসা ছিল, এখন পুনরায় সেই অবস্থাই ধারণ করতে হবে। প্রথমে তোমরা কত

মিষ্টি ছিলে পুনরায় সেইরকম মিষ্টি, সুখদায়ী হও। দেহ-অভিमानে এসে দুঃখদায়ী হয়েছে, তোমাদের আত্মিক খুশী উধাও হয়ে গেছে। জীবনও ছোট হয়ে গেছে। এখন বাবা পুনরায় এসেছেন তোমাদের সত্বপ্রধান করে সদা সুখদায়ী করে গড়ে তুলতে। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে তত ঘাটতি নিষ্কাশিত হয়ে যেতে থাকবে। মতভেদ সমাপ্ত হয়ে যাবে। একথা যেন পাকাপাকিভাবে স্মরণে থাকে যে, আমরা হলাম ভাই-ভাই। আত্মা ভাই-ভাইকে দেখলে সর্বদা গুণই দেখতে পাবে। সকলকে গুণবান করার প্রচেষ্টা করো। অবগুণ পরিত্যাগ করে গুণগুলিকে ধারণ করো। কখনও কারোর গ্লানি কোরো না। কারো-কারোর মধ্যে এমন দুর্বলতা আছে যে সে নিজেও তা বুঝতে পারে না, সে তো নিজেকে অত্যন্ত ভাল মনে করে, কিন্তু খামতি থাকার কারণে কোথাও না কোথাও উল্টোপাল্টা কথা বেরিয়ে যায়। সত্বপ্রধান অবস্থায় এইরকম কথা বলা যায় না। নিজেই নিজেকে দেখো যে, আমরা কতখানি মধুর হতে পেরেছি? বাবার সঙ্গে আমাদের ভালবাসা কতখানি? বাবার সঙ্গে ভালবাসা যেন এমন হয় যে একদম দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে। বাবা তুমি আমাদের কত উচ্চ বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন করে তোলো, স্বর্গের মালিক করে দাও। এইরকমভাবে অন্তরে বাবার মহিমা করতে-করতে আপ্লুত (গদগদ) হয়ে যাওয়া উচিত। আত্মিক খুশীতে থাকা উচিত। গায়নও আছে, খুশীর মতন পুষ্টিকর পথ্য (খোরাক) নেই। বাবার সঙ্গে মিলনের জন্যও কত খুশীতে থাকা উচিত। বাচ্চারা, সঙ্গমেই তোমরা ২১ জন্মের জন্য সর্বদা খুশীতে থাকার পুষ্টিকর পথ্য (খোরাক) পেয়ে যাও, তখন আর কারো কোনো বিষয়ে চিন্তা থাকে না। এখন তো কত চিন্তা, সেইজন্য তার প্রভাব শরীরের মধ্যেও পড়ে। তোমাদের তো কোনো বিষয়েই চিন্তা নেই। এই খুশীর খোরাক তোমরা একে-অপরকে খাওয়াতে থাকো। এইরকমভাবে একে-অপরকে প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করতে হবে। এইরকম আদর-আপ্যায়ন তো মানুষ মানুষকে করতে পারে না। তোমরা বাবার শ্রীমত অনুযায়ী আদর-আপ্যায়ন করো। কুশল-সংবাদও এই যে -- কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া। এ হলো জ্ঞান আর যোগের ফার্স্টক্লাস ওয়ান্ডারফুল ওষুধ। এই ওষুধ একমাত্র আধ্যাত্মিক সার্জনের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়।

মন্বনাভব, মধ্যাজীভব -- ব্যস্, দুটি শব্দই হলো এর ওষুধ। অতি প্রিয় বাবার থেকে বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, এ কি কোনো সামান্য কথা! এই দুটি শব্দই বিখ্যাত। এই দুটি কথার দ্বারা তোমরা এভার-হেল্দি, এভার-ওয়েল্দি হয়ে যাও। বাচ্চারা, তোমাদের এ'সকল কথা স্মরণ করে প্রফুল্লিত থাকা উচিত। গডলী স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট -- এই গায়নও এখনকার। যতখানি সম্ভব একে-অপরকে এই আধ্যাত্মিক ওষুধ পৌঁছে দাও, একে-অপরের উন্নতিসাধন করো, সময় নষ্ট কোরো না। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে, গম্ভীরতার সঙ্গে (গম্ভীরভাবে), বোধবুদ্ধি দ্বারা বাবাকে স্মরণ করো, নিজের জীবনকে হীরেতুল্য করো। মিষ্টি বাচ্চারা, বাবার থেকে যে শ্রীমত পাও তাতে গাফিলতি করা উচিত নয়। বাবার সমাচার সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বাবার মেসেজ তো সকলকে পেতে হবে, তাই না! মেসেজ অতি সহজ -- কেবল বলো যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো আর কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা মন-বাণী-কর্মে কোনো রকমের খারাপ কর্ম কোরো না। একদিন তোমাদের এই সাইলেন্সের শক্তির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে। দিনে-দিনে তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে। তোমাদের নামের মাহাত্ম্য প্রচারিত হবে। সকলেই বুঝবে যে, এই সংস্থা ভালো। ভালো কাজ করছে, অতি সহজ মার্গ বলে। ব্রাহ্মণদের এই বৃক্ষের বৃদ্ধি অতিমাত্রায় হতেই থাকবে, প্রজা তৈরী হতে থাকবে। সেন্টারের বৃদ্ধিও হবে অধিকমাত্রায়। গ্রামে-গ্রামে তোমাদের প্রদর্শনীও হবে। বাচ্চারা, তোমাদের বড়-বড় ধরণের সার্ভিস করতে হবে। তোমাদের নতুন-নতুন সেন্টারস্ খুলতে থাকবে, যেখানে অনেক মানুষ এসে নিজেদের জীবনকে হীরে-তুল্য করে নিতে থাকবে। তোমাদেরকে অতি প্রেম-পূর্বক এক-একজনের পরিচর্যা করতে হবে। কোথাও যেন কোনো দুঃখী (বেচারী) পা পিছলে না যায়। যত অধিক সেন্টার হবে ততই অধিক সংখ্যক এসে জীবন লাভ করবে। বাচ্চারা, যখন তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে তখন অনেকেই ডাকবে যে, এখানে এসে আমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার রাজযোগ শেখাও। ভবিষ্যতে অনেক জাঁকজমকভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে সেই ভগবান এসে আবুতে পদার্পণ করেছেন। বাচ্চারা, তোমরা দেখছো যে এইসময় পুরোনো দুনিয়ায় অনেক ইন্টারন্যাশনাল পার্ট (অনেক দেশ-বিদেশের ভূমিকা) রয়েছে। এখন এ'সকল পার্ট সমাপ্ত হয়ে যাবে, এর জন্য তোমাদের কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তোমরা সকলকে শোনাও যে এরজন্য পরোয়া কোরো না, এখন এই পুরোনো দুনিয়া গেল কি গেল অর্থাৎ সমাপ্ত হলো বলে, এর প্রতি মোহ রেখো না, যদি মোহ থাকে, হৃদয় বিশুদ্ধ হবে না। তখন অপার খুশীও থাকবে না। বাচ্চারা অগাধ জ্ঞান-ধনের ভান্ডার প্রাপ্ত করতে থাকে তবে তো অপার খুশী থাকা উচিত। হৃদয় যত বিশুদ্ধ হবে ততই অন্যদেরকেও পরিশোধন করতে পারবে। যোগের স্থিতির দ্বারাই হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। বাচ্চারা, তোমাদের যোগী হওয়া এবং তৈরী করারও শখ থাকা উচিত। যদি দেহের প্রতি মোহ থাকে, দেহ-অভিমান থাকে তবে বুঝে নাও যে আমাদের অবস্থা এখনও অনেক কাঁচা রয়েছে। দেহী-অভিমानी বাচ্চারাই খাঁটি হীরায় পরিণত হয়, সেইজন্য যতখানি সম্ভব দেহী-অভিমानी হয়ে থাকার অভ্যাস করো। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান নিরহংকারী হয়ে অতি প্রেম-পূর্বক সকলের সেবা করতে হবে। শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। আপন মতে চলে সৌভাগ্যের উপর রেখাপাত ক'রো না।

২) সঙ্গমে বাবার দ্বারা খুশীর যে পুষ্টিকর আহার পেয়েছো, সেই পথ্যই খেতে হবে আর খাওয়াতে হবে। নিজের সময়কে নষ্ট ক'রো না। অতি ধৈর্য-সহকারে, গম্ভীরতার সঙ্গে, বোধবুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করে নিজের জীবনকে হীরেতুল্য করে গড়ে নিতে হবে।

বরদানঃ:- "আমিষ্মভাব"-কে পরিত্যাগ করে সেবায় সদা বিভোর হয়ে থাকা ত্যাগ-মূর্তি, সেবাধারী ভব সেবাধারী সেবায় সফলতার অনুভব তখনই করতে পারে যখন "আমিষ্মভাব" বিসর্জিত হয়। আমি সেবা করছি, আমি সেবা করেছি -- এই সেবা ভাবের বিসর্জন। আমি করিনি বরং আমি করণহার, করাবনহার বাবা অর্থাৎ আমি করি, করান বাবা। "আমিষ্মভাব" বাবার স্নেহ-প্রেমে বিলীন হয়ে যাক -- একেই বলা হয় সেবায় সদা বিভোর হয়ে থাকা ত্যাগ-মূর্তি, সত্যিকারের সেবাধারী। যিনি করান তিনিই করচ্ছেন, আমি নিমিত্তমাত্র। সেবায় "আমিষ্মভাব" মিশ্রিত হওয়া অর্থাৎ নির্ভরশীল হয়ে পড়া। সত্যিকারের সেবাধারীর এইরকম সংস্কার কখনো হতে পারে না।

স্লোগানঃ:- ব্যর্থকে সমাপ্ত করে দাও তবেই সেবার প্রস্তাব (অফার) সামনে আসতে থাকবে।

মাতেশ্বরীজী-র অমূল্য মহাবাক্য : "জীবনের আশা পরিপূর্ণ হওয়ার আনন্দঘন সময়"

আমাদের সকল আত্মাদেরই বহুকাল ধরে এই আশা ছিল যে জীবনে সর্বদা যেন সুখ-শান্তি লাভ হয়, এখন অনেক জন্মের আশা কখনও তো পূর্ণ হবে! এখন এ' হলো আমাদের অন্তিম জন্ম, সেই অন্তিম জন্মেরও অন্তিমক্ষণ আছে। এমন যেন কেউ না ভাবে যে আমি তো এখন ছোট, ছোট-বড় সকলেরই সুখ চাই, তাই না! কিন্তু দুঃখ কোন্ বস্তুর থেকে প্রাপ্ত হয়, প্রথমে তার জ্ঞানও চাই। এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছো যে এই পাঁচবিধারে আটকে পড়ার কারণে এই যে কর্মবন্ধন তৈরী হয়েছে তাকে পরমাত্মার স্মরণের অগ্নির মাধ্যমে ভস্ম করতে হবে, এ হলো কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সহজ উপায়। সর্বশক্তিমান এই বাবাকে চলতে-ফিরতে, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মরণ করতে হবে। এখন এই উপায় বলে দেওয়ার সহায়তাও স্বয়ং পরমাত্মা এসে করে থাকেন, কিন্তু এখানেও পুরুষার্থ তো প্রত্যেক আত্মাকেই করতে হবে। পরমাত্মা বাবা, শিক্ষক, গুরু-রূপে এসে আমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সেইজন্য প্রথমে বাবার হয়ে যেতে হবে অর্থাৎ নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, তারপর শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করতে হবে যে পড়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য সুখের প্রালব্ধ (ফল প্রাপ্ত) তৈরী হবে অর্থাৎ পুরুষার্থের অনুক্রমে জীবনমুক্তিতে পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। আর গুরু-রূপে পবিত্র করে মুক্তিদান করেন। সেইজন্য এই রহস্যকে বুঝে তেমনভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। এ'টাই সময় পুরোনো খাতা সমাপ্ত করে নতুন জীবন তৈরী করার, এইসময় যতখানি পুরুষার্থ করে নিজের আত্মাকে পবিত্র করবে ততই শুদ্ধ শ্রদ্ধা অর্থাৎ সম্মানে ভরপুর হবে, তারপর তা সমগ্র কল্প ধরে চলবে। তাহলে সমগ্র কল্পের ভিত বা আধার হলো এইসময়ের উপার্জনের উপর। দেখো, এইসময়েই তোমরা আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান পাও, আমাদের সেই দেবতা হতে হবে আর এখন আমাদের উত্তরণ-কলা তারপর ওখানে গিয়ে ফলভোগ করবো। ওখানে দেবতার ভবিষ্যতের কথা জানতে পারে না যে আমাদের অধঃপতন হবে, যদি এ'কথা জেনে যায় যে সুখভোগ করার পর আবার পতন হবে তখন পতনের চিন্তায় সুখভোগ করতে পারবে না। সেইজন্য এইরকম ঈশ্বরীয় নিয়ম রচিত হয়েছে যে মানুষ সর্বদা উত্তরণ-কলার জন্য পুরুষার্থ করে অর্থাৎ সুখের জন্য উপার্জন করে। কিন্তু ড্রামায় আধা-আধা পার্ট তৈরী করা হয়েছে, যে রহস্যকে আমরা জানি, কারণ যেসময় সুখপ্রাপ্তির সময় তখন পুরুষার্থ করে সুখ প্রাপ্ত করতে হবে, এ'টাই হলো পুরুষার্থের মাহাত্ম্য। অভিনেতার কাজ হলো অভিনয় করার সময় সম্পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে নিজের ভূমিকা পালন করা, ফলস্বরূপ যারা দেখে তারা যেন 'বাঃ বাঃ' করে সেইজন্য হিরো-হিরোইনের ভূমিকা(পার্ট) দেবী-দেবতার পেরিয়ে, যাঁদের স্মারক-চিত্রের গায়ন এবং পূজন হয়। নির্বিকারী প্রবৃত্তিতে (মার্গে) থেকে কমলপুষ্প-সম স্থিতি তৈরী করা, এ'টাই হলো দেবতাদের মাহাত্ম্য(মহানতা)। এই মাহাত্ম্য ভুলেই ভারতের

এই দুর্দশা হয়েছে, এখন পুনরায় এমন জীবনশৈলী গঠনকারী পরমাত্মা স্বয়ং এসেছেন, এখন ওঁনার হাত ধরলেই জীবন তরী পার হয়ে যাবে। আচ্ছা -- ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাপদাদার স্মরণ আর ভালোবাসা নিতে হলে সেবাপরায়ণ হও, বুদ্ধিতে জ্ঞান ভরপুর থাকলে তার বর্ষণ করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ নেশা ভরপুর বাদলকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়, বর্ষণ করতে দেয় না ?

*উত্তরঃ - যদি অপ্রয়োজনীয় দেহ বোধের নেশা আসে, তাহলে পরিপূর্ণ বাদলও উড়ে যাবে। বর্ষণও যদি করে তাহলে সার্ভিসের বিরুদ্ধে ডিস সার্ভিস করবে। বাবার প্রতি যদি ভালোবাসা না থাকে, তাঁর সঙ্গে যদি যোগ না থাকে, তাহলে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও খালি থাকবে। এমন খালি বাদল অন্যের কল্যাণ কিভাবে করবে।

ওম্ শান্তি। বাকি অল্প কিছু বাদল অবশিষ্ট আছে। যেমন বর্ষা যখন কম হয়ে যায়, তখন সাগরের উপর বাদল বা মেঘ থাকে না, ঠান্ডা হয়ে যায়। এখানেও তেমন ঠান্ডা হয়ে যায়। বাদল বা মেঘ তাদেরই বলা হবে, যারা রিফ্রেশ হয়ে গিয়ে বর্ষণ করায়। যদি কেউ বর্ষণ না করায়, তাহলে তাকে তো বাদল বলাই যাবে না। এ হলো জ্ঞান বাদল। ও হলো বৃষ্টির বাদল। জ্ঞানের বাদল আসে, যখন সময় হয়। তারা রিফ্রেশ হয়ে গিয়ে অন্যকে রিফ্রেশ করে। এই বাদলও নশ্বরের ক্রমানুসারে হয়। কেউ তো খুব জোরে বর্ষণ করায়। বাদলের কাজ হলো বর্ষণ করানো আর ঝিমিয়ে যাওয়া গাছকে তরতাজা করানো। যাদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তারা লুকিয়ে বসে থাকে না। তাদের বাবার নির্দেশেরও প্রয়োজন নেই। তারা তো বাদলই। তারা আসেই ভরপুর বর্ষণ করতে। যেখানেই দেখবে অনুর্বর জমি, সেখানেই গিয়ে ফসল ফলানো উচিত। মহারথী বাচ্চারা তো সব সেন্টারকেই ভালোভাবে জানে। বাবাও সবসময় বলেন, সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের আমার স্মরণ আর ভালোবাসা দিও। ভালো ভালো বাদল সেবাতে যাবে। প্রদর্শনীতেও সবাই একরস বোঝায় না। মুখ্য বিষয়ই হলো এই। গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, সাকারী শ্রীকৃষ্ণ নয়। বোঝানোর জন্য খুব সুন্দর কায়দা চাই। সারাদিন এই খেয়াল থাকা উচিত যে, সবাইকে গিয়ে জাগাবো। সবাই ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে। সবাইকে ভালোবাসার সাথে বোঝাতে থাকো যে, তোমাদের দুইজন বাবা। এক হলো জাগতিক, আর দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের বাবা। এই অসীম জগতের বাবাকেই পতিত পাবন বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন সুবুদ্ধি পেয়েছো। দুনিয়ার মানুষকে যদিও দেখে মনে হয় তারা আড়ম্বরের মধ্যে আছে, কিন্তু তারা হলো সেই পাথর বুদ্ধির। বাবা নিজেই বলেন, এই সাধুদেরও আমাকেই উদ্ধার করতে হবে। ওরাও রচনা আর রচয়িতাকে জানে না। সত্যযুগ থেকে শুরু করে এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়, কিন্তু একথা কেউই জানে না। শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই। শাস্ত্রের দ্বারা কারোর সদগতি হতে পারে না, গীতার সম্মান কতখানি, কিন্তু সে তো হলো ভক্তিমার্গ। বাবা তো পতিত পাবন, তিনি বসেই রাজযোগ শেখান। তাই রাজস্বের জন্য অবশ্যই নতুন দুনিয়ার প্রয়োজন। বাবা এসেই রাজযোগ শেখাবেন। তোমরা এও এখন জানতে পেরেছো যে, যাদের পূর্ব কল্পে বোঝানো হয়েছে, তাদেরই এখন বোঝাবেন, তখন তারা বুঝবে। এই লড়াই কোনো ওই লড়াই নয়, যেমন সবসময় চলে এসেছে। ৮ - ১০ বছর চলে তারপর বন্ধ হয়ে যাবে। ড্রামা অনুসারে যে বোম্বস তৈরী হয়েছে, তা রেখে দেওয়ার জন্য নয়। পতিত মানুষের মৃত্যু ব্যতীত সত্যযুগ আসবে না। শান্তি কিভাবে স্থাপন হবে -- এও বোঝাতে হবে। শান্তি স্থাপন করা বা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া বানানো, এ তো এক বাবারই কাজ। বাবা বলেন, অন্যদের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ছিল করে একের সঙ্গেই জুড়তে হবে। দেহ সহ যা কিছুই দেখা যায়, এই সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল করতে হবে। এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই ঘরকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, এ হলো মৃত্যুলোক। আমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য অমর কথা শুনছি। দেবতাদের বলা হয় দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ। এখানে তো একজনও এমন নেই। কৃষ্ণের নামেও কতো গ্লানি সূচক কথা লিখে দিয়েছে। কিছুই বুদ্ধিতে আসে না।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। দৈবী গুণ কাকে বলা হয় -- তাও বোঝানো হয়। অবশ্যই সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। এটাই হলো প্রথম প্রধান গুণ। তোমরা সব জায়গাতেই দেখতে পাবে যে, পবিত্রদের সামনে অপবিত্ররা মাথা নত করে। সত্যযুগে সবাই পবিত্র, তাই সেখানে কোনো মন্দির থাকে না। তারপর যখন পূজারী হয়, তখন মন্দির তৈরী করে, যারা পবিত্র ছিলো, তারাই আবার পতিত হয়ে যায়। এ হলো তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। বাবা বলেন - তোমাদের এই পুরানো দুনিয়াকে, পুরানো শরীরকেও ভুলে যেতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাবে। এ শেষ হতে দেবী লাগবে না। এই পুরানো দুনিয়া, ধন - দৌলত, সম্পত্তি সব গেল বলে। খুব অল্প সময় বাকি আছে। দুনিয়াতে কেউ জানেই না যে, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তোমরা

তো শোনাও, কিন্তু বিশ্বাস হবে, তবে তো না । ভগবান উবাচঃ যখন বুঝবে তখন বুদ্ধিতে বসবে ।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বলেন -- নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো । বাচ্চারা জানে যে, অসীম জগতের বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা । সব হলো ভাই - ভাই । স্বর্গতে সব ভাই - ভাই সুখী ছিলো, কলিযুগে সব ভাই - ভাই দুঃখী । সকল আত্মারাই এখন নরকবাসী । কেবল আত্মা তো থাকবে না । শরীরও তো চাই, তাই না । বাচ্চারা, তোমাদের এখন আত্মা - অভিমানী হতে হবে, এতেই পরিশ্রম । এ মাসির বাড়ী নয় । এই অবস্থা তখন দূট হবে, যখন প্রথমে এই নিশ্চিত হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়ান । শিব বাবা এই শরীরের দ্বারা পড়াতেই আসেন । আমরাও শরীরের দ্বারাই শুনি, ধারণও করি । সংস্কার অনুযায়ী মানুষ এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । বাবা যেমন লড়াই যারা করে, তাদের উদাহরণ দেন । লড়াইয়ের সংস্কার নিয়ে যায়, আবারও সেই সংস্কার পরের জন্মে তাদের মধ্যে এসে যায় । এখন বাবার সংস্কারও তোমরা জানো যে, নিরাকার, অসীম জগতের বাবার মধ্যে কি সংস্কার আছে ! তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । তিনি পতিত - পাবন এবং জ্ঞানের সাগর । তিনি এসেই আমাদের পবিত্র করবেন । বাবা বলেন -- তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে । না হলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । কিছুই পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না ।

বাচ্চারা এখন জানে যে, বাবা আমাদের সহজ পথ বলে দেন । তিনি বলেন - মন্মনাভব । গীতাতেও এই শব্দ রয়েছে, কিন্তু এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না । বাবা বলেন -- তোমরা আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো । দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে আমি পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো । এই স্মরণকেই যোগ অগ্নি বলা হয়, যোগ হলো কমন শব্দ । গীতাতেও এই শব্দ আছে, কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়াতে ঘোর অন্ধকারময় করে দিয়েছে । তোমরা যখন, এখন বুঝতে পারো, তখন ওরা বলে দেয়, এ তোমাদের কল্পনা । কিছুই জানতে পারে না । ওরা তো এই উত্তরাধিকার নেবেই না । প্রথমে তো এই কথা বুঝবে যে, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা, ইনি বাবাও, টিচারও আবার সদগুরুও । তিনিই আমাদের পড়ান । একথা দূট ভাবে নিশ্চিত হওয়া দরকার । নতুন মানুষদের নিশ্চয় এসে যাবে, এ অসম্ভব । কোনো কোনো নতুন বাচ্চা এতটাই সচেতন যে, তারা বুঝে যায় । কেউ তো আবার এখানে আসতেই চায় না, কিছুই বুঝতে পারে না । সামান্যতমও তাদের বুদ্ধিতে আসে না । এতো বি.কে. আছে, নিশ্চই এরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছিলো । এরা পারিবার হয়ে গিয়েছিলো । নামও লেখা আছে - ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী, তাহলে তো পরিবার হয়ে গেলো, তাই না । প্রজাপিতা ব্রহ্মার পরিবার কতো বড়, কিন্তু এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসতে পারে না । কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তোমাদের এইম অবজেক্ট কি ? বলা, বাইরে বোর্ডে লেখা আছে -- প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তাহলে তো পরিবার হয়ে গেলো । দাদুর থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা শিববাবা রচনা করেন । তাহলে তিনি রচয়িতা হলেন, তিনি স্বর্গের রচনা করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি বাচ্চাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দান করবেন । তাহলে এ তো পরিবার হয়ে গেলো । বাবা, ছেলে, মেয়ে আর দাদা আছেন । ব্রহ্মাও আছেন, আবার শিবও আছেন । তিনি হলেন রচয়িতা । তিনি নিরাকার, তাহলে বাচ্চাদের উত্তরাধিকার কিভাবে দেবেন । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার দান করেন । এ খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত । বলা, এ তোমাদের বাবার ঘর । একে বলা হয় রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র । আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, বাবা ছাড়া আর কেউই রাজযোগ শেখাতে পারেন না । গীতাতেও আছে -- মন্মনাভব অর্থাৎ মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । তাই আমরা ওই এক বাবারই স্মরণ করি । ভক্তিমার্গে এমন গাওয়া হয় -- বাবা আপনি যখন আসবেন, তখন আমরা বলিহারি যাবো, আমরা আপনার হয়ে যাবো । আমরা আত্মারা এই দেহ ত্যাগ করে আপনার সঙ্গে চলে যাবো । আপনার হলে, অবশ্যই আপনার সঙ্গেই যাবো । বিবাহ বন্ধন যখন হয়, তখন সাজন বা প্রেমিকই তো সাথে করে নিয়ে যাবে, তাই না । এই শিব সাজনও বলেন - আমি তোমাদের এই দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যাবো । তারপর তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারে গিয়ে রাজস্ব করবে, যে যতটা জ্ঞান ধারণ করবে, তত উঁচু পদ পাবে । ছোটো - ছোটো কুমারীরাও সেবা করছে । ওদেরই বড় - বড় বিদ্বান, পণ্ডিত ইত্যাদিদের বোঝাতে হবে, এই শখ থাকা চাই । কুস্তি যখন হয় তখন বড় - বড় চ্যালেঞ্জ দেয় যে, এর সাথে আমি লড়াবো । সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের আরামের সঙ্গে শুয়ে থাকা উচিত নয় । এই সেবাতে পরিক্রমা করা উচিত । আজকাল বাবা অনেক প্রদর্শনী করান । বড় - বড় মানুষদের নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দাও । এখন না হলেও তারা পরে আসবে । সাধু - সন্ত, মহাত্মা, যেই হোক না কেন, তোমরা জাগাতে থাকো, কিন্তু কথা বলার জন্য মহারথীদের চাই । বাবার সঙ্গে যার যোগ নেই, ভালোবাসা নেই, সে তো যেন খালি বা অপূর্ণ বাদল । তারা আর কি করবে । এ তো জানো যে শিক্ষিতের সামনে অশিক্ষিত মূল্যবান হয়ে যাবে । প্রত্যেকেই নিজেকে বুঝতে পারে যে, আমরা কতো পর্যন্ত পড়েছি । সেবা করে দেখাই । যদি মেঘ পরিপূর্ণ থাকে আর বর্ষণ না করাতে পারে তাহলে সেই মেঘ কি কাজের । প্রত্যেকেরই নিজের বুদ্ধি চাই । দেহ অভিমানের অপ্রয়োজনীয়

নেশায় যদি থাকে তাহলে উঁচু পদ সর্বদার জন্য হারিয়ে ফেলবে। বাবার তো সেবার কতখানি শখ রয়েছে। গভর্নমেন্টকে বোঝানো উচিত যে, আমাদের একটা হল দাও, যেখানে আমরা এই আধ্যাত্মিক সেবা করে মানুষকে দেবতা বানাতে পারি। বাবা এসেছেন এই রাজযোগ শেখাতে, যা খুব যুক্তি সহকারে বোঝানো উচিত। যারা ভাষণই করতে পারে না, তারা তো বোঝাতেই পারবে না। উঁচু পদও তখন পেতে পারবে না। তারাই পদ পেতে পারবে যারা সেবা করবে। বড়দের লিখে জানাও যে, এই জ্ঞান ছাড়া ভারতের বা সম্পূর্ণ দুনিয়ার কল্যাণ হতে পারবে না। জ্ঞান হলো মূখ্য। এই লক্ষ্মী - নারায়ণও তো জ্ঞানের দ্বারাই এই পদ পেয়েছে, তাই না। আগের জন্মে এরা রাজযোগ শিখেছে। আমরাও এখন এখানে পড়ছি। স্কুলে স্টুডেন্টস মনে করে, আমরা এই পরীক্ষা দিয়ে তারপর গিয়ে এই হবো। তোমরা যে এই জ্ঞান পাও, তা এই দুনিয়ার জন্য নয়। তোমরাও পড়ো ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের প্রালব্ধ অর্জনের জন্য। ওরা পড়ে এই জন্মের সুখের জন্য। তাই ওই পড়াও পড়তে হবে, আর সাথে সাথে এই শিক্ষাও শিখতে হবে, এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আধ্যাত্মিক জ্ঞান কেন নেবে না? তোমাদের চিত্র নিয়ে গিয়ে বোঝানো উচিত। বলো -- জ্ঞান সকলের জন্য খুবই জরুরী, কিন্তু সব বাচ্চারা আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হয় না। চাকরী - বাকরি করেই আটকে থাকে। বন্ধনমুক্ত হলে তো সেবাতে লেগে যাওয়া উচিত। শ্রীমৎ অনুযায়ী তো সবাই চলবে না। মাঝে আবার মায়া অনেক সমস্যা তৈরী করে। কোনো - কোনো বাচ্চাদের অনেক শখ কিন্তু নেশা চড়ে না যে, আমরা গিয়ে অনেকের কল্যাণ করি। তাই বাবাও বোঝেন, বড় হয়ে গিয়েও কেন তোমরা এখনো বাধাগ্রস্ত হও। তোমরা বলতে পারো, আমাদের তো ভারতের উদ্ধার করতে হবে। প্রকৃত সেবা করে মানুষকে দেবতা বানাতে হবে। বাবার তো আশ্চর্য লাগে যে, তোমাদের নেশা চড়ে না, তাই তিনি মনে করেন, তোমাদের রজঃ বুদ্ধি। তোমাদের সুযোগ খুব ভালো। এমনও অনেকে আছে যাদের জ্ঞানের খুব অহংকার, তারা অনেক ডিসসার্তিস করে। এ তো গুড় জানে আর গুড়ের পুঁটলি জানে (শিব বাবা আর ব্রহ্মা বাবা)। তাদের রাহুর গ্রহণ লেগে যায়। বৃহস্পতির দশা নেমে গিয়ে রাহুর দশা বসে যায়। এখনই দেখো ভালো চলছে, আবার এখনই দেখো আবার গ্রহণ লেগে গেলে, তখন পড়ে যায়। বাচ্চাদের তো খুব বাহাদুর হওয়া উচিত। গুরু দায়িত্ব তুলে নিতে হবে। আমরা এই ভারতকে স্বর্গবাসী বানিয়েই ছাড়বো। তোমাদের ধর্মই হলো নরকবাসীকে স্বর্গবাসী বানানো, ভ্রষ্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানো। বাবা তো খুব সুন্দর নেশা তৈরী করে দেন, কিন্তু বাচ্চাদের তা নশ্বরের ক্রমানুসারে চড়তে থাকে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) বন্ধনমুক্ত হয়ে ভারতের প্রকৃত সেবা করতে হবে। আধ্যাত্মিক সেবা করে মানুষকে দেবতা বানাতে হবে। জ্ঞানের অহংকার আনবে না। আধ্যাত্মিক নেশায় থাকতে হবে।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে প্রথমে নিজের অবস্থা দূর করতে হবে। দেহ সহ যা কিছুই দেখা যায়, তা ছিন্ন করতে হবে, এক বাবার সঙ্গে জুড়তে হবে।

বরদানঃ:- বাবার সংস্কারকে নিজের সংস্কার বানিয়ে ব্যর্থ বা পুরানো সংস্কার থেকে মুক্ত ভব*
কোনো ব্যর্থ সঙ্কল্প বা পুরানো সংস্কার দেহ বোধের সম্বন্ধ থেকে আসে, আত্মিক স্বরূপের সংস্কার বাবার সমান হবে। বাবা যেমন সদা বিশ্ব কল্যাণকারী, পরোপকারী, দয়ালু বরদাতা -- এমনই নিজের সংস্কারও যেন তেমনই স্বাভাবিক হয়ে যায়। সংস্কার তৈরী হওয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্ম সেই অনুযায়ী চলা। জীবনে সংস্কার হলো একটি চাবি, যার দ্বারা সত্যতঃই চলতে থাকে। তখন পরিশ্রম করার প্রয়োজন থাকে না।

স্লোগানঃ:- আত্মিক স্থিতিতে স্থিত থেকে নিজের রথের (শরীর) দ্বারা কার্য যে করায়, সেই হলো প্রকৃত পুরুষার্থী।

“মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থাকলে তোমাদের স্থিতি খুব সুন্দর হয়ে যায়, এখন তোমাদের উপর বৃহস্পতির দশা আছে, এইজন্য এখন তোমাদের হলো উল্লতি কলা”

*প্রশ্ন:- যদি যোগের উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন না থাকে তাহলে তার ফল কি হবে? নিরন্তর স্মরণে থাকার যুক্তি কি?

*উত্তর:- যদি যোগের উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন না থাকে তাহলে চলতে চলতে মায়ার প্রবেশ হয়ে যায়, স্থিতির পতন ঘটে। ২) দেহ অভিমাত্রী হয়ে অনেক ভুল কাজ করতে থাকে। মায়া ভুল কর্ম করাতে থাকে। পতিত বানিয়ে দেয়। নিরন্তর স্মরণে থাকার জন্য মুখের মধ্যে চুশিকিঠি রেখে দাও, ক্রোধ করো না। দেহ সহ সবকিছু ভুলে, আমি আত্মা, আমি হলাম পরমাত্মার সন্তান - এই অভ্যাস করো। যোগ বলের দ্বারা কি কি প্রাপ্তি হয়, সেগুলি স্মৃতিতে রাখো।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা নিজের আত্মিক পিতা শিব বাবার মহিমা শুনেছে। যখন পাপ বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ মানুষ পাপাত্মা হয়ে যায় তখনই পতিত-পাবন বাবা আসেন, এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানান। সেই অসীম জগতের বাবারই মহিমা হয়। তাঁকে বৃক্ষপতিও বলা হয়। এই সময় অসীম জগতের বাবার দ্বারা অসীমের বৃহস্পতির দশা তোমাদের উপর বসেছে। মুখ্য এবং গৌণ দুই প্রকারের শব্দ আছে, তাই না। এরও অর্থ এখানেই প্রমাণিত হয়। বৃহস্পতির দশার দ্বারা মুখ্যতঃ ভারত জীবন্ত হয়ে যায় আর নিজের স্বরাজ্য পদ প্রাপ্ত করে কেননা যিনি সত্যিকারের বাবা, যাঁকে সত্য বলা হয়, তিনি এসে আমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ তৈরি করছেন। এছাড়াও যারা আছে তারা নশ্বরের ক্রমানুসারে নিজের নিজের ধর্মের বিভাগে গিয়ে বসে যায় আর আসবেও নশ্বরের ক্রমানুসারে। কলিযুগের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আসতে থাকে। প্রত্যেক আত্মারই নিজের নিজের ধর্মের নিজ নিজ পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। রাজস্ব রাজা থেকে শুরু করে প্রজা পর্যন্ত সকলেরই নিজের নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়। এই নাটক হলোই রাজা থেকে শুরু করে প্রজা পর্যন্ত। সকলকেই নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হয়। বাচ্চারা জানে যে আমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা বসেছে। এমন নয় যে একদিনের জন্যই বসেছে। না, এখন তোমাদের বৃহস্পতির দশা চলছে। এখন তোমাদের হলো উল্লতি কলা। যত স্মরণ করবে ততই উল্লতি কলা হবে। স্মরণ করা ভুলে গেলে মায়ার বিল আসে। স্মরণের দ্বারা স্থিতি খুব ভালো হয়। ভালোভাবে স্মরণ না করলে তো অবশ্যই স্থিতির পতন ঘটবে। তারপর তার থেকে কিছু না কিছু ভুল হতে থাকবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছেন, ড্রামা অনুসারে সকল ধর্মের আত্মারা যারা আছে, একে-অপরের পিছনে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত ভূমিকা পালন করার জন্য আসতেই থাকবে। বাচ্চারা জানে যে স্বর্গের দশা অর্থাৎ জীবন্তির দশা এখন আমাদের উপর বসেছে। এই ড্রামার চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয় একেও বিস্তারিত ভাবে বুঝতে হবে। এই সৃষ্টি ড্রামার চক্র মুখ্যতঃ ভারতের উপর তৈরি হয়েছে। বাবাও ভারতে আসেন। গাওয়া হয়ে থাকে যে আশ্চর্যের মতো শোনে, জ্ঞানের কথা বলে, তারপর পালিয়ে যায়.... চলতে-চলতে মায়ার প্রবেশ হওয়ার কারণে স্থিতির পতন হয়ে যায়। যোগের উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দেয় না, পুনরায় বাবা এসে সঞ্জীবনী বুটি প্রদান করেন অর্থাৎ সুরজিৎ করার জন্য বুটি দেন। তোমরাই হলে হনুমান। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই সময় রাবণকে দূর করার জন্য এই বুটি দিয়ে থাকি। বাবা তোমাদেরকে সমস্ত সত্য কথা বলছেন। সত্য হলেনই এক বাবা যিনি এসে তোমাদেরকে সত্যনারায়ণের কথা শুনিয়ে সত্যযুগের স্থাপন করছেন। এঁনাকে বলাই যায় সত্য, সত্যবাদী। তোমাদেরকে বলে - তোমরা শাস্ত্রকে মান্যতা দাও? বলবে - হ্যাঁ, আমরা শাস্ত্রকে কেন মান্যতা দেব না। জানো যে এইসব হল ভক্তি মার্গের শাস্ত্র। এইটা তো আমরা মনে করি। জ্ঞান আর ভক্তি - এই দুই জিনিস আছে। যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন ভক্তির কি প্রয়োজন আছে? ভক্তি মানে অবনতি কলা। জ্ঞান মানে উল্লতি কলা। এইসময় ভক্তি চলছে। এখন আমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যার দ্বারা সঙ্গতি হয়ে থাকে। ভক্তদের রক্ষাকারী হলেন এক ভগবান। শত্রুদের থেকে রক্ষা করা যায় তাই না। বাবা বলেন যে আমি এসে তোমাদেরকে রাবণের প্রকোপ থেকে রক্ষা করি। তোমরা দেখছো তাই না, যে - রাবণের থেকে কিভাবে তোমাদের রক্ষা হচ্ছে। এই রাবণের উপর জয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা এই রাবণ তোমাদেরকে তমোপ্রধান বানিয়ে দেয়। সত্যযুগকে বলাই যায় সতোপ্রধান, স্বর্গ। পুনরায় কলা কম হতে থাকে। অন্তিম সময় যখন একদমই দেহ অভিমানে এসে যায় তখন পতিত হয়ে যায়। নতুন মহল তৈরি হয়। এক মাস পর অথবা ছয় মাস পর কিছু না কিছু কলা কম হয়ে যায়। প্রত্যেক বছর মহলকে পরিষ্কার করে থাকে। কলা তো কম হয়ে

যায়, তাই না। নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে পুনরায় নতুন, প্রত্যেক জিনিসেরই এইরকম অবস্থা শুরু থেকে হয়ে আসছে। বোঝা যায় যে এই মহল একশো থেকে দেড়শো বছর পর্যন্ত থাকবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে সত্যযুগ বলা যায় নতুন দুনিয়া থেকে। পুনরায় ত্রোতাতে ২৫% কম বলা হয়, কেননা অল্প পুরানো হয়ে যায়। সেটা হল চন্দ্রবংশী। তার লক্ষণ রূপে দেখানো হয় ঋগ্বেদ, কেননা নতুন দুনিয়ার জন্য যোগ্য হয়নি এই জন্য পদ কম হয়ে গেছে। সবাই কৃষ্ণপূরীতে যেতে চায়। এইরকম খোড়াই কেউ বলবে যে - রামপূরীতে যাবে। সবাই কৃষ্ণপূরীর জন্য বলে থাকে। গাইতেও থাকে যে -চলো বৃন্দাবন ভজো রাধা-গোবিন্দ... বৃন্দাবনের কথা আছে। অযোধ্যার জন্য বলেনা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকলেরই খুবই ভালোবাসা থাকে। কৃষ্ণকে খুব ভালবাসার সাথে স্মরণ করে থাকে। কৃষ্ণকে দেখার সময় বলতে থাকে এনার মতো যেন স্বামী পাই, এনার মতো যেন বাচ্চা হয়, এনার মতো যেন ভাই হয়। যে বাচ্চারা অথবা কন্যারা আবেগপ্রবণ হয় তারা কৃষ্ণের মূর্তি সামনে রেখে বলে - যে এনার মতই যেন সন্তান প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের ভালোবাসাতে অনেকেই মগ্ন থাকে, তাই না। সবাই চায় কৃষ্ণপূরী। এখন তো হল কংসপূরী, রাবণের পূরী। কৃষ্ণপূরীর অনেক মহত্ব আছে। কৃষ্ণকে সবাই স্মরণ করে। তবেই তো বাবা বলেন যে তোমরা এতটা সময় স্মরণ করে এসেছো। এখন কৃষ্ণপূরীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো, এনার পরিবারে তো যাও। সূর্যবংশী আট বংশের হয়, তাই এতোটা পুরুষার্থ করো যে রাজত্ব এসে রাজকুমারের সাথে দোলনায় দুলতে পারবে। এটাই হলো বোঝার বিষয় তাই না। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, যতটা সম্ভব মন্বনা ভব হয়ে থাকো। স্মরণে না থাকার কারণে স্থিতির পতন হয়। জ্ঞান কখনো স্থিতির পতন ঘটায় না। স্মরণে না থাকলেই স্থিতির পতন ঘটে। এর উপরেই আল্লাহ অবলম্বন, হাতমতাই- এর নাটকও তৈরি হয়েছে। স্মরণে থাকার জন্যই মুখের মধ্যে চুম্বিকাঠি রেখে দিত। কারোর প্রতি ক্রোধ আসলে তো কটু কথা বলে দেয়, এইজন্য বলেছিলেন মুখের মধ্যে কিছু রেখে দাও। কথা বলা না তাহলে ক্রোধ আসবে না। বাবা বলেন যে - কখনো কারো প্রতি ক্রোধ করো না। কিন্তু এই কথাকে সম্পূর্ণরূপে না বোঝার কারণে শাস্ত্রতে কিছুনা কিছু লিখে দিয়েছে। বাবা যথার্থ ভাবে বসে বোঝাচ্ছেন। বাবা যখন আসবেন, তখন এসে বোঝাবেন। যারা কিছু করে গেছে, তাদেরই মহিমা করা হয়ে থাকে। টেগোর, ঝাঁসির রানী এখানে কিছু করে গেছেন, তাদের স্মরণিক রূপে নাটক তৈরি করে। আচ্ছা, শিববাবাও কিছু করে গেছেন, তবেই তো শিবের জয়ন্তী পালিত হয়, তাইনা। কিন্তু শিব কখন এসেছেন, এসে কি করেছেন, এটা কারো জানা নেই। তিনি তো হলেন সমগ্র সৃষ্টির পিতা। অবশ্যই এসে সবাইকে সঙ্গতি দিয়েছেন। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি যারা ধর্ম স্থাপন করে গেছে, তাদের জয়ন্তী পালন করে। তিথি তারিখ সকলেরই আছে, কিন্তু শিববাবার তিথি তারিখ কারোরই জানা নেই। বলা হয় যে যীশু খ্রিষ্টের থেকে এত বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। স্বস্তিকা যখন তৈরি হয় তখন তার মধ্যে চার ভাগ সম্পূর্ণরূপে দেখানো হয়। চার ভাগ অর্থাৎ চারটি যুগ। আয়ু কম বেশি হতে পারে না। জগন্নাথ পূরীতে চালের হাঁড়িতে ভোগ তৈরি হয়। সেই ভোগ সম্পূর্ণ চার ভাগ হয়ে যায়। বাবা বলেন যে - এই ভক্তি মার্গে সবকিছু গোলমাল করে দিয়েছে। এখন বাবা বলছেন যে দেহের সাথে এই সব কিছু ভুলে যাও। আমি হলাম আল্লা, আমি হলাম পরমপিতা পরমাত্মার বাচ্চা। এই অভ্যাস রাখো। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাই অবশ্যই আমাদের সবাইকে স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন। নরকে তো পাঠাবেন না। বাবা কাউকেই নরকে পাঠান না। সর্বপ্রথমে সবাই সুখ ভোগ করে। প্রথমে সুখ পরে দুঃখ। বাবা তো সকলেরই দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন তাই না। আল্লা প্রথমে সুখ, তারপর দুঃখ দেখে। বিবেকও বলে যে - আমরা প্রথমে সত্যোপধান তারপর সত্য: রজ: তমোতে আসি। মানুষও বোঝে যে বিদেশীরা খুবই সেন্সিবল হয়। সেখানে তো বস্তু এমন বানানো হয় যে ঝট করে সব শেষ হয়ে যাবে। যেরকম আজকাল মৃত ব্যক্তিকে বিদ্যুৎ তরঙ্গের দ্বারা (চুল্লি) কিছুক্ষণের মধ্যেই পুড়িয়ে শেষ করে দেয়, এইরকম বস্তু ইত্যাদি ফেলার পরে আগুন লেগে যাবে তখন মানুষ অতি শীঘ্রই সব শেষ হয়ে যাবে। খড়ের গাদায় আগুন লেগে যাবে। তুফান এমনভাবে আসে যে গ্রামের পর গ্রাম শেষ হয়ে যায়। পুনরায় সেই সময় এমন কোনও প্রবন্ধ থাকবে না যে বাঁচিয়ে রাখবে। বিনাশ তো হতেই হবে। পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। গীতাতেও তার বর্ণনা আছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে - ইউরোপবাসীরা এমন ভাবে বস্তু ছুঁড়বে যে জানাই যাবেনা। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে কল্প পূর্বেও বিনাশ হয়েছিল, এখন আবার হবে। তোমরাও কল্প পূর্বের ন্যায় পড়াশোনা করছো। ধীরে-ধীরে এই বৃক্ষের ঝাড় বৃদ্ধি হতে থাকবে। বৃদ্ধি হতে হতে পুনরায় স্থাপনা হয়ে যাবে। মায়ার তুফান অনেক ভালো ভালো ফুলকেও ঝরিয়ে দেয়। সম্পূর্ণভাবে যোগযুক্ত না থাকার কারণে তো পুনরায় মায়া বিঘ্নিত করে। বাবার বাচ্চা হয়ে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় যদি বিকারে গিয়ে পড়ে তাহলে তো নাম বদনাম করে দেয়। খুব জোরে ধাক্কা খেয়ে তারপর এখানে আসে। বাবা বলেন যে - এই কামের আঘাত কখনো খেওনা। বাচ্চারা জানে যে এখানে রক্তের নদী প্রবাহিত হবে। সত্যযুগে তো দুধের নদী প্রবাহিত হবে। সেটা হল নতুন দুনিয়া, এটা হল পুরানো দুনিয়া। কলিযুগে দেখো কি আছে, নতুন দুনিয়ায় বৈভব তো দেখো। এখানে তো কিছুই নেই। কন্যারা সাক্ষাৎকারে গিয়ে দেখে আসে। সূক্ষ্ম বতনে সূবীরস পান করে, এইসব করে, সেইসব সাক্ষাৎকার হয়। বলে থাকে যে আমরা মূল বতনে যাই। বাবা বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দেন। এইসব সাক্ষাৎকার ইত্যাদি ডামার মধ্যে পূর্ব থেকেই নিহিত আছে। এর দ্বারা কিছুই প্রাপ্ত হয় না। অনেক কন্যারা সূক্ষ্মবতনে যেত, সূবীরস ইত্যাদি

পান করত। তারা আজ আর নেই। ভালো ভালো ফাস্ট ক্লাস বাচ্চারা হারিয়ে যায়। অনেক ধ্যান সাক্ষাৎকারে যাওয়া বাচ্চারা, লৌকিক দুনিয়ায় গিয়ে বিবাহ করে নিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় - মায়া কিভাবে আসে। ভাগ্য কিভাবে ওলট-পালট করে দেয়। অনেকেই ভালো ভালো অভিনয় করে। একসময় তারা অনেক সাহায্য করেছিল। তারাও আজ নেই। তখন বাবা বলেন যে - মায়া তুমি খুবই প্রখর। মায়ার সাথে তোমাদের যুদ্ধ চলতে থাকে। একে বলাই যায় যোগবলের দ্বারা লড়াই। যোগবলের দ্বারা কি প্রাপ্তি হয় এটা কারো জানা নেই। কেবল ভারতের প্রাচীন যোগ বলে দেয়। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদেরকে যোগের জন্য বোঝানো যায় - প্রাচীন রাজযোগ গাওয়া হয়ে থাকে। যে সমস্ত দার্শনিক প্রভৃতি আছেন, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান তো কারো মধ্যেই নেই। আত্মিক পিতাই হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁকেই শিবায় নমঃ গাওয়া হয়ে থাকে। তারই মহিমা গান হয়। বাবা এসে তোমাদেরকে অনেক জ্ঞান বুঝিয়ে থাকেন। একে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বলা হয়, আর কারো মধ্যেই এত শক্তি নেই যে নিজেকে ত্রিকালদর্শী বলতে পারে। ত্রিকালদর্শী কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরাই হয়ে থাকে, যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ রচনা হয়েছে। এটাই হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, তাই না। রুদ্র শিবকেই বলা হয়। অনেক নাম রেখে দিয়েছে। প্রত্যেক দেশে আলাদা আলাদা অনেক নাম আছে। এক বাবার ছাড়া আর কারোরই এত নাম হয় না। বাবুলনাথ এঁনাকেই বলা হয়। বাবুল তাকেই বলা হয় যার মধ্যে কাঁটা থাকে। বাবা কাঁটাদেরকে ফুল তৈরি করতে আসেন, এই জন্য তাঁর নাম বাবুলনাথ রেখে দিয়েছে। বোম্বেতে অনেক মেলা বসে। অর্থ কিছুই জানেনা। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে এঁনার সত্য নাম হল শিব। ব্যবসায়ীরাও বিন্দুকে শিব বলে থাকে, এক-দুই করে যখন গণনা করতে থাকে তখন দশ পর্যন্ত এলে তারা বলে শিব। বাবাও বলেন যে আমি হলাম বিন্দু স্টার। অনেক মানুষ এইরকম ডবল তিলকও লাগিয়ে থাকে। মাতা আর পিতা। জ্ঞান সূর্য জ্ঞান চন্দ্রমার উপমা আছে। তারা অর্থ কিছুই বোঝে না। তাই বাবা যোগের উপর বোঝাচ্ছেন। যোগ কতইনা বিখ্যাত। এখন বাচ্চারা, তোমরা যোগ শব্দটি ছেড়ে দাও, স্মরণ করো। বাবা বলেন যে - যোগ শব্দটি বললে তারা কিছুই বুঝতে পারবেনা, তোমরা স্মরণ কথাটিকে ব্যবহার করো, তাহলে তারা বুঝবে। বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে। তাকে সাজনও বলা যায়। তিনি এসে তোমাদেরকে পাটরানী বানান, তাই না। বিশ্বের রাজধানীর উত্তরাধিকার বাবা-ই প্রদান করে থাকেন। সত্যযুগে একটি বাবা থাকেন। ভক্তিতে তো দুটি বাবা আর জ্ঞানমার্গে এখন তোমাদের তিনটি বাবা আছেন। কতইনা আশ্চর্যের বিষয়। তোমরা অর্থের সাথে তা জানো - সত্যযুগে সবাই সুখী এইজন্য পারলৌকিক বাবাকে জানেই না। এখন তোমরা তিনটি বাবাকে জানো। কতইনা সহজ বোঝার বিষয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্মরণে থাকার জন্য মুখ দিয়ে কিছু ব'লো না। মুখে চুম্বিকাঠি রেখে দাও, তাহলে ক্রোধ সমাপ্ত হয়ে যাবে। কারোর প্রতি ক্রোধ ক'রোনা।

২) এই দুঃখ ধামে এখন আগুন লেগে যাবে। এই জন্য একে ভুলে নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে। বাবার কাছে পবিত্র থাকার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তাতে স্থির থাকো।

বরদানঃ:- পবিত্রতার আধারে সুখ-শান্তির অনুভবকারী নম্বর ওয়ান অধিকারী ভব
যে বাচ্চারা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞাকে সর্বদা স্মৃতিতে রাখে, তাদের সুখ-শান্তির অনুভূতি সততঃই হয়ে থাকে।
পবিত্রতার অধিকার নেওয়াতে নম্বর ওয়ান থাকা অর্থাৎ সকল প্রাপ্তিগুলিতে নম্বর ওয়ান হওয়া। এইজন্য
পবিত্রতার ফাউন্ডেশনকে কখনো দুর্বল হতে দিও না, তবেই লাস্ট এসেও ফাস্ট (দ্রুত) যেতে পারবে। এই
ধর্মে সর্বদা স্থিত থাকবে - যা কিছু হয়ে যাক - তা ব্যক্তি বা প্রকৃতি কিম্বা পরিস্থিতি যতই তোমাকে
নড়ানোর চেষ্টা করুক না কেন, কিন্তু প্রাণ যায় যাক তবু ধর্ম না যায়।

স্লোগানঃ:- ব্যর্থের বিষয়ে ইনোসেন্ট হও, তাহলে সত্যিকারের সেন্ট হয়ে যাবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের ভাগ্যোদয় করতে, পবিত্র হলেই ভাগ্য উদয় হবে”

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের ভাগ্য উদিত হয়েছে তাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তর:- তারা হবে সুখের দেবতা। অসীম জগতের পিতার কাছে সুখের অধিকার নিয়ে সবাইকে সুখ প্রদান করবে। কখনও কাউকে দুঃখ দিতে পারে না। তারা হল ব্যাস দেবের সন্তান প্রকৃত সত্য সুখদেব। ২ - তারা ৫ বিকারের সন্ন্যাস করে সত্য রাজযোগী, রাজঋষির পরিচয় প্রাপ্ত করবে। ৩ - তাদের অবস্থা একরস থাকে, কোনো কথায় তাদের চোখে জল আসবে না। তাই তাদের বলা হয় মোহজিৎ।

*গীত:- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । এই গীতের এক একটি লাইন শুনে বাচ্চাদের রোমাঞ্চিত অনুভব হওয়া উচিত। যদিও গানটি খুব কমন কিন্তু গানের সার অন্য কেউই জানেনা। একমাত্র বাবা এসে প্রত্যেকটি গান, শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দেন। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই কথাও জানে যে, কলিযুগে সবার ভাগ্য সুপ্তাবস্থায় আছে। সত্যযুগে ভাগ্য উদিত থাকে। সুপ্ত ভাগ্যকে জাগিয়ে তুলতে, শ্রেষ্ঠ মত প্রদান করতে এবং ভাগ্য উদয় করতে পারেন একমাত্র বাবা। তিনিই বসে বাচ্চাদের ভাগ্য জাগিয়ে দেন। যেমন সন্তানের জন্ম হওয়া মাত্রই ভাগ্য জেগে ওঠে। সন্তান জন্ম নিয়েই জেনে যায় আমি উত্তরাধিকারী। ঠিক সেইরকম এই অসীমের কথা। বাচ্চারা জানে কল্প কল্প আমাদের ভাগ্য উদয় হয় আবার সুপ্তাবস্থায় চলে যায়। পবিত্র হলে ভাগ্যোন্মত্তি হয়। পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম বলা হয়। আশ্রম শব্দটি হল পবিত্র। পবিত্র গার্হস্থ্য আশ্রম, তার বিপরীতে হল অপবিত্র পতিত ধর্ম, আশ্রম বলা যাবে না। গৃহস্থ ধর্ম তো সবারই আছে। পশুদেরও আছে। সন্তানের জন্ম তো সবারই হয়। পশুদের জন্যও বলা হবে গৃহস্থ ধর্মে আছে। এখন বাচ্চারা জানে আমরা স্বর্গে পবিত্র গার্হস্থ্য আশ্রমে ছিলাম, দেবী-দেবতা ছিলাম। তাদের মহিমা বর্ণনা করা হয় সর্বগুণ সম্পন্ন.... তোমরা নিজেরাও এই গান গেয়েছ। এখন বুঝেছো যে, আমরা পুনরায় মানুষ থেকে সেই দেবতায় পরিণত হচ্ছি। দেবী - দেবতাদের ধর্ম আছে। আবার ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিশ্ব দেবতায় নমঃ.... শিবের জন্য বলা হবে শিব পরমাত্মায় নমঃ, সুতরাং তফাৎ তো হল তাইনা। শিব ও শঙ্করকে এক বলা যাবে না। পাথর বুদ্ধি ছিলে, এখন পরশ বুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছ। দেবতাদের তো পাথর বুদ্ধি বলা হবে না। পরে ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী রাবণের রাজ্যে তাদেরকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। পারস বুদ্ধি থেকে পাথর বুদ্ধি হতে হবে। সবচেয়ে বুদ্ধিমান বানিয়ে দেন একমাত্র বাবা। তোমাদেরকে পারসবুদ্ধি বানিয়ে দেন। তোমরা এখানে আসো পারস বুদ্ধিতে পরিণত হতে। পারসনাথেরও মন্দির আছে। সেখানে মেলা আয়োজিত হয়। কিন্তু এই কথা কেউ জানেনা যে, পারসনাথ কে। বাস্তবে পারসনাথ তো একমাত্র বানিয়ে দেন বাবা। তিনি হলেন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি। এই হল বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধির খোরাক। বুদ্ধি কতখানি পাটে যায়। যেমন গায়ন করা হয় - সী নো ইভিল... এ'সব তো বানরদের কথা হতে পারে না। মানুষই বানরসম হয়েছে। বনমানুষের তুলনা মানুষের সঙ্গে করা হয়। একেই বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। একে অপরকে অনেক দুঃখ দেয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধি পুষ্টিকর আহার প্রাপ্ত করছে। অসীম জগতের পিতা বুদ্ধির পুষ্টিকর আহার দিচ্ছেন। এ হল পড়াশোনা, একে গুণান অমৃতও বলা হয়। কোনো রকমের জল ইত্যাদি নয়। আজকাল সব জিনিসকেই অমৃত বলে দেয়। গঙ্গাজলকেও অমৃত বলে। দেবতাদের চরণ ধুয়ে জল পান করে, জল রাখে, তাকেও অমৃতের অঞ্জলি ভাবে। অঞ্জলি যে নেয় তাকে এমন বলা হবে না যে এর দ্বারা পতিতরা পবিত্র হবে। গঙ্গা জলের উদ্দেশ্যে বলে পতিত-পাবনী। কথায় বলে মৃত্যুর সময় মানুষের মুখে যেন গঙ্গা জল থাকে। দেখানো হয় অর্জুন তীর বিদ্ধ করে পরে অমৃত জল পান করিয়েছিল। তোমরা বাচ্চারা কোনো বাণ ইত্যাদি তো চালাওনি। একটি গ্রাম আছে যেখানে বাণ ইত্যাদি দিয়ে যুদ্ধ করে। সেখানকার রাজাকে ঈশ্বরের অবতার বলা হয়। বাবা বলেন - এরা সব হল ভক্তি মার্গের গুরু। প্রকৃত সত্য সঙ্গুরু হলেন একজনই। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন এক, যিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যান। বাবা ব্যতীত কেউ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। ব্রহ্মে বিলীন হওয়ারও কোনো কথা নেই। এই নাটকটি পূর্ব রচিত, যার পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে। বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কীভাবে রিপোর্ট হয় এই কথা তোমরা জানো। মানুষ অর্থাৎ আত্মারা নিজের পিতা রচয়িতাকেও জানেনা, যাঁকে স্মরণও করে - ও গড ফাদার। দৈহিক পিতাকে কেউ গড ফাদার বলবে না। গড ফাদার শব্দটি খুব সম্মানের সাথে বলে। তাঁর উদ্দেশ্যেই বলে উনি হলেন পতিত-পাবন, দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী। একদিকে বলে উনি দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী, পরে যদি কোনও দুঃখ হয় বা সন্তানের মৃত্যু হয় তখন বলে সুখ-দুঃখ ঈশ্বর প্রদান করেন। ঈশ্বর আমাদের সন্তানকে নিয়ে নিয়েছেন, এটা কি কাজ করলেন ! এই বলে কটু কথা বলে ঈশ্বরকে। বলাও হয় ঈশ্বর সন্তান

দিয়েছেন পরে উনি যদি ফেরৎ নিয়েছেন তো তোমরা কাঁদো কেন। ঈশ্বরের কাছে ফিরে গেছে তাইনা। সত্য যুগে কেউ কখনও কাঁদে না। বাবা বোঝান কাঁদবার তো দরকার নেই। আত্মাকে নিজের হিসেব নিকেশ অনুযায়ী পার্ট প্লে করতে হবে। জ্ঞান না থাকার জন্য মানুষ অনেক কাঁদে। পাগল হয়ে যায়, এখানে তো বাবা বোঝান - মায়ের মৃত্যুতেও হালুয়া খেও.... পিতার মৃত্যুতেও হালুয়া খেও... নষ্টমোহ হতে হবে। আমাদের তো একমাত্র অসীমের পিতা আছেন, অন্য কেউ নয়। বাচ্চাদের এমন অবস্থা হওয়া উচিত। মোহজিত রাজার কাহিনী শুনেছো, তাইনা। সত্যযুগে কোনো দুঃখের কথা থাকে না। অকালে মৃত্যুও থাকে না। বাচ্চারা জানে আমরা কালের উপরে বিজয় লাভ করি। বাবাকে মহাকালও বলা হয়, কালেরও কাল। তোমাদেরকে কালের উপরে জয় লাভ করতে হবে অর্থাৎ কাল কখনও গ্রাস করবে না। কাল আত্মা ও শরীর দুটিকেই গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। যাকে বলা হয় কাল গ্রাস করেছে, যদিও কাল বলে কিছু নেই। মানুষ মহিমা বর্ণনা করতে থাকে, কিছুই বোঝে না। অচ্যুতম্ কেশবম্... বাবা বোঝান এই ৫ - বিকার তোমাদের বুদ্ধিকে খারাপ করে দিয়েছে। এই সময় কেউ বাবাকে জানেনা তাই এই দুনিয়াকে অরফ্যান অর্থাৎ অনাথের দুনিয়া বলা হয়। নিজেদের মধ্যে কত লড়াই করে। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হল বাবার ঘর তাইনা। বাবা সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করতে এসেছেন। অর্ধকল্প যথাযথভাবে পবিত্র দুনিয়া ছিল তাইনা। গানও করে রাম রাজা রাম প্রজা... সেখানে অধর্মের কথা হবে কীভাবে। বলাও হয় সেখানে বাঘে ছাগলে এক সঙ্গে জল খায়, তাহলে সেখানে রাবণ ইত্যাদি আসবে কীভাবে। বুঝতে পারে না, বাইরের মানুষ এই কথা শুনে উপহাস করে। বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন, এ হল পতিত দুনিয়া তাইনা। উনি প্রেরণার দ্বারা পতিতদেরকে পবিত্র করবেন নাকি! আহ্নানও করে পতিত-পাবন এসো তাই নিশ্চয়ই ভারতে এসেছিলেন। এখনও বলেন আমি জ্ঞানের সাগর এসেছি - তোমাদেরকে নিজসম মাস্টার জ্ঞান সাগরে পরিণত করতে। বাবাকেই প্রকৃত সত্য ব্যাস দেব বলা হবে। অর্থাৎ বাবা হলেন ব্যাসদেব আর তোমরা বাচ্চারা হলে তাঁর সন্তান সুখদেব, তোমরা এখন সুখের দেবতা হয়েছো। সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছো এই ব্যাসদেব, শিবাচার্যের কাছে। তোমরা হলে ব্যাসদেবের সন্তান। কিন্তু মানুষ যাতে কনফিউজ না হয় তাই বলা হয় শিবের সন্তান। তাঁর আসল নাম হল শিব। আত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, পরমাত্মার জ্ঞানও প্রাপ্ত হয়। তিনি এসে পতিতদের পবিত্র করেন। বলেন আত্মারা, আমি তোমাদের পিতা। বলা হয় অঙ্গুষ্ঠ সম। এত বড় সাইজ হলে তো এখানে স্থির থাকতে পারবে না। তিনি তো হলেন সূক্ষ্ম। ডাক্তাররাও খুব বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করে - আত্মাকে দেখার জন্য। কিন্তু আত্মাকে তো দেখা যায় না। আত্মাকে রিয়ালাইজ করা যায়। বাবা জিজ্ঞাসা করেন এখন তোমরা আত্মাকে রিয়ালাইজ করেছ ? এত সূক্ষ্ম আত্মাতে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। যেন একটি রেকর্ড। প্রথমে তোমরা দেহ-অভিমানী ছিলে, এখন দেহী-অভিমানী হয়েছো। তোমরা জানো আমাদের আত্মা ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়ে এসেছে। তার কোনো শেষ নেই। কেউ জিজ্ঞাসা করে - এই ড্রামা কবে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এই ড্রামা তো হল অনাদি, এর কোনো বিনাশ হয় না। একেই বলা হয় পূর্ব রচিত অবিনাশী ড্রামা। ওয়ার্ল্ডের কথাও তোমরা জানো। যেমন অশিক্ষিত বাচ্চাদেরকে পড়ানো হয়, ঠিক তেমন ভাবে বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদেরকে পড়ান। আত্মা নিজ শরীরের দ্বারা পড়া পড়ে। এই হল পাথর বুদ্ধিদের জন্য ভোজন। বুদ্ধি বোধ প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা, তোমাদের জন্যই বাবা চিত্র গুলি বানিয়েছেন। খুব সহজ। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এবারে ব্রহ্মাকে ত্রিমূর্তি কেন বলা হয়। দেব-দেব মহাদেব.... এক দুইয়ের উপরে রাখা হয়। অর্থ কিছুই জানে না। এখন ব্রহ্মা হবে কীভাবে, যখন ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয়। সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা দেবতা থাকবেন কীভাবে। প্রজাপিতা তো এখানে থাকা উচিত। এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। বাবা বলেন - আমি এই শরীরে প্রবেশ করে এনার দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাই, এনাকে নিজের রথ বানিয়েছি। এনার (ব্রহ্মার) অনেক জন্মের শেষে আমি আসি। ব্রহ্মাও ৫ বিকারের সন্ধ্যাস করেন। সন্ধ্যাস যে করে তাকে যোগী ঋষি বলা হয়। এখন তোমরা হলে রাজঋষি। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর। ওই সন্ধ্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করে থাকে। এখানে তো স্ত্রী-পুরুষ একত্রে থাকে। তারা বলে আমরা কখনো বিকারগ্রস্ত হবো না। মুখ্য কথা হল বিকারের।

তোমরা জানো শিববাবা হলেন রচয়িতা। তিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন। তিনি হলেন বীজরূপ সত্য চিত্ত, আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর। স্থাপনা, পালনা, বিনাশ কীভাবে করেন - সেকথা একমাত্র বাবা জানেন। এই কথা গুলি মানুষ জানে না। তোমরা বাচ্চারা এখন এইসব কথা গুলি জানো, তাই সবাইকে বোঝাতে পারো। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রতিটি আত্মার নিজস্ব কর্মের হিসেব নিকাশ আছে, তাই কেউ শরীর ত্যাগ করলে চোখের জল ফেলবে না। সম্পূর্ণ নষ্ট মোহ হতে হবে। এই কথা বুদ্ধিতে যেন থাকে আমাদের আপন হলেন একমাত্র অসীম জগতের বাবা, অন্য কেউ নয়।

২) ৫ বিকারগুলি যে বুদ্ধিকে খারাপ করে সেসব ত্যাগ করতে হবে। সুখের দেবতা স্বরূপে সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না।

বরদানঃ- দয়ালু দৃষ্টির দ্বারা ঘৃণার দৃষ্টি সমাপ্ত করে নলেজফুল ভব
যে বাচ্চারা একে অপরের সংস্কারকে জেনে সংস্কার পরিবর্তনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে, তারা কখনও এমন ভাবে না যে, এ তো এমনই, তখন বলা হবে নলেজফুল। তারা নিজেকে দেখে এবং নির্বিঘ্ন থাকে। তাদের সংস্কার হল বাবার মতন দয়ালু। দয়ালু দৃষ্টি, ঘৃণার দৃষ্টিকে সমাপ্ত করে দেয়। এমন দয়ালু হৃদয়ের বাচ্চারা কখনও নিজেদের মধ্যে থিটি মিটি করে না। তারা সুপুত্র হয়ে প্রমাণ দেয়।

স্লোগানঃ- যে আত্মা সর্বদা পরমাত্মা চিন্তন করে তারাই বেফিকর বাদশাহ(নিশ্চিত বাদশাহ) হয়, তাদের কোনো রকমের চিন্তা থাকতে পারে না।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য - "অখন্ড জ্যোতি তত্ত্ব হল সাইলেন্স লজ এবং সাকারী দুনিয়া প্লে গ্রাউন্ড"

আত্মাদের নিবাস স্থান হল অখন্ড জ্যোতি মহত্ব, যেখানে এই শরীরের পাট থেকে মুক্ত থাকে অর্থাৎ সুখ - দুঃখ থেকে ডিট্যাচ অবস্থা থাকে যাকে সাইলেন্স লজ-ও বলা হয় এবং আত্মাদের শরীর ধারণ করে অভিনয় করার স্থান হল প্লে গ্রাউন্ড এই সাকারী দুনিয়া। অতএব মূল্য দুটি দুনিয়ার একটি হল নিরাকারী দুনিয়া, দ্বিতীয়টি হল সাকারী দুনিয়া। দুনিয়ার মানুষ তো শুধু কথায় বলে যে, পরমাত্মা হলেন রচয়িতা, পালন করেন, সংহার করেন, খাওয়ান, মারেন, দহন করেনও তিনি। সুতরাং দুঃখ সুখ সব তিনিই দেন, যখন কোনো দুঃখ আসে তখন বলে প্রভু তোমার স্মরণ খুব মিষ্টি লাগে, এই হল অযথার্থ জ্ঞান কারণ এই কর্ম পরমাত্মার নয়, তিনি হলেন দুঃখ হরণকারী, দুঃখ প্রদানকারী নন। জন্ম নেওয়া জন্ম ত্যাগ করা, দুঃখ সুখ ভোগ করা প্রত্যেক মানুষের আত্মার সংস্কার। শারীরিক জন্ম দায়ী মাতা পিতার সঙ্গে নির্দিষ্ট কর্ম বন্ধন অনুসারে পিতা পুত্রের সম্বন্ধে যুক্ত হয়, সেই অনুযায়ী আত্মাদের পিতা হলেন পরমাত্মা, তাহলে উনি কীভাবে অসীম জগতের রচনার স্থাপনা, পালনা করেন ! কীভাবে তিনি তিনটি রূপের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের রচয়িতা, তারপরে এই আকারী রূপের দ্বারা দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা, আসুরি দুনিয়ার বিনাশ এবং পুনরায় দৈবী সৃষ্টিতে পালনা করান। অসীম জগতের এই তিনটি কর্তব্য হল পরমাত্মার। বাকি এই দুঃখ-সুখ, জন্ম-মরণ কর্মানুসারে হয়। পরমাত্মা তো হলেন সুখ প্রদানকারী, তিনি নিজের সন্তানদের দুঃখ দেন না। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

“মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিদিন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি আত্মা কতটা শুদ্ধ হয়েছি, যত শুদ্ধ হবে ততই খুশি থাকবে, সেবা করার উৎসাহ আসবে”

*প্রশ্নঃ - হীরের মতো শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ কি?

*উত্তরঃ - দেহী-অভিমানী হও। শরীরের প্রতি যেন অল্প একটুও মোহ না থাকে। চিন্তা মুক্ত হয়ে এক বাবার স্মরণে থাকো - এই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হীরের মত বানিয়ে দেবে। যদি দেহ অভিমান থাকে তাহলে বুঝবে যে স্থিতি এখনো কাঁচা আছে, বাবার থেকে দূরে আছে। তোমাদেরকে এই শরীরের দেখাশোনাও করতে হবে, কেননা এই শরীরে থেকেই কর্মাভীত স্থিতিকে প্রাপ্ত করতে হবে।

*গীতঃ- নিজের মুখ দেখে নাও হে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যার যোগবলের দ্বারা পাপ কেটে যায়, তার খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। নিজের স্থিতিকে বাচ্চারা নিজেরাই জানতে পারে। যখন স্থিতি ভালো হয়ে যায় তখন সার্ভিসের শখ অনেক ভালো হয়। যত-যত শুদ্ধ হতে থাকবে ততই অন্যদেরকেও শুদ্ধ অথবা যোগী বানানোর উৎসাহ আসবে। কেননা তোমরা হলে রাজযোগী বা রাজঋষি। হঠযোগী ঋষিরা তত্বকেই ভগবান মনে করে। রাজযোগী ঋষিরা ভগবানকে বাবার রূপে মান্যতা দেয়। তত্বকে স্মরণ করলে তাদের কোনও কোনও পাপ কাটেনা। তত্বের সাথে যোগ লাগালে কোনও শক্তি প্রাপ্ত হয় না। কোনও ধর্মের আত্মারা যোগকে জানেই না এইজন্য কেউই সত্যিকারের যোগী হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে না। এখন বাচ্চারা তোমরা নিজের স্থিতি নিজেরাই জানতে পারো। আত্মা যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই খুশিতে থাকবে। নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে। বাচ্চারাও একে অপরের স্থিতিকে, নিজের স্থিতিকে জানতে পারে। দেখতে হবে আমার মধ্যে কোনো শরীরের ভান নেই তো! দেহ অভিমান যদি থাকে তাহলে বুঝবে যে আমি এখনো অনেক কাঁচা। বাবার থেকে অনেক দূরে আছি। বাবা আদেশ করছেন যে, বাচ্চারা তোমাদের এখন হীরের মত তৈরী হতে হবে। বাবা দেহী অভিমানী তৈরি করছেন। বাবার মধ্যে দেহ অভিমান আসে না। দেহ অভিমান হয়ে থাকে বাচ্চাদের। বাবার স্মরণের দ্বারা তোমরা দেহী-অভিমানী হবে। নিজেকে পরীক্ষা করতে থাকো, আমি কতটা সময় স্মরণ করছি। যত স্মরণ করবে ততই খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হবে আর নিজেকে উপযুক্ত তৈরি করতে পারবে। এরকমও মনে করো না যে বাচ্চারা কর্মাভীত অবস্থাতে পৌঁছে গেছে। না, রেস চলছে। রেস যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন ফাইনাল রেজাল্ট বেরোবে। তখন বিনাশও শুরু হয়ে যাবে। ততক্ষণ এই রিহার্সাল হতে থাকবে, যতক্ষণ কর্মাভীত অবস্থা না আসে। আমরা কারো খারাপ করতে পারিনা। অন্তিম সময়ে সকলেই এ বিষয়ে জানতে পারবে। এখন তো আর অল্প সময়ে অবশিষ্ট আছে। এই দাদাও বলছেন যে, মিষ্টি বাচ্চারা, এখন অল্প সময় অবশিষ্ট আছে। এই সময় একজনও কর্মাভীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। অসুখ বিসুখ ইত্যাদি হবে - একেই কর্মভোগ বলা যায়। এই দুর্ভোগ অন্য কেউ জানতে পারবে না। এটা অন্তরেই পীড়াদায়ক হবে। এখন একরস অবস্থা কারোরই হয়ে ওঠেনি। যতটাই চেষ্টা করে ততই বিকল্প, তুফান অনেক এসে যায়। তাই বাচ্চাদেরকে কতইনা খুশিতে থাকতে হবে। বিশ্বের মালিক হওয়া কোনও কম কি! মানুষ ধনী হলে তাদের কাছে অনেক বড় বড় বাংলা থাকে, তাই খুশিতে থাকে কেননা অনেক সুখে থাকে। এখনও তোমরা বাবার থেকে অসীম সুখ গ্রহণ করছ। তোমরা জানো যে বাবার থেকে আমরা রাজত্ব গ্রহণ করছি। শান্তিতে তেমন খুশি থাকে না, যতটা ধন থাকলে খুশি হয়। সল্ল্যাসীরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে থাকে। কখনও টাকা পয়সা হাতে রাখে না। কেবল রুটি গ্রহণ করে। এখন তো তারা কতই না ধনবান হয়ে গেছে। সকলেরই টাকা পয়সার জন্য চিন্তা অনেক হয়। বাস্তবে রাজার প্রজাদের প্রতি চিন্তা থাকে, এই জন্য যুদ্ধের জিনিসপত্র রেখে দেয়। সত্যযুগে লড়াই ইত্যাদির কোনও কথাই নেই। এখন বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশি হয় - আমরা নিজেদের রাজত্ব শাফি। সেখানে ভয়ের কোনও কথাই নেই। ট্যাক্স ইত্যাদিরও ব্যাপার নেই। এই শরীরের চিন্তা এখানেই থাকে। গাওয়া হয় যে - চিন্তামুক্ত স্বামী.... তোমরা জানো যে চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এখন আমরা এতটাই পুরুষার্থ করছি। পুনরায় ২১ জন্মের জন্য কোনও চিন্তা থাকবে না। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের স্থিতি অটল থাকবে। রামায়ণের কথাও তোমাদেরকেই কেন্দ্র করে তৈরী করেছে। তোমরাই মহাবীর তৈরি হচ্ছে। আত্মা বলে যে আমাদেরকে রাবণ নড়াতে পারবে না। সেই স্থিতি অন্তিম সময় আসবে। এখন তো যে কেউ নড়ে যেতে পারে। চিন্তা থাকে। যখন বিশ্বে যুদ্ধ শুরু হবে, তখন বুঝতে পারবে যে এখন সময় এসে গেছে। যত-যত বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করবে, ততই লাভ হবে। পুরুষার্থ করার এখনই হল শ্রেষ্ঠ সময়। তারপর তো বিনাশের ধুমধাম হবে। এখন তো শরীরের

মধ্যে মোহ থাকে, তাই না! বাবা নিজে বলছেন যে শরীরের দেখাশোনা করো। এই হলো তোমাদের অন্তিম শরীর, এই শরীরেতেই পুরুষার্থ করে কর্মাতীত অবস্থা পেতে হবে। সুস্থ থাকবে, বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। বাবা বলেছেন যে বাচ্চারা সুস্থ থাকো। যত সুস্থ থাকবে ততই বাবাকে স্মরণ করে উচ্চ পদ নিতে পারবে। এখন তোমাদের উপার্জন হতে থাকে। শরীরকে সুস্থ নিরোগী রাখ। কোনো ভুল কাজ করো না। খাদ্য-পানীয়ের বিষয়ে সতর্ক থাকো, তাহলে কিছুই হবে না। একরস চলনের দ্বারা শরীরও সুস্থ এবং সবল থাকবে। এই শরীর হলো অমূল্য। এই শরীরেতেই পুরুষার্থ করে দেবী-দেবতা তৈরি হও, তাই এই সময়ই হল শ্রেষ্ঠ সময়। খুশিতে থাকতে হবে। যত বাবা আর বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করবে ততই নারায়ণী নেশায় থাকবে। বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমরা উচ্চ থেকেও উচ্চতর পদ প্রাপ্ত করবে। দেখতে হবে যে আমরা কতটা খুশিতে, কতটা চিন্তা মুক্ত হয়ে থাকি। গরিবদের তো আরোই খুশিতে থাকা উচিত। ধনীদের তো ধনের চিন্তা থাকে। তোমাদের কুমারীদের তো কোনও চিন্তাই নেই। হ্যাঁ, কারোর মিত্র-সম্বন্ধী যদি গরিব হয় তাহলে তারও দেখাশোনা করতে হয়। তাদেরকে জাগাতেও হবে। যদি না জাগ্রত হয় তাহলে তোমরা কতদূর পর্যন্ত তাদের সাহায্য করবে! বাবা বলছেন যে - তোমরা নিজেরাই সার্ভিসেবেল হও আর স্ত্রীকেও আধ্যাত্মিক সেবাত্রে প্রেরিত করো। তোমরা হলে বাবার সহায়ক। সকলেই সহায়তা চায়, তাইনা। একলা বাবা কি করবেন, কত জনকে মন্ত্র দেবেন। আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি - তোমাদেরকে আবার অন্যদেরকে দিতে হবে, চারা (কলম) লাগাতে হবে। বাচ্চাদেরকে বলছেন যে যতদূর সম্ভব বাবার সহায়ক হও, মন্ত্র দিয়ে যেতে থাকো। তোমাদের শাস্ত্রেও লেখা আছে যে সবাইকে বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে বাবা এসে গেছেন, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে, তাই বাবাকে স্মরণ করো। দেহধারীদেরকে স্মরণ করো না। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। গীতা তো অনেকেই শুনতেও থাকে এবং শোনাতেও থাকে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ শব্দ হলো মন্মনাভব। বাবাকে স্মরণ করলে মুক্তি পাবে। সন্ন্যাসীরাও এটা পছন্দ করবে। মধ্যাজী ভব অর্থাৎ জীবন্মুক্তি। বাচ্চারা বাবার হয় তাই বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, পতিত আত্মারা যেতে পারবে না। এটাই হলো বোঝার বিষয়। তোমরা ভারতবাসীরা সত্যোপধান ছিলে। এখন তমোপ্রধান হয়েছে। পুনরায় সত্যোপধান হতে হবে, তাই বাবা বলছেন যে পুরুষার্থ করো তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। ভক্তি তো জন্ম-জন্মান্তর করে এসেছে। তোমরা জানো যে - সর্বপ্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি শুরু হয়েছিল। এখন কতইনা ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে গেছে। শরীরকেও পূজা করতে থাকে, সেটা হল ভূত পূজা। দেবতার তবু পবিত্র থাকেন। কিন্তু এই সময় তো সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তাই পূজাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ভক্তির শব্দ কেউ বলবেনা। হায় রাম... এটাও হল ভক্তিমূলক শব্দ। এরকম ভাবে কেউ বাবাকে ডাকবে না। এখানে কোনও কিছুই উদ্ভারণ করার প্রয়োজন নেই। ওম শান্তিও সব সময় বলার দরকার নেই। শান্তি মানে অহম আত্মা - শান্ত স্বরূপ। সেটা তো আছেই। এতে কথা বলার দরকার নেই। অন্য কোনও মানুষকে যদি বল - ওম শান্তি, তারা তো এর অর্থ কিছুই বুঝবে না। তারা তো "ওম"-এর বড় বড় মহিমা করে দেয়। তোমরা তো এর অর্থ বোঝো, এরপর ওম শান্তি বলাটাও প্রয়োজনীয় নয়। হ্যাঁ, একে অপরকে এইরকম জিজ্ঞাসা করতে পারো যে শিব বাবা স্মরণে আছে? যেরকম আমিও এই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করি যে এটা কার শৃঙ্গার করছে? সে বলে, শিব বাবার রথের। এটা হল শিব বাবার রথ, তাইনা। এরকম হসেনের রথ হয়, তাই না। ঘোড়ার শৃঙ্গার করে। ঘোড়ার অর্থ বুঝতে পারেনা। যাঁরা ধর্ম স্থাপন করার জন্য আসেন তাঁরা আত্মারা পবিত্র হয়। পুরানো পতিত আত্মারা ধর্ম স্থাপন করতে পারে না। তোমরা ধর্ম স্থাপন করতে পারবে না। শিববাবা তোমাদের দ্বারা করছেন। তোমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছেন। তারা তো ভক্তি মার্গে অনেক শৃঙ্গার ইত্যাদি করে থাকে। এখানে শৃঙ্গার পছন্দ করে না। বাবা কতইনা নিরহংকারী। নিজে বলছেন যে আমরা অনেক জন্মের অন্তিমের অন্তিম জন্মে আসি। সর্বপ্রথম সত্যযুগে হবে শ্রীনারায়ণ। শ্রীলক্ষ্মীর থেকেও পূর্বে শ্রীনারায়ণ আসবেন। তিনি তো বড় হবেন, তাইনা। এই জন্য কৃষ্ণের নাম গাওয়া হয়ে থাকে। নারায়ণের থেকেও কৃষ্ণের মহিমা বেশি করে থাকে। কৃষ্ণেরই জন্মাষ্টমী পালনা করা হয়। নারায়ণের বার্থডে পালন করে না। এটা কেউ জানে না যে কৃষ্ণই হলেন নারায়ণ। নাম তো শৈশবেরই চলবে তাই না। অমুক ব্যক্তি জন্ম নিয়েছে, তার বার্থডে পালন করে, এই জন্য কৃষ্ণেরই বার্থডে পালন করতে থাকে। নারায়ণের বার্থডে কারোর জানা নেই। সর্বপ্রথম শিবজয়ন্তী হয়, তারপর হয় কৃষ্ণের জয়ন্তী, তারপর হয় রাম জয়ন্তী... শিবের সাথে-সাথে গীতারও জন্ম হয়। শিব বাবা আসেনই অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে। বৃদ্ধ অনুভাবী রথেরই আসেন। কতইনা ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন, তবুও কারোর বুদ্ধিতে ধারণ হয়না।

বাবা বলেন, এই জ্ঞান প্রায়ঃ লোপ হয়ে যায়। যখন আমি এসে শোনাই তখন তোমরাও শোনাতে পারো। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যতে এক্যুরেট এই দেবী-দেবতা হব। বাবা দুই তিন প্রকারের সাক্ষাৎকার করেছিলেন। এটা হব, মুকুটধারী হব, পাগড়ী পড়ব। দুই-চার রাজার জন্মের সাক্ষাৎকার করেছিলেন। এখন তো তোমরা বুঝতে

পেরেছ যে - এই কথা গুলি দুনিয়াতে আর কেউই বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, এতটা বুঝতে পারে যে, ভাল কর্ম করলে ভালো জন্ম প্রাপ্ত হবে। এখন তোমরা ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করছ। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। তোমরা জানো যে আমরা এই পদ প্রাপ্ত করবো। এই খুশি অধিক তারই থাকবে যে কর্মরত অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে থাকবে। বলে যে, বাবা আমরা তো মাশ্বা-বাবাকে ফলো করবো তবেই তো সিংহাসনের উপর বসতে পারবো। এরও বোধগম্যতা চাই, আমরা কত সেবা করছি আর কতটা খুশিতে থাকছি। নিজে খুশিতে থাকবে তাহলে অন্যদেরও খুশিতে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু অন্তরে যদি কোনো খারাপ চিন্তা চলে তাহলে হৃদয় দুঃখী হয়ে থাকবে। কেউ-কেউ এসে বলে - বাবা আমার মধ্যে ক্রোধ আছে। এই ভূত আছে আমাদের মধ্যে। চিন্তার কথা হয়ে গেল, তাই না। ভূতকে রাখা উচিত নয়। ক্রোধ কেন কর! ভালোবাসা দিয়ে বোঝাতে হয়। বাবা কারোর প্রতি খোড়াই ফুদ্র হবেন। শিব বাবার মহিমা তো আছে তাই না। অনেকে ফালতু মিথ্যা মহিমাও করে থাকে। আমি কি করি! আমাকে বলে যে এসে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। যেরকম ডাক্তারকে বলে যে আমাদের অসুখ দূর থেকে। তিনি ওষুধ দিয়ে, ইঞ্জেকশন দেয়, সেটা তো হল তার কাজ। বড় কথা খোড়াই হল! তারা পড়াশোনা করে এই সেবা করার জন্য। বেশি পড়লে বেশি উপার্জন করবে। বাবাকে তো কোনো উপার্জন করতে হয় না। তাঁকে তো উপার্জন করাতে হয়। বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে অবিনাশী সার্জনও বলে থাকো, এটা অধিক মহিমা করে দিয়েছ। পতিত-পাবনকে কখনও সার্জন বলা যায় না। এটা হলে কেবল মহিমা। বাবা তো কেবল এটাই বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। ব্যাস। আমার পাটাই হল তোমাদেরকে এটা বোঝানো, যে মামেকম স্মরণ করো, যত স্মরণ করবে ততই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এটা হলই রাজযোগের স্তান। গীতা যে পড়েছে, তাকে বোঝানো খুবই সহজ হয়। তোমরা পূজ্য রাজাদেরও রাজা হও, তারপর আবার পূজারী হবে। তোমাদেরকেই পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা বিশ্বকে পবিত্র বানাচ্ছ। কত শ্রেষ্ঠ কর্ম। তোমরা সবাই অঙ্গুল দিয়ে সহায়তা করছ - কলি যুগের পাহাড়কে সরানোর জন্য। এখানে কোন স্থল পাহাড় ইত্যাদি কথা বলা হয়নি। এখন তোমরা জানো যে - নতুন দুনিয়া আসবে, এই জন্য রাজযোগ অবশ্যই শিখতে হবে। বাবা এসে শেখাচ্ছেন। সতোপ্রধান হতে হবে। যিনি কল্প পূর্বেও হয়েছিলেন তাকে বোঝালে সে বুঝবে। তোমরা তো ঠিক কথাই বলছ। বরাবর বাবা বলেছেন - মন্বনা ভব। শব্দটা সংস্কৃতে আছে। বাবা তো হিন্দিতে বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা কতই উচ্চ ধর্ম, উচ্চ কর্ম করেছিলাম, তাই তো গায়ন আছে ১৬ কলা সম্পূর্ণ... এখন পুনরায় এইরকম হতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে যে কতদূর পর্যন্ত আমি সতোপ্রধান হতে পেরেছি, পবিত্র হয়েছি। কতখানি নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর সেবা করতে পেরেছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার সম নিরহংকারী হতে হবে। এই শরীরের দেখাশোনা করে শিব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আধ্যাত্মিক সেবাতে বাবার সহায়ক হতে হবে।

২) নিজের মধ্যে কোনও ভূতকে রাখবে না। কখনো কারোর প্রতি ক্রোধ করবে না। সবার সাথে খুব ভালোবাসা দিয়ে থাকতে হবে। মাতা-পিতাকে ফলো করে সিংহাসনধারী হতে হবে।

বরদান:- সহ্যশক্তির বিশেষত্বের দ্বারা অপরের সংস্কারগুলিকে পরিবর্তনকারী দূত-সংকল্পধারী ভব যেরকম ব্রহ্মা বাবা স্তানী আর অস্তানী আত্মাদের দ্বারা নিন্দা সহ্য করে তাকে পরিবর্তন করেছিলেন, তাই ফলো ফাদার করো। এর জন্য নিজের সংকল্পগুলিতে কেবল দূততাকে ধারণ করো। এটা ভেবোনা যে কত দিন হবে। কেবল প্রথমদিকে মনে হয় যে, কিভাবে হবে, কতদিন সহ্য করব। কিন্তু যদি তোমাদের প্রতি কেউ কিছু বলেও থাকে তাহলে তোমরা চুপ থাকো, সহ্য করে নাও তাহলে সেও পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু হতাশ হয়ে যেওনা।

স্নোগান:- সঙ্গমে সহ্য করে নেওয়া, নত হওয়া, এটাই হলো সব থেকে বড় মহানতা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবাইকে এই বার্তা দাও যে, দেহ সহ দেহের সকল ধর্মকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করো, তাহলে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদেরকে কোন্ বিষয়ে ফলো ফাদার করতে হবে ?

*উত্তর:- যেমন এই ব্রহ্মা তাঁর সব কিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হয়ে গেছিলেন, এইরকম ট্রাস্টি হয়ে থাকো। কখনোই উল্টো পাল্টা খরচ করে পাপ আত্মাদেরকে দেবে না। নিজের সব কিছু ঈশ্বরীয় সেবাতে নিয়োজিত করো, সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হও। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। বাবা দেখেন কোন্ বাচ্চা কতখানি শ্রীমৎ অনুসারে চলছে ?

*গীত:- তুমি প্রেমের সাগর...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে। বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা কোথা থেকে এসেছি, কবে এসেছি আর ফিরে যাওয়ার পথ কীকরে ভুলে গেছিলাম ? এই ড্রামাটিকে আমাদের কানে বুঝিয়ে দাও যে, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি তারপর কোথায় চলে গেছি ? এক ফোটা জ্ঞান প্রদান করো, তুমি যে জ্ঞানের সাগর। এখন বাচ্চারা জানে যে, আমরা আত্মারা কোথাকার বাসিন্দা, তারপর বাবাকে আর আমাদের স্বর্গকে কীভাবে ভুলে গেছিলাম আর কীকরে এখানে এসে দুঃখী হয়েছি। তখন আবার বাবাকে বলবে বাবা আমাদেরকে রাস্তা বলে দাও, যাতে আমরা আমাদের সুখধাম শান্তিধামে যেতে পারি। বাবাই বসে বলে দেন - তোমরা আদিতে কে ছিলে, মধ্যে কী হয়েছিল ? ভক্তি মার্গ কীভাবে শুরু হয়েছিল, অস্তিম্ কী হল, এই আদি - মধ্য - অন্তের রহস্য এখন বুদ্ধিতে বসেছে। এটা হল ড্রামা, তাই না ? সকল মানুষের এটা জানা উচিত - কারণ সকলে হল অ্যাক্টর্স। আত্মা এখন জানে যে, আমরা আত্মারা নিরাকারী শান্তিধাম থেকে আসি, এটা হল টকি ধাম। মূল লোক, সূক্ষ্ম লোক তারপর এটা হল স্থূল লোক। তারপরে মূল লোক থেকে আত্মারা আসে টকি ধামে, শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করতে। আত্মার নিবাস স্থান হল শান্তিধাম। এই সব কথা জগতের কোনো মানুষই জানে না। এই সব জ্ঞান সাগর বাবা এসেই বুঝিয়েছেন। এখন তিনি বোঝাচ্ছেন - জ্ঞান সাগর বলা হয় পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে। কোনো মানবকেই এরূপ বলা যাবে না। এই মহিমা কেবলমাত্র এক বাবারই গাওয়া হয়ে থাকে। যাকে আর কেউই জানে না। এখন হল বিনাশের সময়। গাওয়া হয় যে, বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি ইউরোপবাসী... এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিযোগকে নিজের সাথে যুক্ত করিয়েছেন - মামেকম্ স্মরণ করো। আমি মুসলমান, আমি হিন্দু, আমি বৌদ্ধ.... এগুলি সবই হল দেহের ধর্ম। আত্মা তো আত্মাই। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, দেহের সকল ধর্মকে ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে পতিত থেকে পাবন হয়ে যাবে। বাবা বলেন - এই দেহকে ভুলে যাও। এটাই হল সকলের জন্য বাবার ঈশ্বরীয় বার্তা। দেহ সহ দেহের যে যে সম্বন্ধ রয়েছে, সব কিছুকে ভুলে যাও। আমি হলাম আত্মা, আমরা সব ব্রাদারদের বাবা হলেন সেই এক। এই ব্রহ্মাও বলবেন আমি হলাম আত্মা, তাহলে সবাই ভাই - ভাই হয়ে গেল। এই সময় সব ভাই - ভাই হল দুঃখী। সবাই কাম চিতাতে চড়ে ভল্ল হয়ে পড়ে আছে। যখন দ্বাপরের আদিতে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন তোমরা আবার বাম মার্গে চলে যাও। তখনই আবার অন্য ধর্মের সূত্রপাত হয়। অর্ধ কাল তোমরা পবিত্র থাকো। তারপর অর্ধ কাল পতিত হয়ে যাও। ২১ জন্মের কথা ভারতেই বলা হয়ে থাকে। কুমারী হল তারাই যারা ২১ কুলের উদ্ধার করে। কুমারীর অনেক মান। তোমরা কেবল ভারতের কেন সমগ্র বিশ্বের উদ্ধার করছো। তোমরা সবাই জানো যে, আমরা সব আত্মারা হলাম শিব বাবার সন্তান। তাহলে তো কুমারই তো হলে, তাই না ? ভাই - বোন তখন হবে যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হয়ে যায়। এই জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের আছে। আমরা আত্মারা সবাই হলাম ভাই - ভাই, সবাই বাবাকে আহ্বান করে - হে পতিত পাবন এসো। এই রাবণ রাজ্যের থেকে, দুঃখের থেকে আমাদেরকে লিবারেট (মুক্ত / স্বাধীনতা দাও) করো। তারপর আমাদের গাইড হয়ে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমাদের দুঃখ দূর করো আর সুখ প্রদান করো। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা এসেছেন। আমাদের এই কলিযুগী রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করে সাথে করে নিয়ে চলো। বাবা জানেন যে, সব আত্মারা পতিত, সেইজন্য শরীরও পতিত। আত্মাকেই পবিত্র বানিয়ে নির্বাণধামে নিয়ে যান। পাস্ট থেকে প্রেজেন্ট তারপর ফিউচার হবে। আদি - মধ্য - অন্ত তারপর আদি। সত্যযুগ হল আদি, কলিযুগ হল অন্ত তারপর ফিউচার হবে সত্যযুগ। এটা তো সহজ, তাই না ? আত্মা তাহলে মাঝে কী হল ? কীভাবে আমাদের পতন হয়েছিল ? আমরা পবিত্র দেবতা ছিলাম, তারপর পবিত্র থেকে পতিত কীভাবে হয়েছিলাম। এখন তোমরা বুঝতে পারো, বাবা তোমাদেরকে বোঝান - যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন তোমরা পতিত হয়ে যাও। এখন পুনরায় তোমাদেরকে

ভবিষ্যতের দেবতা বানাতে এসেছি। এতে ডিফিকাল্টির কোনো ব্যাপার নেই। বাবা বলেন - তোমাদেরকে এই বিষয় সাগর থেকে পারে নিয়ে যাই। কীর্তনও গায় - আমার জীবন তরী... সবাই আহ্বান করে একমাত্র এই বাবাকেই। আমাদের তরী যে ডুবে রয়েছে, তাকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে চলো। ওঁনাকে কান্ডারী, বাগানের মালিকও বলা হয়। এখন আমরা কাঁটার জঙ্গলে পড়ে আছি। আমাদেরকে ফুলের বাগানে নিয়ে চলো। দেবতার তো ফুল, তাই না? এখন সবাই হল কাঁটা। একে অপরকে দুঃখই দিতে থাকে। দেবতা কখনোই কাউকে দুঃখ দেয় না। সেখানে তো সুখই সুখ। তারা তো কেবল কীর্তন গায় আর তোমরা এখানে প্র্যাক্টিক্যালি শুনছো। বাচ্চারা বলে না - বাবা আমরা কখন ভুলে গেলাম? এই সৃষ্টিচক্রকে আমরা কীকরে ভুলে গেলাম? সত্যযুগ - ত্রেতাতে আমরা এ' সব জানতাম না, কেননা আমরা সেখানে সুখী ছিলাম, তারপর দুঃখী কখন হলাম? যখন রাবণ রাজ্য শুরু হল। ভারতবাসী রাবণ দহন করতেই থাকে। যতক্ষণ না তার বিনাশ হচ্ছে। তারপর সত্যযুগে প্রতি বছর তখন দহন করবে নাকি? এ হল ভক্তি মার্গ। এখন রাবণ রাজ্যের সমাপ্তি ঘটবে। ভক্তি মার্গে প্রতি বছর রাবণ দহন করে, কিন্তু রাবণ তো তাও মরে না। এখন তোমাদের কাছে রাবণ যেন মরেই গেছে। তোমরা জানো যে রাবণ রাজ্যের এখন সমাপ্তি হতেই হবে। পাঁচ ভূতের শির কাটা যায়। তোমরা সবার প্রথমে কাম এর শির কেটে থাকো। কামই হল মহাশত্রু। বাবা বলেন - এই পাঁচ ভূতের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করেই তোমরা বিশ্বের উপরে জয়ী হবে। মানুষ তো নিজেকে বলেই পতিত, সেইজন্যই তো আহ্বান করে - পতিতকে পবিত্র বানাতে এসো। আত্মা আহ্বান করে - হে পতিত - পাবন, হে বাবা... কান্ডারী, কৃপাসিন্ধু বাবা এসো। বাবা বলেন - আমি প্রতি কল্পে আসি। কীভাবে আসি এ' কথা কেউই জানে না। গীতাতেও আছে - ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন। কিন্তু ভগবান কে, কখন এসেছেন এ' কথা কারো জানা নেই। গীতাকে তো খন্ডন করে দিয়েছেন। কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। দ্বাপরের পরে তো দুনিয়া আরোই পতিত হয়। তাহলে দ্বাপরে কৃষ্ণ এসে কী করেছে? মানুষ তো কিছুই বোঝে না। একেবারেই আনরাইটিয়াস। তোমরা এখন আনরাইটিয়াস থেকে রাইটিয়াস হয়ে থাকো। বাবা বোঝান যে, তোমরাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী পূজ্য ছিলে, তোমরাই এখন বিকারী পূজারী হয়েছ। নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী... প্রথমে তোমরা পূজ্য ছিলে, ২১ জন্ম পর্যন্ত, তারপর পূজারী হয়েছ। সত্যযুগে ৮ জন্ম তারপর ত্রেতাতে ১২ জন্ম নিয়ে থাকো। বাবাই বাচ্চাদেরকে বলে দেন - তোমরা পতিত কীভাবে হয়েছিলে, কবে থেকে পতন ঘটেছে তোমাদের, এই সৃষ্টির চক্র আবর্তিত হতে থাকে। সমগ্র সৃষ্টির হিস্টি জিওগ্রাফি আদি - মধ্য - অন্তের রহস্য বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাতে থাকেন। সবাই তো এক রকম ভাবে বুঝতে পারবে না। নম্বর অনুসারেই বুঝবে।

বাবা বলেন - আমি এসে কিংডম স্থাপন করি। এখন তোমাদেরকে সর্ব গুণ সম্পন্ন হতে হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যযুগে যেতে পারবে না। হতে হবে এখানে, তারপর ভবিষ্যতে গিয়ে তোমরা রাজত্ব করবে। তার মাঝে সব বিনাশ হয়ে যাবে। বিনাশও তোমরা অবশ্যই দেখবে। তোমরা প্র্যাক্টিক্যালি নিজেদের পার্ট প্লে করবে। তোমরা কি জানতে পারবে নাকি যে - এরপর কী হবে? কল্প পূর্বে যা হয়েছিল সেটাই হবে।

তোমাদেরকে টোটাল ভাবে বলা হয় যে - স্থাপনা আর বিনাশ হতে হবে, বিনাশ কীভাবে হবে? সেটা তো যখন হবে দেখা যাবে। দিব্য দৃষ্টির দ্বারা তোমরা বিনাশ তো দেখেছো। পরে প্র্যাক্টিক্যালি আরও দেখতে পাবে। স্থাপনার সাক্ষাৎকারও দিব্য দৃষ্টির দ্বারা তোমরা করেছে আর প্র্যাক্টিক্যালিও দেখবে। বাকি বেশি ধ্যানে (সাক্ষাৎকার করার জন্য) যাওয়াও ঠিক নয়। তখন বৈকুন্ঠে গিয়ে ডাম্প করতে শুরু করে দেয়। না জ্ঞান, না যোগ, দুটোর থেকেই বঞ্চিত হয়ে যায়। ধ্যানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সে ভোগ লাগানোর জন্য ব্রাহ্মণরা সেখানে যায়। দেবতা আর ব্রাহ্মণদের সভা বসে। এখানে তোমরা পিত্রালয়ে বসে আছো, এরপর তোমাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়, বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার জন্য। কন্যার যখন বিবাহ ঠিক হয়ে যায়, তখন তাকে বোঝানো হয় যে - শ্বশুরবাড়িতে কীভাবে থাকতে হবে, সকলকে ভালবাসা দিয়ে আপন করতে হয়, ঝগড়াঝাটি করতে নেই। এও হুবহু এই রকমই। বাবা বলেন, তোমাদেরকে সর্ব গুণ সম্পন্ন... এখানেই হতে হবে। স্বর্গে এই সব লড়াই ঝগড়া ইত্যাদি হয় না। বৈষ্ণব দেবতার কী কখনো বিকারে যাবে নাকি? বিকার হল হিংসা। বলা হয় অহিংসা হল পরম দেবী দেবতা ধর্ম। এখন তোমরা জানো যে আমরা পিত্রালয়ে বসে আছি। এখন আমাদেরকে বিষ্ণুপুরীতে যেতে হবে। তোমরা জানো যে সেখানে অনেক অনেক সুখ। বিবাহের পূর্বে কন্যা ছেঁড়া ফাটা পোশাক পড়ে, যাকে বনবাস বলা হয়। তোমাদের কাছেও এখন কী আছে? কিছুই নেই। এ সবই তো হল ভাঙাচোরা জিনিসপত্র। এখানে তোমাদের গয়নাগাটি পরার আবশ্যিকতা নেই। কিন্তু বলে গৃহস্থ জীবনে থাকতে হলে, বিয়ে শাদিতে যেতেও তো হয়, তাই সেটুকু পরো। তাতে মানা নেই। নইলে লোকে বলবে বিধবা, গয়নাগাটি পরে না। নাম বদনাম হবে, তাই বাবা বলেন নাম বদনাম যেন না হয়। যেটাই পরিধান করো, কিন্তু অবশ্যই নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। যেখানে যেতে হয় যাও, কিন্তু এই মন্ত্র স্মরণে রাখো। নিজের জন্য এই পরীক্ষা রাখো যে, আমি স্মরণে থাকছি

কিনা। অমুক জায়গায় আমি যাচ্ছি বাবার ডাইরেকশনে। তাদের সাথেও সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। কিন্তু অবশ্যই হাত কাজ করবে আর হৃদয়ে বাবার স্মরণ চলবে... তখনই বুঝবে যে মজবুত হয়েছে। গয়নাগাটি পরে বিয়ে শাদিতে যাও, সবার সাথে থাকো কিন্তু মহাবীর হতে হবে। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেও আছে না - গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করার জন্য দেহ পসারিনীর কাছে পাঠিয়ে দিল, সাপের দিকে পাঠিয়ে দিল। যারা সাহসের সাথে পরীক্ষায় পাশ করবে তাকেই মহাবীর বলা হবে। বাবার স্মরণে থাকলে তখন কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই চঞ্চল হবে না। বাবাকে ভুলে গেলে তখন কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে পড়বে। তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো, এ কী কম কথা নাকি ? সন্ন্যাসীদের এ'সব কথা একেবারেই জানা নেই। শাস্ত্রে হয়ত কিছু কিছু কথা আছে, কিন্তু তাকেও খন্ডন করে দিয়েছে। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। যতদিন বেঁচে থাকবে - জ্ঞান - অমৃত পান করতে থাকবে, শুনতে থাকবে। রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে। বাচ্চাদেরকে বারংবার এই শিক্ষাই দেওয়া হয় যে - এক বাবাকেই স্মরণ করো, দৈবী লক্ষণ শেখো। কোনো প্রকারের বিকর্ম যেন না হয়। এ'সব তো হল অসুরদের কাজ। এখন তোমরা দেবতা হও, তাই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। কাম হল সবচেয়ে বড় কাঁটা। অভ্যাস বশতঃ মাঝে মাঝে পতন হয়, মায়া থাপ্পড় মেরে হতভম্ব বানিয়ে দেয়। তবেই তো বলা হয়েছে - আশ্চর্যবৎ শুনন্তি, কথন্তি... এখন তোমরা এক বাবারই হয়েছে। তোমরা তো বলেও থাকো, এ সবই হল ঈশ্বরের দান। তাই তোমরা ট্রাস্টি হয়ে যাও। এ' সবই হল ঔনার, তাঁরই শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে। বাবাও দেখেন আমাকে তো সব কিছু অর্পণ করে দিয়েছে, এখন বাচ্চারা আমার শ্রীমং অনুসারে চলতে পারে কিনা। কোনো প্রকারের উল্টো পাল্টা খরচা করে কোনো পতিত আত্মাকে দেয়না তো ? প্রথমে ইনিও (ব্রহ্মা) তো ট্রাস্টি হয়ে দেখিয়েছেন, তাই না ? সব কিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে নিজে ট্রাস্টি হয়ে গেছিলেন। (নিজের লোকিকের) কাউকেই কিছু দেননি। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করেছেন, অতএব ঈশ্বরীয় কার্যেই সে'সব লাগবে। শরীর নির্বাহও করতে হতো, তাই না ? যা কিছু ছিল সব সার্ভিসে নিয়োজিত করে দিয়েছিলেন। ঔনাকে দেখে তখন অন্যরাও এই রকম করেছিলেন। ভাট্টি তৈরী হয়েছিল। ভাট্টি তৈরী না হলে এত এত বাচ্চারা সুবুদ্ধিসম্পন্ন কীভাবে হয়ে উঠতো সার্ভিসের জন্য ? পাকিস্তানে শিখেছিল, তারপর এখানে এসে শিখলো। যখন অন্যদেরকে শেখানোর মতো নিজেরা তৈরী হল, তখন বাইরে বেরোলো। এখন তো দেখো তারা কতো প্রদর্শনী ইত্যাদি করছে। বড় বড় মানুষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এই জ্ঞান যজ্ঞে বিঘ্নও অনেক পড়বে। বিঘ্নকে ভয় পাবে না। অবলাদের উপরে কত নির্যাতন হতে থাকে। বাবা বলেন - যোগবলে থেকে তাদেরকে বোঝাও। ভগবান বাবার সন্তান হয়ে তারপর সেই বাবাকেই কেন ভুলে যাও ! মায়ার হয়ে যাও ? এও হল হারজিতের কুস্তি। কিন্তু বক্সিং এর মতো। মায়া ঘুষি মেরে দিলে কুপোকাং হয়ে যায়। বাবা বলেন - মায়ার কাছে কখনো হার মানবে না। পবিত্র থাকতে পারলে বিশ্বের মালিক হতে পারবে। কতো বড়ো উপার্জন। যদি সম্পূর্ণ পুরুষার্থ না করো তবে ওখানে গিয়ে দাস দাসী হবে। পুরো রাজধানী তো এখানেই স্থাপন হচ্ছে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যতদিন বাঁচবে জ্ঞান অমৃত পান করে যেতে হবে। মহাবীর হয়ে মায়ার বক্সিং এ বিজয়ী হতে হবে। সকলের সাথে সম্পর্ক রেখেও হৃদয় বাবার সাথেই যুক্ত রাখতে হবে।

২) বিঘ্নকে ভয় পাবে না। সার্ভিসে নিজের সব কিছু সফল করতে হবে। ঈশ্বরকে অর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। কোনো কিছুই উল্টো পাল্টা কার্যে নিয়োজিত করবে না।

বরদানঃ:- ডবল লাইট হয়ে কর্মাভীত অবস্থার অনুভবকারী কর্মযোগী হও
কর্মে আসাটা যেমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে, ঠিক তেমনই কর্মাভীত হওয়াও স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এর জন্য ডবল লাইট থাকো। ডবল লাইট থাকার জন্য কর্ম করার সময় নিজেকে ট্রাস্টি মনে করো আর আত্মিক স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো। এই দুটি বিষয়ে অ্যাটেনশন রাখলে সেকেন্ডে কর্মযোগী হয়ে যাবে। নিমিত্ত মাত্র মনে করে কর্ম করবার জন্য কর্মযোগী হও তারপর আবার কর্মাভীত অবস্থার অনুভব করো।

স্লোগানঃ:- মন যার অনেক বড়, তার কাছে অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যায়।

"ডবল বিদেশি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বিশেষত্ব"

আজ ভাগ্যবিধাতা বাপদাদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্য তো শ্রেষ্ঠই, কিন্তু তা'তে নম্বরক্রম আছে। আজ বাপদাদা বাচ্চাদের হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনার দূত সঙ্কল্প শুনছিলেন। সঙ্কল্প দ্বারা সবাই অন্তরঙ্গভাবে যে মনখোলা বার্তালাপ করেছে, তা' সঙ্কল্প করার সাথে সাথেই বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। 'সঙ্কল্পের শক্তি' বাণীর শক্তি থেকে অতি সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে অতি তীব্রগতিতেও চলে, আর পৌঁছেও যায়। গভীর অন্তরের ভাষাই সঙ্কল্পের ভাষা। সায়েন্সের লোকেরা আওয়াজকে ক্যাচ করে, কিন্তু সঙ্কল্প ক্যাচ করার জন্য সূক্ষ্ম সাধন চাই। বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার সঙ্কল্পের ভাষা সদাই শোনে অর্থাৎ সঙ্কল্প ক্যাচ করেন। সেইজন্য বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ আর স্পষ্ট হওয়া আবশ্যিক, তবেই অধ্যাত্ম বার্তায় বাবার রেসপন্স তোমরা বুঝতে পারবে।

বাপদাদার কাছে সবার সন্তুষ্টতা অথবা সবার খুশি থাকার, নির্বিঘ্ন থাকার, সদা বাবা সমান হওয়ার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প পৌঁছে গেছে এবং বাপদাদা বাচ্চাদের দূত সঙ্কল্পের দ্বারা সদা সফল হওয়ার অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কারণ যেখানে দূততা আছে সেখানে সফলতা নিশ্চিত। এ' হলো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হওয়ার লক্ষণ। যখন তোমাদের সঙ্কল্পেও দুর্বলতা থাকবে না, সদা দূততা ও শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্কল্প হবে তাকেই বলা হবে শ্রেষ্ঠ হওয়া। বাচ্চাদের এই রকম বিশাল হৃদয় দেখে ও সদা বিশাল হৃদয়, বিশাল বুদ্ধি, বিশাল সেবা আর বিশাল সংস্কার হওয়ার জন্য, বরদাতা বাবা 'সদা বিশাল ভব'র বরদান দিচ্ছেন। মহৎ হৃদয় অর্থাৎ অসীম জগতের স্মৃতিস্বরূপ। সব বিষয়ে অসীম অর্থাৎ উদার। যখন অসীম অবস্থা তখন কোনও রকম সীমাবদ্ধতা নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। একেই বলে, বাবা সমান কর্মাতীত ফরিস্তা জীবন। কর্মাতীত-এর অর্থই হলো সীমিত পরিসরের সব ধরনের স্বভাব-সংস্কার থেকে অতীত অর্থাৎ স্বাধীন (স্বতন্ত্র)। সীমিত যা কিছু তা হল বন্ধন, অসীম হল নির্বন্ধন। সুতরাং সদা এই বিধিতে তোমরা সদা সফলতা প্রাপ্ত করতে থাকবে। তোমাদের প্রত্যেকের যে সঙ্কল্প ছিল - তারা সদা অমর, অটল, অখন্ড অর্থাৎ যারা খন্ডিত হয় না - এইরকম সঙ্কল্পই করেছে, না? এই সঙ্কল্প শুধু তোমরা মধুবনের সীমার মধ্যে থাকাকালীন পর্যন্ত তো নয়, তাই না? সদা তোমাদের সাথে থাকবে, তাই তো?

মুরলী তো তোমরা অনেক শুনেছ। যা শুনেছ তা' এখন করতে হবে, কারণ এই সাকার সৃষ্টিতে সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম তিনই গুরুত্বপূর্ণ আর তিনের মধ্যেই মহত্ব - একেই সম্পন্ন স্টেজ বলা হয়ে থাকে। এই সাকার সৃষ্টিতেই ফুল মার্কস নেওয়া অতি আবশ্যিক। যদি কেউ ভাবে যে আমার সঙ্কল্প তো অধিক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কর্ম বা বোলের মধ্যে তারতম্য নজরে আসে; তাহলে তাকে কেউ মানবে? কারণ সঙ্কল্পের স্থূল দর্পণ হলো বোল আর কর্ম। যারা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প করে তাদের বোল আপনা থেকেই শ্রেষ্ঠ হবে। সেইজন্য তিনের বিশেষত্ব থাকাই 'নম্বর ওয়ান' হওয়া।

বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেখে বাচ্চাদের বিশেষত্বে সদা প্রসন্নময়। সেই বিশেষত্ব কী? ব্রহ্মাবাবার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা বা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের আহ্বান দ্বারা যেমন দিব্য জন্ম প্রাপ্ত করেছে, সে'রকমই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের বিশেষ রচনা হওয়ার কারণে নিজেদের সঙ্কল্পকে শ্রেষ্ঠ বানানোর বিশেষ অ্যাটেনশনে থাক। সঙ্কল্পের প্রতি অ্যাটেনশন থাকার কারণে মায়ার কোনও রকম সূক্ষ্ম আক্রমণ তাড়াতাড়ি জেনেও যাও আর পরিবর্তন করার জন্য বা বিজয়ী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে শিষ্যাত্মীয় সমাপ্ত করার চেষ্টা কর। সঙ্কল্প-শক্তিকে সদা শুদ্ধ বানানোর অ্যাটেনশন ভালোই থাকে। নিজেকে চেক করার অভ্যাস ভালো হয়। সূক্ষ্ম চেকিংয়ের কারণে ছোট ভুলও উপলব্ধি করে অকপট হৃদয়ে বাবার সামনে, নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদের সামনে তুলে ধরার এই বিধি এইভাবে গ্রহণ করায় তোমাদের মধ্যে আবর্জনা জমতে পারে না। মেজরিটি অকপট হৃদয়ে বলতে সঙ্কোচ করে না, সেইজন্যই যেখানে স্বচ্ছতা থাকে সেখানে দৈবী গুণ সহজে ধারণ হয়ে যায়। দিব্য গুণের ধারণা অর্থাৎ আহ্বান করার বিধিই 'স্বচ্ছতা'। যেমন ভক্তিতেও লক্ষীকে বা অন্য কোনো দেবীকে যখন আহ্বান করা হয়, তো সেই আহ্বানের বিধি হিসেবে স্বচ্ছতাকেই গ্রহণ করে। সুতরাং স্বচ্ছতার এই শ্রেষ্ঠ স্বভাব তথা বিধি, দৈবী স্বভাবকে আপনা থেকেই আহ্বান করে। এই বিশেষত্ব মেজরিটি ডবল বিদেশি বাচ্চাদের মধ্যে রয়েছে, সেইজন্য ড্রামা অনুসারে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাওয়ার গোল্ডেন চান্স তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে, একেই বলে, 'লাস্ট সো ফাস্ট'। সুতরাং বিশেষ ভাবে ফাস্ট যাওয়ার এই বিশেষত্ব ড্রামা অনুসারে প্রাপ্ত হয়েছে। এই বিশেষত্ব সদা স্মৃতিতে রেখে এর থেকে লাভ নিয়ে চলো। সঙ্কল্প আসলো, ব্যক্ত (স্পষ্ট) করলো আর চলে গেল। একেই বলে, পাহাড়কে তুলো সমান বানানো। তুলো তো সেকেন্ডে উড়ে যায়,

তাই না! আর পাহাড়ের কতো সময় লাগবে? তাইতো তোমরা ব্যক্ত করলে, বাবার সমক্ষে রাখলে আর স্বচ্ছতার বিধিতে ফরিস্তা হলে আর উড়লে, একে বলে লাস্ট সো ফাস্ট গতিতে উড়ে যাওয়া। ড্রামা অনুসারে এই বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। বাপদাদা দেখেনও, কিছু বাচ্চা চেকও করে আর নিজেদের চেঞ্জও করে, কারণ লক্ষ্য থাকে আমাকে বিজয়ী হতেই হবে। মেজরিটির লক্ষ্য থাকে নম্বর ওয়ান হওয়ার।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব - জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই, তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করায় সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা আপনা থেকেই থাকে। সেবায় নিয়োজিত হওয়ায় এক তো সেবার প্রত্যক্ষ ফল 'খুশি'ও

প্রাপ্ত হয় আর সেবা দ্বারা বিশেষ বলও প্রাপ্ত হয় এবং সেবায় বিজি থাকার কারণে নির্বিল্ল হতেও সহায়তা প্রাপ্ত হয়। তাইতো সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা আপনা থেকেই আসে, এর জন্য সময় বের করা বা নিজের তন-মন-ধন সমন্বয়যোগী বানানো - ড্রামা অনুসারে এই বিশেষত্বেরও লিঙ্ক প্রাপ্ত হয়েছে। নিজের বিশেষত্বকে তো জানো, জানো না? এই বিশেষত্ব দ্বারা নিজেকে যতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাও ততটাই অগ্রচালিত করতে পার। ড্রামা অনুসারে কোনও আত্মার এই অভিযোগ থাকতে পারে না যে আমরা পরে এসেছি, সেইজন্য অগ্রচালিত হতে অপারগ। ডবল বিদেশি বাচ্চাদের নিজের বিশেষত্বের গোন্ডেন চান্স থাকে। আবার ভারতবাসীদের নিজেদের গোন্ডেন চান্স থাকে। কিন্তু আজ তো বাবা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। ড্রামায় বিশেষ ভূমিকা লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে লাস্টে আসা কোনও আত্মা অভিযোগ করতে পারে না, কেননা ড্রামা অ্যাক্যুরেট তৈরি হয়ে আছে। এই সব বিশেষত্ব দ্বারা নিরন্তর তীব্রগতিতে উড়ে চলো। বুঝেছ? স্পষ্ট হয়েছে নাকি এখনো কোনও অভিযোগ আছে? দিলখুশ মিষ্টি তো বাবাকে খাইয়ে দিয়েছ। 'দুট সঙ্কল্প' করেছ মানেই দিলখুশ মিষ্টি বাবাকে খাইয়েছ। এটা অবিনাশী মিষ্টি। সদাই বাচ্চাদেরও মুখ মিষ্টি আর বাবার মুখ তো মিষ্টি হয়েই আছে। যাই হোক, আর অন্য ভোগ দিও না, দিলখুশ মিষ্টিরই ভোগ দিও। স্থূল ভোগ তো যা ইচ্ছে তা' অর্পণ করতে পার, কিন্তু মনের সঙ্কল্পের ভোগ সদা দিলখুশ মিষ্টিই অর্পণ করতে থাকো।

বাপদাদা সদা বলেন, যখনই তোমরা পত্র লিখছ, তখন শুধু দু'টো শব্দের পত্রই সদা বাবাকে লেখ। সেই দু'টো শব্দ কী? ও. কে. (O. K.)। এতে না তোমাদের এত কাগজের প্রয়োজন হবে, না হবে কালি আর না সময়। সঞ্চয় হয়ে যাবে। ও. কে. অর্থাৎ বাবাও স্মরণে আছেন আর রাজ্যও স্মরণে আছে। যখন ও. লিখছ তো বাবার চিত্র তৈরি হয়ে যায়, তাই না! আর কে. অর্থাৎ কিংডম। সুতরাং ও. কে. লিখলে তখন বাবা আর বরসা দুইই স্মরণে এসে যায়। সেইজন্য পত্র অবশ্যই লেখ কিন্তু দুই শব্দে। তারপরে পত্র পৌঁছে যাবে। আর বাকি সব তো বাপদাদা জানেন, তোমাদের হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্বন্ধে। হৃদয়ের ভালোবাসার বিষয় তো দিলারাম বাবার কাছে পৌঁছেই যায়। এই পত্র কীভাবে লিখতে হবে তা' তো সবাই তোমরা জানো, তাই না? যারা ভাষা জানে না তারাও লিখতে পারে। এতে সকলের ভাষাও একই হয়ে যাবে। এই পত্র তো পছন্দ, পছন্দ না? আচ্ছা!

আজ প্রথম গ্রুপের লাস্ট দিন। প্রব্লেমস তো শেষ হয়ে গেছে, রইল বাকি টোলি খাওয়া আর খাওয়ানো। বাকি কী থাকল? এখন অন্যদের এই রকম বানাতে হবে। সেবা তো করতে হবে, তাই না! নির্বিল্ল সেবাধারী হও। আচ্ছা।

যারা, সদা বাবা সমান উৎসাহ-উদ্দীপনায় ওড়ে, সদা নিজেকে চেক করে চেঞ্জ করে সম্পূর্ণ হয়, সদা সঙ্কল্প বোল আর কর্ম - এই তিন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, সদা স্বচ্ছতা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব ধারণ করে, এই রকম তীব্রগতিতে উড়তে থাকা আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অস্ট্রেলিয়া গ্রুপের ছোট বাচ্চাদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:

সবাই তোমরা গডলি স্টুডেন্ট, তাই না? রোজ স্টাডি করো, যেভাবে তোমরা অন্য স্টাডি করো, সেভাবে এটাও করো? মুরলী শুনতে ভালো লাগে? মুরলী কী বুঝতে পার? বাবাকে প্রতিদিন স্মরণ করো? ভোরবেলা উঠেই বাবাকে গুড মর্নিং করো? কখনও এই গুড মর্নিং মিস্ কর না। গুড মর্নিংও করবে, গুড নাইটও করবে আর যখন খাবার খাবে তখনও স্মরণ করবে। এ'রকম যেন না হয় যে খিদে পেল আর বাবাকে ভুলে গেলে! খাওয়ার আগে অবশ্যই স্মরণ করো। যদি স্মরণ করো তাহলে পড়াশোনায় খুব ভালো নম্বর নিতে পারবে, কারণ যারা বাবাকে স্মরণ করে তারা সদা পাস হবে, কখনও ফেল হতে পারে না। তাহলে সবসময় পাস হও তোমরা? যদি পাস না করো তাহলে সবাই বলবে - শিববাবার বাচ্চারাও ফেল করে। মুরলীর একটা পয়েন্ট রোজ নিজের মায়ের থেকে অবশ্যই শুনো। আচ্ছা! তোমরা খুব ভাগ্যবান যে

ভাগ্যবিধাতার ধরনীতে পৌঁছেছ। বাবার সাথে সাক্ষাৎ করার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। এই ভাগ্য কম নয়!

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎকার -

১) বাবার থেকে প্রাপ্ত সকল ধন-ভান্ডারে পরিপূর্ণ হয়ে অন্য আত্মাদের জন্য উপযোগী করতে তোমরা পরিপূর্ণ আত্মা হয়েছে? কতো ধন-ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ তোমরা? যারা পরিপূর্ণ হয় তারা সবসময় সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়। অবিনাশী ঐশ্বর্যের ভান্ডার সর্বদাই খোলা রাখা আছে। যে কেউই আসুক, যেন ভরপুর হয়ে যায়, কেউ খালি হয়ে না যেতে পারে। একে বলে অখন্ড ধন-সম্পদের ভান্ডার। কখনো তোমরা মহাদানী হয়ে দান করো, কখনো জ্ঞানী হয়ে জ্ঞান-অমৃত পান করাও, কখনো দাতা হয়ে, ধন-দেবী হয়ে ধন দাও - এইভাবে সকলের শুভ আশা বাবা দ্বারা পূরণ করাও তোমরা। রত্ন-ভান্ডার যত বিলিয়ে দাও ততই আরও বেড়ে যায়। একে বলে সদা সমৃদ্ধশালী। কেউই যেন শূন্য হাতে ফিরে না যায়! সবার মুখ থেকে এই শুভ কামনা বের হতে দাও - 'বাহ, আমার ভাগ্য!' এইরকম মহাদানী, বরদানী হয়ে প্রকৃত সেবাধারী হও।

২) ড্রামা অনুসারে সেবার বরদানও সদা অগ্রচালিত করে। এক হয়, যোগ্যতা দ্বারা সেবা প্রাপ্ত হওয়া, আরেক হয় বরদান দ্বারা সেবা প্রাপ্ত হওয়া। স্নেহও সেবার সাধন হয়। ভাষা যদিও বা না জানো, কিন্তু স্নেহের ভাষা সব ভাষার থেকে শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য স্নেহী আত্মা সদা সফলতা প্রাপ্ত হয়। যে স্নেহের ভাষা জানে, সে যেকোনো ক্ষেত্রে সফল হয়। সেবা যখন নির্বিঘ্নে চলে, তখনই বলা হয় সেবায় সফলতা। তাইতো সেবার বিশেষত্ব দ্বারা আত্মারা তৃপ্ত হয়ে যায়। তোমাদের স্নেহের ভান্ডার পরিপূর্ণ, এগুলো সদাসর্বদা বিলিয়ে দিতে থাকো। যা বাবার থেকে নিয়ে ভরেছ, সে'সব বিলিয়ে দাও। বাবার থেকে নেওয়া এই স্নেহই তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩) স্নেহের বরদানও সেবার নিমিত্ত বানায়। বাবার প্রতি তোমাদের স্নেহ আছে, তাইতো অন্যদেরও বাবার প্রতি স্নেহী বানিয়ে তাঁর সমীপে নিয়ে আস। যেভাবে বাবার স্নেহ তোমাদের আপন বানিয়ে নেওয়ায় তোমরা সবকিছু ভুলে গেছ, ঠিক সেভাবেই অনুভবী হয়ে অন্যদেরও অনুভবী বানাতে থাক। সদা এই নেশায় থাকো - বাবার স্নেহে আত্ম-উৎসর্গীকৃত আমি এক আত্মা। বাবা আর সেবার প্রতি নির্ভা আর একাগ্রতা এগিয়ে যাওয়ার সাধন। যত পরিস্থিতিই আসুক না কেন, কিন্তু বাবার স্নেহ, সহযোগ প্রাপ্ত করিয়ে তোমাদের অগ্রচালিত করে, কারণ স্নেহের পদমণ্ডল রিটার্ন স্নেহীর প্রাপ্ত হয়। স্নেহ এমন শক্তি যা কোনও বিষয়কে কঠিন মনে হয় না, কারণ স্নেহে তোমরা তন্ময় হয়ে যাও। একে বলে, বহিঃশিখায় পতঙ্গের আত্ম-বলিদান। যে চারপাশে ঘুরে বেড়ায় তেমন নয় বরং আত্মোৎসর্গ করে প্রীতির দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং, স্নেহ আর শক্তি, দুইয়ের ব্যালেন্স দ্বারা সদা এগিয়ে চলো আর অন্যদেরও অগ্রচালিত করো। ব্যালেন্সই বাবার ব্লেসিংস প্রাপ্ত করায় আর করাতেও থাকবে। বড়দের ছত্রছায়াও সদা অগ্রচালিত করাতে থাকবে। বাবার ছত্রছায়া তো আছেই, কিন্তু বড়দের ছত্রছায়া এও এক গোল্ডেন অফার। অতএব, যদি সদা কৃতার্থ মনে করে এগিয়ে চলো, তাহলে ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হতে থাকবে।

৪) প্রতি কদমে বাবার সাথে তোমরা অনুভব করো, তাই না! বাচ্চাদের সেবার্থে নিমিত্ত বানানোর সাথে সাথে সেবার প্রতি কদমে বাবাও সহযোগী হন। ভাগ্যবিধাতা প্রত্যেক বাচ্চাকে ভাগ্যের বিশেষত্ব দিয়েছেন। সেই বিশেষত্বকে কার্যে প্রয়োগ করে সদা এগিয়ে চলো আর অন্যদেরও এগিয়ে নিয়ে যাও। সেবা তো ব্রাহ্মণ আত্মাদের সদা অনুসরণ করবে। সেবার পিছনে তোমরা অনুধাবন করো না, বরং তোমরা যেখানে যাও সেখানে সেবা তোমাদের অনুসরণ করে। যেমন, যেখানে লাইট আছে, সেখানে ছায়া অবশ্যই হবে। ঠিক সে'রকমই তোমরা ডবল লাইট, সেইজন্যই তো তোমাদের পিছনে সেবাও ছায়ার মতো অনুসরণ করবে, সুতরাং সদা নিশ্চিত হয়ে বাবার ছত্রছায়ায় চলতে থাক।

৫) হৃদয়ে সদা বাবা সমান হওয়ার আগ্রহ থাকে তোমাদের, থাকে না ? যখন সমান হবে তখনই সমীপে থাকবে। সমীপে তো থাকতে হবে, তাই না! যারা সমীপে থাকে সমান হওয়ার আগ্রহ তাদের মধ্যে সদা থাকেই আর সমান হওয়া কঠিনও নয়। শুধু যে কর্মই করো, সেই কর্ম করার আগে স্মৃতিতে এটা নিয়ে এসো যে এই কর্ম বাবা কীভাবে করেন। তাহলে এই স্মৃতি আপনা থেকেই বাবা তাঁর কর্মে যেমন, সেভাবে ফলো করাবে। এই বিষয়ে বসে বসে ভাবার প্রয়োজন নেই, বরং সিঁড়ি দিয়ে উত্তরণ-অবতরণ সম্বন্ধে ভাবতে পার। খুব সহজ বিধি। সুতরাং শুধু বাবার সাথে সঙ্গতি (মিল) রেখে এগিয়ে চলো আর এটাই স্মরণে রাখ যে বাবা সমান অবশ্যই হতে হবে, তখনই সব কর্ম সহজেই সফলতার অনুভব করতে থাকবে। আচ্ছা!

বরদান:-

মনন শক্তি দ্বারা সব পয়েন্টের অনুভাবী হয়ে সদা শক্তিশালী মায়াশ্রুফ, বিদ্বশ্রুফ ভব
যেমন শরীরের শক্তির জন্য পাচন শক্তি বা হজম শক্তির প্রয়োজন, তেমনই আত্মাকে শক্তিশালী বানানোর
মনন শক্তি আবশ্যিক। মনন শক্তি দ্বারা অনুভব স্বরূপ হয়ে যাওয়া - এটাই সবচাইতে বড় শক্তি। এই রকম
অনুভাবীর কখনো বিভ্রম হতে পারে না, মুখে মুখে রটনা হওয়া বিষয়ে তারা বিচলিত হতেই পারে না।
অনুভাবী সদা সম্পন্ন থাকে। সে সদাসর্বদার জন্য শক্তিশালী, মায়াশ্রুফ, বিদ্বশ্রুফ হয়ে যায়।

স্লোগান:-

খুশির ভান্ডার সদা সাথে থাকলে বাকি সব ভান্ডার আপনা থেকেই এসে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা আর দাদারও বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে, বাবা যখন দাদার মধ্যে প্রবেশ করেন তখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা পিতৃদত্ত সম্পদের অধিকারী হও"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, ড্রামাকে নিশ্চিতভাবে জানলেও তোমাদের কোন্ দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ?

*উত্তরঃ - পুরুষার্থ করে গ্যালপ (দ্রুত লাফ দিয়ে যাওয়া) করা অর্থাৎ বিনাশের পূর্বে বাবার স্মরণে থেকে কর্মাজীত হওয়ার লক্ষ্য অবশ্যই রাখতে হবে। কর্মাজীত অর্থাৎ আয়রন এজোড থেকে গোল্ডেন এজোড হতে হবে। পুরুষার্থের জন্য এই সামান্য সময়ই রয়েছে, সেইজন্য বিনাশের পূর্বে নিজেদের স্থিতিকে অচল-অটল বানাতে হবে।

ওম শান্তি । ওম শান্তি । দুইবার এ'কথা কে বলে ? এক হলেন বাবা, এক হলেন দাদা। গল্প শোনায় না! -- এক ছিল রাজা, এক ছিল রানী। এখন এ হলো আবার নতুন কথা। এক বাবা, এক দাদা, তোমরা বলবে -- ৫ হাজার বছর পূর্বেও একজন ছিলেন শিববাবা, অপরজন ছিলেন ব্রহ্মা দাদা। এখন শিবের সন্তান তো সকলেই। সমস্ত আত্মারাই এক পিতার সন্তান। সে তো অবশ্যই হয়ে থাকে। ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণও ছিল, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও ছিল, তাদের কে পড়াতেন ? শিববাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অগণিত সন্তান এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা, তাই না ! ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা মানে যে অবশ্যই আমরা শিববাবার সন্তানও, আবার পৌত্রও। সন্তান তো ছিলামই, এখন পৌত্রও হয়েছি ব্রহ্মার দ্বারা দাদুর থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। এখন তোমরা ঠাকুর দাদার থেকে উত্তরাধিকার পাও, যাঁকে শিববাবা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হওয়ার কারণে আমরা ওঁনাকে দাদু বলে থাকি। উত্তরাধিকার দাদুর, ব্রহ্মা দাদার নয়। বৈকুণ্ঠবাসী হওয়ার উত্তরাধিকার সেই বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। অর্ধকল্প উত্তরাধিকার লাভ করো তারপর অভিষেক পাও -- রাবণের থেকে। নীচে নেমে যেতে থাকো। যেভাবে গ্রহের দশা বসে, নীচে নামতে থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বোঝো যে -- আমাদের রাহুর গ্রহনদশা সম্পূর্ণ হয়েছে। রাহুর দশা সবচেয়ে খারাপ। সর্বোচ্চ হলো বৃহস্পতির দশা তারপর রাহুর দশা বসায় ৫ বিকারের কারণে আমাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। এখন পুনরায় বাবা বলেন -- দান করো তবেই গ্রহণ-মুক্ত হবে। এ হলো তোমাদেরই কথা। ওরা আবার সূর্য, চন্দ্রের গ্রহণ মনে করে নিয়েছে। এখন গ্রহণ লাগলে দান চায়। এখানে বাবা তোমাদের বলেন -- ৫ বিকারকে দান করে দাও তবেই গ্রহের দশা কেটে যাবে। এইসমস্ত বিকারের দ্বারাই তোমরা পাপাত্মায় পরিণত হয়েছো। মুখ্য হলো দেহ-অভিমান। প্রথমে এই রকম সতোপ্রধান ছিল, তারপর সতো-রজো-তমো হয়েছে। ৮৪ জন্ম নিয়েছে। এই নিশ্চয় তো পাকাপাকিভাবে রয়েছে যে অবশ্যই দেবতারাই ৮৪ জন্ম নেয়। প্রথমে তাদেরই বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত। গাওয়াও হয় -- আত্মা পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল...। বাবা বলেন -- সর্বপ্রথমে তোমাদের সত্যযুগে পাঠিয়েছিলাম। তোমরাই এসে এখন পুনরায় মিলিত হয়েছো। পূর্বে কেবল গায়ন করতে, তার যথার্থ অর্থ এখন বাবা বসে বোঝান। সমস্ত বেদ-শাস্ত্র, জপ, তপস্যা, শ্লোগান ইত্যাদি যাকিছু আছে, তার সার কথা বাবা বসে বোঝান। চক্র তো একদম সহজ। এখন এ হলো কলিযুগ আর সত্যযুগের সঙ্গম। যুদ্ধও সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোমাদের এই নিশ্চয়ও রয়েছে -- সত্যযুগের স্থাপনা হচ্ছে। কলিযুগে যতও আছে, তাদের সকলের শরীর বিনাশ হয়ে যাবে, এছাড়া আত্মারা পবিত্র হয়ে হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে নিয়ে যাবে। এ হলো সকলের বিনাশের সময়। আত্মারা শরীর পরিত্যাগ করে চলে যাবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এ'কথা রয়েছে। যতক্ষণ না আমরা কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত করছি ততক্ষণ আমরা সঙ্গমে দাঁড়িয়ে রয়েছি। একদিকে কোটি-কোটি মানুষ, অপরদিকে কেবল তোমরা অল্পসংখ্যক। তোমাদের মধ্যেও কত আছে যারা নিশ্চয়বুদ্ধি হতে থাকে। নিশ্চয়বুদ্ধির বিজয় অবশ্যম্ভাবী, পুনরায় গিয়ে বিষ্ণুর গলার মালা হবে। এক হলো রুদ্রাক্ষের মালা, দ্বিতীয় হলো রুণ্ড-মালা(বিষ্ণুর মালা)। সেই রুণ্ডমালায় ছোট-ছোট মুখাকৃতির দানা থাকে। এটাই হলো চিহ্ন। আমরা আত্মারাই এসে পুনরায় বাবার গলার মালার দানা(পুঁতি) হবে, পুনরায় এখানে আসবো নম্বরের অনুক্রমে। মালা ৮-এরও আছে, ১০৮-এরও আছে, আবার ১৬ হাজার ১০৮-এরও আছে। এখন ১৬ হাজার অথবা ৫-১০ হাজার, এর কোনো হিসেব বের করা যায় না। এই মালার গায়ন করা হয়, বাবা বলেন -- এ'সবের বিচার তোমরা কেন করো। কল্প-পূর্বে সত্যযুগ-ত্রৈতায় যতজন রাজা হয়েছিল, ততজনই হবে। ১০০ জন হয়েছিল বা ২-৩ শো জন হয়েছিল -- তা জিজ্ঞাসা করতে হবে না। বাবা বলেন -- তোমরা যত নিকটে আসতে থাকবে তখন এ'সকল বুঝে যাবে। আজ আমরা এখানে, কাল বিনাশ হবে পুনরায় সত্যযুগে আমরা অল্পসংখ্যক দেবী-দেবতাই থাকবো। পরে বৃদ্ধি পায়। সত্যযুগের লক্ষণও দেখা যায়। এছাড়া লাখে-লাখে গিয়ে থাকবে, পরে লাখই থাকুক বা ৯-১০ লাখ, সঠিকভাবে বলা যাবে না। হ্যাঁ,

তোমরা যখন সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার যোগ্য হবে তখন তোমাদের আরও অধিকমাত্রায় সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে। এখনও তো অনেককিছু বোঝার সময় বাকি রয়েছে। বহু সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। যুদ্ধের অনেক প্রস্তুতিও হতে থাকে। সবকিছুর মূল্য বৃদ্ধি হতে থাকবে। বিলেতেও এখন প্রচুর ট্যাক্স ইত্যাদি বসতে থাকবে। অনেক-অনেক মূল্যবৃদ্ধি হয়ে তারপর একদম সম্ভা হয়ে যাবে। সত্যযুগে কোনো বস্তুর জন্য খরচ হবে না। সমস্ত খনি ভরপুর হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়ায় ঐশ্বর্য অনেক। লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রভূত ঐশ্বর্য ছিল, তাই না! শ্রীনাথ দ্বারিকায় মূর্তির সম্মুখে কত ধন-সম্পদের ভোগ নিবেদন করে। ওখানে অনেক ধন-সম্পদ উপার্জন করে আর ভোজন করতে থাকে। তারা বলে যে আমরা দেবতাদের ভোগ নিবেদন করি। বলে -- দেবতাদের ভোগ নিবেদন না করলে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এখন এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কথাই নেই। তোমরা কারোর উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে যাও না। জানো যে ড্রামানুসারে এই বিনাশ হতেই হবে। কলিযুগের পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ আসবেই। আমরা ড্রামাকে বুঝি যে ড্রামানুসারে এখন নতুন চক্রকে শুরু হতে হবে। তোমরাও ড্রামার বশে রয়েছো। ড্রামানুসারে বাবাও এসেছেন। ড্রামায় এক মিনিটও উপর-নীচ হতে পারে না। তোমরা দেখেছো, যেমন বাবা এসেছেন পর-কল্পেও অবিকল তেমনই হবে। শাস্ত্রে তো কল্পের আয়ু দীর্ঘ করে করে লিখে দিয়েছে। এখন অবশ্যই তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন তোমরা গ্যালপ করছো। তোমরা জানো যে বাবাকে স্মরণ করে আমাদের কর্মাতীত অবস্থা অবশ্যই প্রাপ্ত করতে হবে অর্থাৎ আয়রন এজে'ড থেকে গোল্ডেন এজে'ড হতে হবে। এখন যদি পুরুষার্থ না করো তাহলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। হে আত্মারা, এখন তোমরা অপবিত্র হয়ে গেছো। এও জানো যে অনেক ধরনের আসবে যারা অন্য ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তারাও বেরিয়ে আসতে থাকবে। এসে নিজেদের পুরুষার্থ করতে থাকবে -- বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। ব্রাহ্মণ ধর্মে এসে পুনরায় দেবতা ধর্মে আসবে। ব্রাহ্মণ ধর্মে না এলে তবে দেবতা ধর্মে আসবে কি করে! দিনে-দিনে ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধি পেতেই থাকবে। দেখবে, বিনাশ সামনে এসে গেছে, এরা তো সঠিক বলে, তখন বৃদ্ধি হতে থাকবে। ব্রাহ্মণদের বৃক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে ফুল হয়ে যাবে তখন ফিরে যাবে। দেবতাদের বৃক্ষ বৃদ্ধি পাবে। এখন তোমরা সঙ্গমে রাজযোগ শিখছো। এই সঙ্গমকে কল্যাণকারী যুগ বলা হয়। সঙ্গমেরই গায়ন রয়েছে -- গঙ্গাসাগরের মেলা দেখানো হয়েছে। ও'সমস্ত হলো ভক্তিমার্গের। এ হলো জ্ঞান-সাগর আর জ্ঞানসাগর থেকে নির্গত হওয়া জ্ঞান-গঙ্গারা। জ্ঞানসাগরের সঙ্গেই 'পতিত-পাবন' শব্দটি যুক্ত হয়। ওরা মনে করে -- গঙ্গা হলো পতিত-পাবনী আর সেইজন্য গঙ্গায় স্নান করতেই আসে। এ'সমস্ত নদী তো সত্যযুগ থেকেই বয়ে চলেছে। আজকাল তো নদীগুলিও কোনও-কোনও স্থানকে প্লাবিত করে। প্রকৃতিও তমোপ্রধান, সাগরও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সাগর যদি সামান্য উথলে ওঠে তাহলে সবকিছু শেষ করে দেবে। সত্যযুগে কেবল আমরা অল্পসংখ্যকই ভারতে বসবাস করি -- যমুনার উপকণ্ঠে। দিল্লীকে পুনরায় স্বর্গে (পরিস্থান) পরিনত হতে হবে। সত্যযুগে স্বল্পসংখ্যক জীবাশ্মাই থাকে পুনরায় ধীরে-ধীরে আসতে-যেতে থাকে। এখন হলো কলিযুগের অন্ত। কত অগণিত মানুষ হয়ে গেছে, এ হলো অসীম জগতের নাটক, যাকে ভালভাবে বুঝতে হবে। যদি কেউ নিজেকে অভিনেতা মনেও করে কিন্তু কল্প তো ৫ হাজার বছরের, তা কারোর জানা নেই। কোথায় ৮৪ জন্ম, কোথায় ৮৪ লক্ষ। এখন তোমরা আলায় রয়েছো। তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাও। বাবা বলেন -- মন্মনাভবা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিব ভগবানুবাচ, কৃষ্ণ কি জ্ঞানের সাগর নাকি! ঈশ্বরের মহিমায় আর দেবতাদের মহিমায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। বাবা, যিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন, ওঁনার মহিমা হলো সর্বগুণসম্পন্ন..... এখন তোমরা এ'রকম হতে চলেছো। বাবার মহিমা আর এঁনার মহিমার মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। এ হলো রাজযোগ, তাই না! গায়নও করা হয় -- ভগবান রাজযোগ শেখান। উনি হলেন নিরাকার, তাহলে অবশ্যই নিরাকার থেকে সাকারে আসতে হয়। ভগবানের এত মহিমা আছে তাহলে অবশ্যই আসতে হয়। ওঁনার জন্ম হলো দিব্য অলৌকিক আর কারোর দিব্যজন্মের গায়ন করা হয় না। এও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে এক হয় লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলো পারলৌকিক পিতা, যাঁকে ভগবান বলে স্মরণ করা হয় আর তৃতীয় হলো অলৌকিক পিতা, ইনি আবার হলেন ওয়াল্ডারফুল বাবা। যখন পারলৌকিক পিতা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন তখন মধ্যখানে এই অলৌকিক এসে পড়ে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কত অগণিত সন্তান। শিববাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের আপন করে নেন। কত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়। লৌকিক পিতার অধিকতর ৮-১০ সন্তান হবে। আচ্ছা, শিববাবা হলেন পারলৌকিক পিতা। ওঁনার তো অনেক সন্তান। সমস্ত আত্মারাই বলে -- আমরা সকলে ভাই-ভাই। এখন এই সঙ্গমে আবার অলৌকিক পিতাকে পাওয়া যায়। এই জ্ঞান তোমাদের ওখানে থাকবে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবাকে তখনই পাওয়া যায় যখন (শিব) বাবা এসে নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। তাহলে এ হলো অলৌকিক জন্ম, তাই না! তা কেউ বুঝতে পারে না। উনি লৌকিক, উনি পারলৌকিক, আর ইনি হলেন সঙ্গমযুগীয় অলৌকিক পিতা। লৌকিক পিতা সত্যযুগ থেকেই হতে থাকে। পারলৌকিক পিতাকে ওখানে কেউ স্মরণ করে না, ওখানে এক বাবা-ই থাকে। হে ভগবান, হে পরমাত্মা বলে কেউ স্মরণ করে না, পরে যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন বাবা হয় দু'জন। সঙ্গমে হয় তিনজন বাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও এখনই পাওয়া যায়, এখন তোমরা ওঁনার হয়েছো। জানো যে ইনি হলেন অলৌকিক বাবা। এখন তোমরা এ'সকল কথা ভালভাবে জানো আর স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা

মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। সত্যযুগে স্মরণ করার প্রয়োজনই নেই। দুঃখে সকলেই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে। এ তো অতি সহজ কথা। সত্যযুগ-ত্রৈতায বাবা থাকে একজন, দ্বাপরে হয় দু'জন বাবা। এইসময় তোমরা অলৌকিক বাবার সন্তান হয়েছো যাঁর মাধ্যমে তোমরা উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। তোমরা বাচ্চারাই ব্রাহ্মণ হও যারা পরে দেবতা হবে। বিনাশও তোমাদেরই দেখতে হবে যা তোমরা এই চক্ষু দ্বারা দেখবে, বোমা নিক্ষেপ করবে। মানুষ তো মরবেই, তাই না! জাপানেও বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, দেখেছ না! কিভাবে মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এখন এখানে যুদ্ধবিগ্রহ লাগতে থাকে। নিজেরা বলেও যে আমরা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি। ১০-১০ বছর ধরে যুদ্ধ চলতেই থাকে। বোমায় তো সেকেন্ডে সমস্ত শেষ হয়ে যাবে। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে শহর নষ্ট হয়ে যায়। এ তো বোমা। আগুনও লাগবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা এসেছেনই স্থাপনা এবং বিনাশ করাতে। তাহলে এ'সব অবশ্যই হবে। পুরুষার্থ করার এখনও সময় রয়েছে। মায়া প্রতিমুহূর্তে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়। এখনও তোমরা অটল স্থির হয়েছো কোথায়! বলে -- বাবা, অনেক মায়ার তুফান আসে। কেউ তো সারাদিনে আধা ঘন্টাও স্মরণ করে না। বাবা বলেন -- তোমরা কর্মযোগী হও। ৮ ঘন্টা সেবা করবে। যেন ৮ ঘন্টা স্মরণ করতে পারো এতটা পুরুষার্থ করতে হবে। স্মরণ করতে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। এ হলো পরিশ্রম। গৃহস্থী জীবনে থেকে কেবল স্মরণ করতে হবে। এও বাবা বলেন যে যারা গৃহস্থ পরিত্যাগ করেছে, বাচ্চা হয়েছে(সমর্পিত), তারাও এত স্মরণ করে না। যারা ঘরে থাকে তারা আরও বেশী স্মরণ করে। অর্জুন আর ভীলেরও (একলব্য) উদাহরণ দেওয়া হয়, তাই না! পরিশ্রম হলো বাবাকে স্মরণ করা, আর চক্রকে বুঝতে হবে। মহাভারতের যুদ্ধও অবশ্যই হবে। সত্যযুগে তা হবে নাকি! বাচ্চারা, সেইজন্য তোমাদের অন্ধের লাঠি হতে হবে। সকলকে পথ বলে দিতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করে, চক্রকে স্মরণ করো। স্বদর্শন-চক্রধারী হও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। নিজের অবস্থা অচল-অটল করার জন্য স্মরণের অভ্যাস বৃদ্ধি করতে হবে। গাফিলতি করবে না।

২) এই ড্রামা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে রচিত হয়েছে, সেইজন্য কারোর উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না। নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।

বরদান:- হৃদয়ে সদা অদ্বিতীয় রামকে বসিয়ে প্রকৃত সেবাদানকারী মায়াজীত, বিজয়ী ভব হনুমানের বিশেষত্ব দেখানো হয় যে, সে সদা সেবাধারী, মহাবীর ছিল, সেইজন্য নিজে না পুড়ে লেজের দ্বারা লক্ষা-দহন করেছিল। এখানেও যে সদাকালের সেবাধারী সে-ই মায়ার অধিকার সমাপ্ত করতে পারে। যে সেবাধারী নয় সে মায়ার রাজ্যকে দহন করতে পারে না। হনুমানের হৃদয়ে সর্বদা একমাত্র রামের আসন ছিল, তেমনই বাবা ব্যতীত আর কেউ যেন হৃদয়ে না থাকে, নিজ দেহের স্মৃতিও যেন না থাকে তবেই মায়াজীত, বিজয়ী হবে।

স্লোগান:- যেমন আত্মা আর শরীর কস্মাইন্ড, তেমনভাবে তুমিও বাবার সঙ্গে কস্মাইন্ড হয়ে থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের পাপের দুনিয়া থেকে বের করে শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে যেতে, বাবার কাছ থেকে তোমরা সুখ - শান্তির দুটি উপহার পাও"

*প্রশ্ন:- সম্পূর্ণ দুনিয়ায় প্রকৃত সন্ন্যাসী তোমরাই, প্রকৃত সন্ন্যাসিনী কাদের বলা হবে ?

*উত্তর:- প্রকৃত সন্ন্যাসিনী সেই, যার বুদ্ধিতে একের স্মরণ থাকবে, অর্থাৎ কেউই নয়, একমাত্র একজন। ওরা যদিও নিজেদের সন্ন্যাসিনী বলে, কিন্তু ওদের বুদ্ধিতে কেবলমাত্র ক্রাইস্টের স্মরণ থাকে না, ক্রাইস্টকেও ওরা ভগবানের সন্তান বলে। তাই ওদের বুদ্ধিতে দুইজন আছে, আর তোমাদের বুদ্ধিতে এক বাবা আছেন, তাই তোমরাই হলে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী। তোমাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হলো, তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে।

*গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চারা এই গান শুনেছে। কারা শুনেছে? আত্মারা। আত্মাকে পরমাত্মা বলা যাবে না। মনুষ্যকে ভগবান বলা যাবে না। আত্মা, এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। তোমাদের এখন দেবতা বলা হয় না। ব্রহ্মাকেও দেবতা বলা যাবে না। যদিও মানুষ বলে থাকে - ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ..... কিন্তু ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মধ্যে তো অনেক তফাৎ। বিষ্ণুকে দেবতা বলা হয়, ব্রহ্মাকে দেবতা বলা যাবে না, কেননা ব্রহ্মা হলেন ব্রাহ্মণদের বাবা। ব্রাহ্মণদের দেবতা বলা যায় না। এখন এইসব কথা কোনো মানুষ, মানুষকে বোঝাতে পারে না, ভগবানই একথা বোঝান। মনুষ্য তো অন্ধ শ্রদ্ধায় যা মনে আসে, তাই বলে দেয়। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো -- আধ্যাত্মিক পিতা আমাদের মতো বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। তোমাদের নিজেকে আত্মা মনে করা উচিত। অহম্ আত্মা এই শরীর ধারণ করি। অহম্ আত্মা এই ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে। আত্মা যেমন যেমন কর্ম করে, তেমন তেমন শরীর প্রাপ্ত হয়। শরীর থেকে আত্মা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন শরীরের প্রতি আর ভালোবাসা থাকে না। তখন আত্মার প্রতি প্রেম থাকে। আত্মার মধ্যেও প্রেম ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ আত্মা শরীরে থাকে। মানুষ পূর্বপুরুষদের ডাকে, তাদের শরীর তো শেষ হয়ে গেছে, তবুও তাদের আত্মাকে স্মরণ করে, তাই ব্রাহ্মণদের ডাকে। তারা বলে - অমুকের আত্মা এসো, এসে এই ভোজন গ্রহণ করো। এর অর্থ আত্মার প্রতি মোহ থাকে, কিন্তু প্রথমে শরীরের প্রতি মোহ ছিলো, সেই শরীর স্মরণে আসতো। এমন মনেই করে না যে, আমরা আত্মাকে ডাকছি। আত্মাই সবকিছু করে। আত্মার মধ্যেই ভালো বা মন্দ সংস্কার থাকে। প্রথম - প্রথম আসে দেহ বোধ, তারপর আরো বিকার আসতে থাকে। সবকিছু মিলিয়েই বলা হয় বিকারী। যার মধ্যে এই বিকার নেই, তাকে বলা হয় নির্বিকারী। এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, বরাবর ভারতে যখন দেবী - দেবতারা ছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে দৈবী গুণ ছিলো। এই লক্ষ্মী - নারায়ণের হলো দেবী - দেবতা ধর্ম। খ্রীস্টান ধর্মে যেন মেল আর ফিমেল সবাই খ্রীস্টান। এখানেও তেমন বলা হয় দেবী - দেবতা। রাজা - রানী, প্রজা সবাই দেবী - দেবতা ধর্মের। এ হলো খুবই উঁচু সুখ প্রদানকারী ধর্ম বাচ্চারা গীতও শুনেছে, একথা আত্মা বলছে যে, বাবা এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে আমি শান্তি - স্বস্তি পাই। সে তো হলো সুখধাম আর শান্তিধাম। এখানে অনেক অশান্তি আর অস্থিরতা। সত্যযুগে কোনো অস্থিরতা থাকে না। আত্মা জানে যে, বাবা ছাড়া অন্য কেউই স্বস্তির দুনিয়াতে নিয়ে যেতে পারবে না। বাবা বলেন - মুক্তি আর জীবনমুক্তি আমি কল্প - কল্প এই উপহার নিয়ে আসি, কিন্তু তোমরা ভুলে যাও, ড্রামাতে এই ভুলে যেতেই হবে। সব ভুলে গেলে তবেই তো আমি আসবো। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো, তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। যারা সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না, তারা প্রথমে নতুন দুনিয়াতেও আসতে পারবে না। ত্রেতাতে বা ত্রেতার অন্তিমে এসে যাবে। সবকিছুই এই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। সত্যযুগে সুখ ছিলো, সেখানে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো। আত্মা, এর পূর্ব জন্মে এরা কে ছিলেন, কেউই জানে না। পূর্বজন্মে এঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার পূর্বে শূদ্র ছিলেন। এই বর্ণের উপর তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো।

তোমরা এখন বুঝতে পারো, আমরা ২১ জন্মের জন্য শান্তি এবং স্বস্তি পাবো। বাবা আমাদের সেই পথ বলে দিচ্ছেন। আমরা এখনো পতিত, তাই অশান্তিতে আছি, দুঃখে আছি। যেখানে স্বস্তি থাকবে, সেখানে সুখ - শান্তি আছে বলা হবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে। তোমরা বুঝতে পারো, বরাবর সত্যযুগে ভারত কতো সুখী ছিলো। দুঃখ বা অশান্তির নামমাত্র ছিলো না। তোমরা এখন স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা এখন ঐশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছো, আর ওরা হলো আসুরী সম্প্রদায়ের। বলা হয় তো - পাপ আত্মা।

আল্লা অনেক আছে আর পরমাল্লা একজন । সবাই হলো ভাই - ভাই, সবাই পরমাল্লা হতে পারে না । এই সামান্য কথাও মানুষের বুদ্ধিতে নেই । বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এক বড় অসীম জগতের দ্বীপ, ওইসব ছোটো - ছোটো দ্বীপ হয় । এই অসীম জগতের দ্বীপে এখন রাবণের রাজ্য । এইসব কথা কে মানুষ বুঝতেই পারে না । ওরা তো কেবল কাহিনী শোনাতে থাকে । কাহিনী বা গল্পকে জ্ঞান বলা হয় না । এর দ্বারা মানুষ সদগতি লাভ করে না । জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি লাভ হয় । আর এই জ্ঞান প্রদানকারী হলেন একমাত্র বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । ভক্তদের ভগবান এসেই রক্ষা করেন । মানুষ, মানুষকে রক্ষা করতে পারে না । শিব বাবা সমস্ত বাচ্চাদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন । তিনি বাবাও, সদগুরুও আবার শিক্ষকও । তিনি উকিল এবং ব্যারিস্টারও, কেননা তিনি পাপের সাজা থেকেও মুক্ত করেন । সত্যযুগে কেউই জেলে যাবে না । বাবা সবাইকে জেল থেকে মুক্ত করেন । বাচ্চাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সব মনোকামনা পূরণ হয় । আবার রাবণের দ্বারা অশুদ্ধ মনোকামনা পূরণ হয় । বাবার দ্বারা শুদ্ধ মনোকামনা পূরণ হয় । শুদ্ধ মনোকামনা পূরণ হলে তোমরা সর্বদার জন্য সুখী হও । অশুদ্ধ কামনা হলো --- পতিত - বিকারী হওয়া । পবিত্র যারা থাকে তাদের ব্রহ্মচারী বলা হয় । তোমাদেরও পবিত্র থাকতে হবে । পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে । পতিত থেকে পবিত্র একমাত্র বাবাই তৈরী করেন । সাধু - সন্ত ইত্যাদিদের জন্ম তো বিকারের দ্বারাই হয়, দেবতাদের জন্য এমন বলাই যায় না । ওখানে বিকার থাকেই না । সে হলোই পবিত্র দুনিয়া । লক্ষ্মী - নারায়ণ সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন, সেইসময় ভারত পবিত্র ছিলো । একথা এখনই তোমরা বুঝতে পারো । সত্যযুগে যখন পবিত্রতা ছিলো, তখন শান্তি এবং সম্পদ ছিলো, সবাই সেখানে সুখী ছিলো, রাবণ রাজ্য যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখন থেকে নেমেই এসেছে । এখন তো কেউই কাজের নয় । একদম কড়ি তুল্য হয়ে গেছে । এখন তোমরা আবার বাবার দ্বারা হীরে তুল্য হও । ভারতে যখন সত্যযুগ ছিলো, তখন সবাই হীরে তুল্য ছিলো । এখন তো কড়ি তুল্যও নেই । নিজের ধর্মকেই কেউ জানে না । মানুষ পাপ করতে থাকে । ওখানে তো পাপের নামই নেই । তোমরা দেবী - দেবতা ধর্মের নামিদামী, দেবতাদের অনেক চিত্র আছে । অন্য ধর্মে দেখবে একটাই চিত্র থাকে, খ্রীস্টানদের কাছে ক্রাইস্টের চিত্র থাকবে । বৌদ্ধদের কাছে এক বুদ্ধের চিত্র থাকে । খ্রিস্টানরা এক ক্রাইস্টকেই স্মরণ করে, তাদের সন্ন্যাসী বলা হয় । নাস্ত বা সন্ন্যাসীর অর্থ এক ক্রাইস্ট ছাড়া তারা আর কাউকেই স্মরণ করে না, এইজন্য বলা হয় একমাত্র ক্রাইস্ট, ওরা ব্রহ্মচারী থাকে । তোমরাও হলে সন্ন্যাসিনী । তোমরা তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থেকেও সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকো । তোমরা এক বাবাকেই স্মরণ করো । একমাত্র এই একজন, এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । ওদের বুদ্ধিতে তবুও দুজন এসে যায় । ক্রাইস্টের জন্যও বুঝবে যে, তিনি ভগবানের সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁর ঈশ্বরীয় জ্ঞান ছিলো না । বাচ্চারা, তোমাদের জ্ঞান আছে, সম্পূর্ণ দুনিয়াতে এমন কেউই নেই যার পরমাল্লার জ্ঞান আছে । পরমাল্লা কোথায় থাকেন, তিনি কখন আসেন, তাঁর অভিনয় কি -- এ কেউই জানে না । ভগবানকে সর্বশ্রু বলা হয় । মানুষ মনে করে, তিনি আমাদের মনের কথা জানেন । বাবা বলেন -- আমি জানি না, আমার কি দরকার যে, প্রত্যেকের হৃদয়ে বসে তাদের মনের কথা পড়বো, আমি এসেছি পতিতকে পবিত্র করতে । কেউ যদি পবিত্র না থাকে, মিথ্যা কথা বলে, তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি করে ফেলবে । এমন গায়ন আছে যে - দেবতাদের সভাতে অসুর গিয়ে বসতো । এখানে অমৃতের বন্টন হয় কেউ যদি বিকারে গিয়ে আবার লুকিয়ে এখানে বসে, তাহলে তো অসুর হলো, তাই না । তারা নিজেরাই নিজেদের পদ ব্রষ্ট করে দেবে । প্রত্যেককেই তাদের নিজেদের পুরুষার্থ করতে হবে । না হলে নিজেদেরই সর্বনাশ করে দেয় । এমন অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে এসে বসে যায় । তারা বলে, আমরা বিকারে যাই-ই না, কিন্তু তারা বিকারে যেতে থাকে । এ তো নিজেদের ঠকানোই হলো । নিজেদেরই সর্বনাশ করে । পরমপিতা পরমাল্লা, যার রাইট হ্যান্ড ধর্মরাজ, তাঁর সামনে মিথ্যা কথা বললে নিজেরাই দণ্ডের ভাগীদার হয়ে যায় । অনেক সেন্টারাই এমন হয় বাবা যখন প্রথম বার দিল্লীতে গিয়েছিলেন, তখন রোজ একজন আসতো আর সে বিকারে যেতো । তাকে জিপ্তোস করা হয়েছিলো -- যখন পবিত্র থাকতে পারো না, তখন এখানে আসো কেন ? সে বলতো - না এলে কিভাবে নির্বিকারী হবো ! পবিত্রতা ভালো লাগে কিন্তু থাকতেও পারি না । অবশেষে তো একদিন শুধরে যাবো । না এলে তো আমার তরী ডুবেই যাবে । আর কোনো পথই নেই, তাই আমাকে এখানে আসতে হয় ।

বাবা বোঝান, তুমি পরিবেশ খারাপ করছো, কতদিন পর্যন্ত এভাবে আসতে থাকবে যারা পবিত্র হয়, পতিতদের প্রতি তাদের যেন ঘৃণা আসে । তারা বলে - বাবা, এর হাতের খাবারও ভালো লাগে না । বাবা উপায় বলে দিয়েছেন, খাওয়াদাওয়ার সমস্যা হলে, এমন তো নয় যে, তোমরা চাকরী ছেড়ে দেবে, তোমাদের যুক্তির দ্বারা চলতে হবে । কাউকে বোঝালে সে বিগড়ে যায় যে, পবিত্র কিভাবে থাকবে । এ তো কখনো শুনিনি । সন্ন্যাসীরাও থাকতে পারে না । যখন ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তখন পবিত্র থাকে, কিন্তু একথা কেউই জানে না যে, এখানে পতিত পাবন পরমপিতা পরমাল্লা পড়ান । তারা মানে না তাই বিরোধ করে । তারা বলে, শিব বাবা যে ব্রহ্মা তনে আসেন, কোনো শাস্ত্র দেখাও । এ তো গীতাতে লেখা আছে যে, আমি সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে আসি । সে তাঁর নিজের জন্মকে জানে না । এ তো লেখাই আছে,

তাহলে তোমরা কিভাবে বলো যে, পরমাত্মা কিভাবে মনুষ্য তনে আসবেন ? তিনি তো পতিত তনে এসেই পথ বলে দেবেন, তাই না । এর আগেও এসেছিলেন এবং বলেছিলেন - মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । তিনিই পরমধামে থাকেন আর বলেন, মামেকম স্মরণ করো । কৃষ্ণের শরীর তো আর মূল বতনে থাকবে না, যে বলবেন - মামেকম স্মরণ করো । এক পরমপিতা পরমাত্মাই সাধারণ তনে প্রবেশ করে তোমাদের মতো বাচ্চাদের বলেন - মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো, তাহলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে, তাই আমাকেই পতিত পাবন বলা হয় পতিত পাবন অবশ্যই আত্মাদের হবে, তাই না । পতিতও তো আত্মাই হয় ।

বাবা বলেন - তোমরা পবিত্র আত্মারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে । এখন তো শূন্য কলা, সম্পূর্ণ পতিত হয়ে গেছে আমি কল্পে - কল্পে এসে তোমাদের বোঝাই । তোমরা যে কাম চিত্তে বসে পতিত হয়ে যাও, আমি তোমাদের আবার জ্ঞান চিত্তে বসিয়ে পবিত্র করি । ভারতে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিলো, এখন হলো অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ । এখানে কারোরই শান্তি নেই । বাবা এখন বলেন - দু'জনেই জ্ঞান চিত্তে বসো । প্রত্যেক আত্মা নিজের নিজের কর্ম অনুসারে শরীর প্রাপ্ত করে । এমন নয় যে, পরের জন্মে ওই একই পতি - পত্নী নিজেদের মধ্যে মিলিত হবে । তা নয়, এত রেস করতে পারে না । এ তো পড়ার কথা, তাই না । অজ্ঞান কালে হতে পারে - নিজেদের মধ্যে অনেক প্রেম, তখন তাদের মনোকামনাও পূরণ হতে পারে, সে তো হলো পতিত বিকারী মার্গ । পতির সঙ্গে সঙ্গে পত্নীও সহমরণে যায় । অন্য জন্মে গিয়েও তার সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্তু অন্য জন্মে তো জানতেই পারবে না । তোমরাও বাবার সঙ্গে জ্ঞান চিত্তে বসো । তোমরা এই ছিঃ - ছিঃ শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে । তোমরা একথা এখন জেনেছো, ওরা তো জানে না যে, আমরা আগের জন্মে এমন সাথী ছিলাম । তোমাদেরও পরে ওখানে এই কথা স্মরণে থাকবে না । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এইম অবজেক্ট আছে । মাশ্বা - বাবা লক্ষ্মী - নারায়ণ হবেন । বিষ্ণু হলেন দেবতা । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দেবতা বলা যাবে না । ব্রহ্মা থেকে দেবতা হন । ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু আর বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হন -- একথা এখন তোমরা বুঝে গেছো । তোমরা এখন জানো যে - শান্তি কেবল একমাত্র স্বর্গেই হয় কেউ মারা গেলে বলে, স্বর্গে গেলো অর্থাৎ শান্তিতে গেলো । পতিত অবস্থায় অশান্তিতে থাকে । বাবা তবুও বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । বাকি সব হলো ডিটেলে বোঝার মতো কথা । বাবা যেহেতু নলেজফুল, তাই তিনি তোমাদেরও তাঁর মতো নলেজফুল বানাবেন । বাবার স্মরণে তোমরা সতোপ্রধান হবে, এ হলো আত্মাদের রেস । যে বেশী স্মরণ করবে, সে শীঘ্র হবে । এ হলো যোগ আর পড়ার রেস । স্কুলেও তো রেস হয়, তাই না । ওখানে অনেক ছাত্র থাকে, তাদের মধ্যে যে এক নম্বর হয়, সে স্কলারশিপ পায় । একই পড়া লাখ, কোটি আত্মাদের জন্য হয়, তাই এত স্কুলও তো থাকবে, তাই না । তোমাদের এখন এই পড়া পড়তে হবে । সবাইকে পথ বলে দাও, অন্ধের লাঠি হও । তোমাদের ঘরে - ঘরে খবর পৌঁছে দিতে হবে । আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন অশুদ্ধ কামনার ত্যাগ করে শুদ্ধ কামনা রাখতে হবে। সবথেকে শুদ্ধ কামনা হলো পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়া । কখনোই ভুলকে লুকিয়ে নিজেকে ঠকিও না । ধর্মরাজবাবার প্রতি সদা সত্য থাকতে হবে ।

২) জ্ঞান চিত্তে বসে এই পড়াতে রেস করে ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়ার উচ্চ পদ পেতে হবে । যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্মের খাতা দফা করতে হবে ।

বরদানঃ:- সত্যতার মহানতার দ্বারা সদা খুশীর দোলায় দুলতে থাকে অথরিটি স্বরূপ ভব
সত্যতার অথরিটি স্বরূপ বাচ্চাদের মহিমা হলো -- সত্য যেখানে আত্মা নাচবে সেখানে । সত্যের নৌকা হেলবে কিন্তু ডুবতে পারে না । তোমাদেরও যদি কেউ হেলানোর চেষ্টা করে, তোমরা কিন্তু তোমাদের সত্যতার মহানতার দ্বারা আরও খুশীর দোলায় দুলতে থাকো । ওরা তোমাদের হেলাতে পারে না, কিন্তু দোলাকে হেলায় । এ হেলানো নয়, দোলানো, তাই তোমরা তাদের ধন্যবাদ দাও যে, তোমরা দোলাও আর আমরা বাবার সাথে দুলি ।

স্লোগানঃ:- সর্ব শক্তির লাইট যদি সদা সাথে থাকে তাহলে মায়া নিকটে আসতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা — বাবা মিষ্টি থেকে মিষ্টি স্যাকারিন, সেইজন্য অন্যান্য সব বিষয় ছেড়ে এক বাবাকেই স্মরণ করলে তোমরাও মিষ্টি স্যাকারিন হতে পারবে"

- *প্রশ্নঃ - — তোমরা বাবার কাছ থেকে শ্রীমত নিয়ে নিজেদের ভিতরে কোন্ সংস্কার ভর্তি করছ ?
- *উত্তরঃ - — ভবিষ্যতে পরামর্শদাতা ছাড়াই (উজির) সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করার। তোমরা এখানে এসেইছ ভবিষ্যতে রাজধানী পরিচালনা করার জন্য শ্রীমত নিতে। বাবা তোমাদের এমনই শ্রীমত দিয়ে থাকেন যাতে অর্ধকল্প তোমাদের আর কারো পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজনই পড়ে না। পরামর্শ তাদেরই নিতে হয় যাদের বুদ্ধি কমজোর হয়।
- *গীতঃ- — তুমিই মাতা

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এই গান শুনেছে। এই কথা কে বলেন মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা ? নিশ্চয়ই আত্মিক পিতাই এই কথা বলতে পারেন। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছে আর অতি স্নেহের সাথে বাবা বোঝাচ্ছেন। এখন তোমরা জেনেছ সবাইকে সুখ শান্তি প্রদানকারী সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদানকারী এক আত্মিক পিতা ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ নেই সেইজন্যই দুঃখে সবাই বাবাকেই স্মরণ করে থাকে। তোমরা বাচ্চারা বাবার সামনে বসে আছ। তোমরা জান বাবা আমাদের সুখধামের উপযুক্ত করে তুলছেন। সুখধামের মালিক বানান যে বাবা, তাঁর কাছে এসেছ। এখন বুঝতে পেরেছ সামনে বসে শোনা আর দূরে থেকে শোনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। মধুবনে সামনে এসে শোন, মধুবন হলো প্রসিদ্ধ। মধুবন, বৃন্দাবনে ওরা (ভক্তি মার্গে) কৃষ্ণের চিত্র দেখিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ তো নেই। এখানে নিরাকার বাবা তোমাদের সাথে মিলিত হন। তোমাদের প্রতি মুহূর্তে নিজেদের আত্মা নিশ্চিত করতে হবে। আমি আত্মা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। সম্পূর্ণ কল্পে এই একটাই সময়। এই কল্প মাধুর্যময় সঙ্গম যুগ। এর নাম রাখা হয়েছে—পুরুষোত্তম। এটাই সেই সঙ্গম যুগ, যখন মানুষ মাত্রই উত্তম হয়ে ওঠে। এখন তো সমস্ত মানুষের আত্মাই তমোপ্রধান যা পুনরায় সতোপ্রধান হয়ে ওঠে। সতোপ্রধান মানুষ উত্তম হয়। তমোপ্রধান হলে মানুষ নীচে নেমে যায়। সুতরাং আত্মাদের পিতা সামনে বসে বোঝান। সম্পূর্ণ ভূমিকা আত্মাই পালন করে থাকে, নাকি শরীর। আত্মা আর শরীর দুই-এর মেলবন্ধন ঘটলে রোল প্লে হয়ে থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে আমরা আত্মারা প্রকৃতপক্ষে নিরাকার দুনিয়া বা শান্তিধামের নিবাসী, এটা কারো জানা নেই। না নিজেরা বোঝে, না কাউকে বোঝাতে পারে। তোমাদের বুদ্ধির তালো এখন খুলে গেছে, তোমরা বুঝেছ প্রকৃতপক্ষে আত্মারা পরমধামে থাকে। ওটা হলো নিরাকার দুনিয়া। এখানে সাকারী দুনিয়া। এখানে আমরা সব আত্মারা কুশীলব নিজেদের ভূমিকা পালন করে চলেছি। সর্বপ্রথম আমরা ভূমিকা পালন করতে আসি। তারপর ক্রমানুসারে অন্যান্যরা আসে। সমস্ত কুশীলবরা একত্রে আসা যাওয়া করে না। ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের কুশীলবেরা আসা যাওয়া করে। সবাই একত্রিত তখনই হয় যখন নাটক সম্পূর্ণ হয়। এখন তোমরা আত্মার পরিচিতি লাভ করেছ যে আসলে আত্মারা শান্তিধামের নিবাসী - এখানে আসি ভূমিকা পালন করতে। বাবা সম্পূর্ণ সময় ধরে ভূমিকা পালন করতে আসেন না। আমরাই ভূমিকা পালন করতে-করতে তমোপ্রধান হয়ে পড়ি। এখন বাচ্চারা তোমাদের সামনে বসে শুনতে খুব মজা লাগছে। এতো মজা তো মুরলী পড়লেও হয়না। এখানে (মধুবন) সামনে বসে আছ না ! সুতরাং সর্বপ্রথম সত্যযুগের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই এসে থাকে। তোমরা জান ভারত দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, এখন আর নেই। চিত্র দেখে থাক যখন তখন অবশ্যই ছিল। প্রথমে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম, নিজেদের ভূমিকা

স্মরণ করবে নাকি ভুলে যাবে ? বাবা মনে করিয়ে দেন — তোমরা এই ভূমিকা পালন করে ছিলে, এটাই ড্রামা। নতুন দুনিয়া যা পরে পুরানো হয়ে যায়। সর্বপ্রথম উপর থেকে যে আত্মারা আসে তারা গোল্ডেন এজে আসে। এসব বিষয় এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সত্যযুগের আদিতে তোমরাই ভূমিকা পালন করতে এসেছিলে। তোমরা বিশ্বের মালিক মহারাজা-মহারানী ছিলে। তোমাদের রাজধানী ছিল। এখন আর নেই। এখন তোমরা শিখছ কিভাবে রাজত্ব চালাবে, ওখানে উজির থাকে না। পরামর্শদাতার প্রয়োজনই পড়ে না। তারা (ব্রাহ্মণ বাচ্চারা) শ্রীমত দ্বারা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে তারপর সত্যযুগে তাদের অন্য কারো কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার দরকার পড়ে না। যদি কারো কাছে পরামর্শ নেয় তবে বোঝা যাবে তার বুদ্ধি কমজোর। এখন যে শ্রীমত পাশ্চ করছ সত্যযুগেও তা বহাল থাকে। এখন তোমাদের আত্মা ফ্রেশ হচ্ছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে। শান্তিধাম থেকে এসে তোমরা এখানে কথা বলছ। কথা ছাড়া কর্ম হতে পারে না। এটাই বোঝার বিষয়। যেমন বাবার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তেমনই তোমরা আত্মাদের মধ্যেও এখন জ্ঞান আছে। আত্মা বলে আমরা এক শরীর ত্যাগ করে, সংস্কার অনুযায়ী অন্য শরীর ধারণ করি। পুনর্জন্ম অবশ্যই হয়। আত্মা যে ভূমিকা পালন করার সুযোগ পেয়ে থাকে, সেটাই প্লে করে থাকে আর সেই সংস্কার অনুযায়ী দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করে থাকে।

বারংবার জন্ম নিয়ে ভূমিকা পালন করতে-করতে আত্মার পবিত্রতা একটু-একটু করে হ্রাস পেতে থাকে। পতিত শব্দটি দ্বাপরের পর থেকেই কর্মে আসে কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। তোমরা নতুন বাড়ি তৈরি করার এক মাস পরে দেখবে কিছু পার্থক্য অবশ্যই হবে।

এখন তোমরা বুঝেছ বাবা আমাদের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন —আমি এসেছি তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। যে যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। বাবা কোনও পার্থক্য রাখেন না। বাবা জানেন আমরা আত্মাদের তিনি পড়াচ্ছেন। প্রত্যেক আত্মাই নিজের জন্য পুরুষার্থ করে থাকে। এখানে মেল ফিমেল দৃষ্টি বলে কিছু নেই। তোমরা সব বাচ্চারা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করছ। সব আত্মারা ভাই-ভাই যাদের বাবা এসে শিক্ষা প্রদান করেন, উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। বাবাই তাঁর আত্মিক বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন তিনি বলেন আমার হারিয়ে যাওয়া মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা দীর্ঘ সময় ভূমিকা পালন করতে-করতে এখন আবার এসে মিলিত হয়েছো, নিজেদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য। এটাই ড্রামায় নির্ধারিত। প্রথম থেকেই তোমাদের ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে আছে। তোমরা কুশীলবরা নিজেদের ভূমিকা পালন করে চলেছ। আত্মা অবিনাশী, এর মধ্যেই অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। শরীর তো পরিবর্তন হতেই থাকে। বাকি আত্মারা পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়ে যায়। সত্যযুগ পবিত্র দুনিয়া। এক বলে পতিত দুনিয়া। এখন সুখধাম স্থাপনা হচ্ছে। বাকি আত্মারা সবাই মুক্তিধামে থাকবে। এই অনন্ত নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সব আত্মারা মশার মত ঝাঁকে ঝাঁকে যাবে। এই সময় কোনো আত্মা এলে এই পতিত দুনিয়াতে তার কি মূল্য! বাস্তবে মূল্য তো তার হবে যে প্রথমে নতুন দুনিয়াতে আসবে। নতুন দুনিয়া ছিল যা এখন পুরানো হয়ে গেছে। নতুন দুনিয়াতে দেবতারা ছিল, সেখানে দুঃখের কোনো চিহ্ন ছিল না। এখানে তো শুধুই দুঃখ। বাবা এসে দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। এই পুরানো দুনিয়া অবশ্যই পরিবর্তিত হবে। ঠিক যেমন দিনের পরে রাত, রাতের পর আবার দিনের শুরু হয়। তোমরা জেনেছ আমরাই সত্যযুগের মালিক হব, সুতরাং কেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করব না! কিছু তো পরিশ্রম করতেই হবে। রাজত্ব কি এতাই সহজে পাওয়া যায়, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়াও চমত্কার যা তোমাদের প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দিয়ে থাকে। এর জন্য উপায় বের করতে হবে। এমনটা নয় যে আমার হয়েছ বলেই স্মরণ দীর্ঘ হবে। পুরুষার্থ করতে হবে না। তা কিন্তু নয়, যতক্ষণ জীবন থাকবে পুরুষার্থ করতে হবে। জ্ঞানের অমৃত পান করতে হবে। তোমরা জান এটাই আমাদের অন্তিম জন্ম। এই শরীরের ভান ছেড়ে

দেহী-অভিমানী হতে হবে। গৃহস্থ পরিবারেও থাকতে হবে, পুরুষার্থও করতে হবে। শুধুই নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তুমিই মাতা, তুমিই পিতা... এ'সবই ভক্তি মার্গের মহিমা। তোমাদের শুধুমাত্র ঈশ্বরকে স্মরণ করতে হবে। একমাত্র স্যাকারিন আমি, তোমরাও সব বিষয় ছেড়ে মিষ্টি স্যাকারিন হয়ে ওঠো। এখন তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য স্মরণের যাত্রায় থাকো। সবাইকে বল বাবার কাছ থেকে সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য। সুখ হয় সত্যযুগে। সুখধাম স্থাপনা করেন বাবা, ওঁনাকে স্মরণ করা অতি সহজ, কিন্তু মায়ার তীব্রতা প্রবল সেইজন্য চেষ্টা করে (মায়ার বিরুদ্ধে গিয়ে) আমাকে স্মরণ করলে খাদ বেরিয়ে যাবে। সেকেন্ডে জীবন মুক্তি গাওয়াও হয়ে থাকে।

এই ড্রামায় প্রত্যেকের নিজের ভূমিকার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এই ড্রামায় মুখ্য ভূমিকা আমার (বাবার)। সবচেয়ে বেশি সুখও আমিই পাব। বাবা বলেন — তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম অতিব সুখ দেবে। বাকিরা সবাই শান্তিধামে চলে যাবে—হিসেব নিকেশ মিটিয়ে। অতি বিস্তারে আমরা কেন যাব। বাবা আসেন সবাইকে নিয়ে যেতে। মশার ঝাঁকের মতো সবাইকে নিয়ে যাবেন। শরীর শেষ হয়ে যাবে। আত্মা যা অবিনাশী সেই হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে চলে যাবে। এমনটা নয় যে আত্মা আগুনে পড়ে পবিত্র হবে। আত্মাকে স্মরণের যোগ দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। এটাই হলো যোগ-অগ্নি। ওরা বসে নাটক তৈরি করেছে — সীতা অগ্নি পার করেছে। অগ্নি কি একজনকেই পার হতে হবে! বাবা বুঝিয়েছেন — তোমরা সব সীতারাই এই সময় পতিত হয়ে গেছ, কেননা রাবণ রাজ্য। এখন এক বাবার স্মরণেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে। রাম একজনই। অগ্নি শব্দটি শুনে মনে করে, আগুন পার করেছে। বলা হয়েছে যোগ-অগ্নি আর কি ওরা কি বলেছে। আত্মা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত হলে পতিত থেকে পাবন হতে পারবে। রাত-দিনের পার্থক্য। আত্মারা সবাই সীতা। রাবণের জেল শোক বাটিকায় বন্দি। এখানে সুখকে কাক বিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। স্বর্গে অগাধ সুখ। সুতরাং বাচ্চারা জ্ঞান রত্ন দ্বারা তোমাদের ঝুলি ভরপুর করা উচিত। কোনো সংশয় আসা উচিত নয়। দেহ-অভিমান এলেই অনেক প্রশ্ন উঠে আসে। তারপর বাবা যেমন বলেন সেটা আর করেনা। মূল বিষয়ই হলো আমাদের পতিত থেকে পাবন হতে হবে। দ্বিতীয় কোনো সংকল্প করার প্রয়োজন নেই। এটা হলো পতিত দুনিয়া, সত্যযুগ পবিত্র দুনিয়া।

মূল বিষয় হলো পবিত্র হতে হবে। কে পবিত্র করে তোলেন, ওরা কিছুই জানে না। ওদের বল তোমরা পতিত হয়ে গেছ সুতরাং নষ্ট হয়ে যাবে। নিজেকে বিকারগ্রস্ত কেউ-ই মনে করেনা, বলে থাকে গৃহস্থালি তো ছিল — রাম-সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণেরও সন্তান ছিল না! ওখানেও তো বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে থাকে না! এটাই ভুলে গেছে যে সত্যযুগকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। ওটা হলো শিবালয়। বাবা তোমাদের কত রকম যুক্তি দিয়ে বোঝান। ইনি বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু যিনি সবাইকে সঙ্গতি দিয়ে থাকেন। ওরা তো (ভক্তি মার্গে) একজন গুরু শরীর ত্যাগ করলে তার সন্তানকে গদিতে বসায়। সে কি করে সঙ্গতি দেবে! সবার সঙ্গতি দাতা একজনই বাবা। রাবণ রাজ্যে দুর্গতি, রাম রাজ্যে হয় সঙ্গতি। বাবা সবাইকে পবিত্র করে নিয়ে যান তারপর কেউ চট করে পতিত হয়ে যায় না, ক্রমানুসারে নীচে নেমে আসে। সতোপ্রধান থেকে সতো রজো তমো...তোমাদের বুদ্ধিতে ৮৪ চক্র বসে আছে। তোমরা এখন ঠিক লাইট হাউস। জ্ঞান দ্বারা জেনেছ এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। এখন বাচ্চারা তোমাদের সবাইকে রাস্তা বলে দিতে হবে। তোমরা হলে পাইলট, পথ প্রদর্শক। সবাইকে বলো — এখন শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ কর। কলিযুগ দুঃখধামকে ভুলে যাও। আমরা তোমাদের সুন্দর পথ বলে দিচ্ছি, পতিত-পাবন একজনই নিরাকার বাবা। তাঁকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে। তোমাদের আত্মার মধ্যে যে খাদ পড়েছে তা বেরিয়ে যেতে থাকবে। ভগবানুবাচ মন্মনাভব। শিব ভগবানুবাচ — বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনাশ ঘটায় আর বিনাশ কালে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে প্রীত বুদ্ধি থাকলে বিজয় প্রাপ্ত হয়। তোমাদের যত প্রীত বুদ্ধি হবে ততই উচ্চ পদ পাবে। দেহ-অভিমান থাকলে এতো উচ্চ পদ পাবে না।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজেদের বুলি পরিপূর্ণ করতে হবে। কোনো রকম সংশয় থাকা উচিত নয়। যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করে পবিত্র হতে হবে। বাকি অন্যান্য প্রশ্নে যাওয়া উচিত নয়।

২) এক বাবার প্রতিই প্রকৃত ভালোবাসা রেখে বাবার মতোই মিষ্টি স্যাকারিন হতে হবে।

বরদানঃ:- প্রত্যেকের পরামর্শকে সম্মান প্রদর্শন করে বিশ্ব দ্বারা রিগার্ড প্রাপ্তকারী বালক তথা মালিক ভব

ছোট হোক বা বড় -- প্রত্যেকের পরামর্শকে তোমরা অবশ্যই রিগার্ড দেবে। কেননা কারো পরামর্শকে অসম্মান করা অর্থাৎ নিজেকে অসম্মান করা যদি কারো ব্যর্থ কথাকে বিরত করতে হয় প্রথমে তার প্রতি সম্মান দেখাও রিগার্ড কর তারপর সংশোধন কর। এটাই প্রকৃত উপায়। যখন এমনই রিগার্ড দেওয়ার সংস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তখনই বিশ্ব থেকে তোমরাও রিগার্ড পাবে, সেইজন্যই বালক তথা মালিক, মালিক তথা বালক হও। বুদ্ধি যেন শুভ কল্যাণের ভাবনা দ্বারা সম্পন্ন হয়।

স্লোগানঃ:- ললাটে সদা সাথের স্মৃতির তিলক লাগানো — এটাই হল সৌভাগ্যের চিহ্ন।

“মিষ্টি বাচ্চারা - সুখ প্রদানকারী বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করো, স্মরণ ব্যতীত ভালোবাসা হতে পারবে না”

*প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদেরকে রোজ স্মরণের প্র্যাক্টিস করার জন্য ইশারা করেন কেন ?

*উত্তর:- কারণ স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে। স্মরণের দ্বারা সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। আত্মার সব বন্ধন নষ্ট হয়ে যাবে। বিকর্ম গুলি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। শাস্তি ভোগ করার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যত স্মরণে থাকবে ততই খুশীতে থাকবে। লক্ষ্য নিকটে অনুভব হবে। কখনও ক্লান্ত অনুভব করবে না। অসীমের সুখ প্রাপ্ত হবে তাই স্মরণের প্র্যাক্টিস অবশ্যই করতে হবে।

*গীত:- শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গীতের লাইন শুনে অর্থ বুঝেছে। এখন তোমরা জীবিত থেকে বাবার আপন হয়েছে। সম্পূর্ণ কল্প তো দেহের পিতার আপন হয়ে ছিলে। সত্য যুগেও দেহের পিতার আপন হয়ে থাকো। এখন শুধু তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা অসীম জগতের পিতার আপন হও। তোমরা জানো অসীম জগতের পিতার কাছে আমরা অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। যদি বাবাকে পরিত্যাগ করো তাহলে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। তোমরা যতই বোঝাও কিন্তু কেউ একটুতে রাজি হবে না। মানুষের তো অনেক ধন চাই। ধন ব্যতীত সুখ অনুভব হয় না। ধনও চাই, শান্তিও চাই, সুস্থ শরীরও চাই। তোমরা বাচ্চারা জানো দুনিয়ায় আজ কি আছে, কাল কি হবে। বিনাশ তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কারো বুদ্ধিতে এই সব কথা নেই। যদিও বুঝেও যায় যে, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে তবুও কি করণীয়, তা জানেনা। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো, এমন সম্ভাবনা আছে - যে কোনও সময়ে যুদ্ধ লেগে যাবে, একটু আগুন লাগলেই অরাজকতা সৃষ্টি হবে। বেশি সময় লাগবে না। পূর্বেও কত ছোট কথা নিয়ে বড় বড় লড়াই লেগেছে। বাচ্চারা জানে যে পুরানো দুনিয়া শেষ হল বলে, তাই শীঘ্রাতিশীঘ্র বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করে নিতে হবে। বাবাকে সর্বদা স্মরণ করতে থাকবে তো খুশীতে থাকবে। দেহভানের বোধ এলেই সেই খুশীর অনুভব লুপ্ত হয়ে যায়। দেহী-অভিমানী হলেই বাবাকে স্মরণ কর। দেহ-অভিমান এতে বাবাকে ভুলে দুঃখ ভোগ কর। বাবাকে যত স্মরণ করবে, ততই অসীম জগতের বাবার কাছে সুখ প্রাপ্ত করবে। এখানে তোমরা এসেছো এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে। রাজা-রানী ও প্রজার দাস দাসী, তফাৎ তো আছে তাই না। বর্তমানের পুরুষার্থ কল্প-কল্পান্তরের জন্য সঞ্চিত হয়ে যায়। শেষ সময়ে সবার সাক্ষাৎকার হবে - আমরা এতখানি পুরুষার্থ করেছি। এখনও বাবা বলেন নিজের স্থিতি বা অবস্থা দেখতে থাকো। অতি মিষ্টি বাবা, যাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকে আমরা কতখানি স্মরণ করি। তোমাদের সবকিছু নির্ভর করছে স্মরণের উপরে। যত স্মরণ করবে ততই খুশী থাকবে। তোমরা বুঝতে পারবে এবারে খুব কাছে এসে পৌঁছেছি। কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, লক্ষ্য কত দূরে, পৌঁছাতে পারলে পরিশ্রম সফল হয়ে যাবে। দুনিয়া তো জানে না যে ভগবান কাকে বলা হয়। বলেও থাকে হে ভগবান তারপরে বলে পাথর নুড়ি তে ভগবান আছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো আমরা বাবার আপন হয়েছি। এখন বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলবো। যদি বিদেশে থাকো তবুও শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা শ্রীমৎ তো পেয়েছো। আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান এক বাবার স্মরণ ব্যতীত হতে পারে না। তোমরা বলো - বাবা আমরা তোমার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। যেমন আমাদের বাবা স্বর্গের অধিকার দেন, আমরাও পুরুষার্থ করে তাঁর সিংহাসনে অবশ্যই বসবো। মাম্মা-বাবা রাজ-রাজেশ্বর, রাজ-রাজেশ্বরী হয়, তাই আমরাও হবো। পরীক্ষা তো সবার জন্য একটাই। তোমাদেরকে অতি অল্প কাজের জন্যই বোঝানো হয় যে, শুধু বাবাকে স্মরণ করো। একেই বলা হয় সহজ রাজযোগ-বল। তোমরা বুঝেছো যোগের দ্বারা অনেক বল প্রাপ্ত হয়। আমরা কোনো রকম বিকর্ম করলে তো সাজা ভোগ করতে হবে, পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। স্মরণে ই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

তোমরা জানো আমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাচ্ছি। যারা ব্রাহ্মণ হবে তারাই নিমিত্ত হবে। ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ না হলে তোমরা শিববাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা বাচ্চাদের রচনা করেন উত্তরাধিকার প্রদান করার জন্য। আমরা তো শিববাবার আপন হয়েছি। তিনি নতুন সৃষ্টি রচনা করেন বাচ্চাদের স্বর্গের অধিকার দেওয়ার জন্য। শরীরধারীদের ই উত্তরাধিকার প্রদান করবেন। আত্মারা তো উপরে থাকে। সেখানে তো উত্তরাধিকার বা প্রালঙ্কার কোনো কথা নেই। তোমরা এখন পুরুষার্থ করে প্রালঙ্কার প্রাপ্ত করছো, যে কথা দুনিয়া জানেনা। এখন সময় কাছে আসছে। খবর প্রকাশিত হয় অমুকে এমন করলে আমরা তাকে একদম উড়িয়ে দেব। উড়িয়ে দেওয়ার (ধ্বংস করার) প্রস্তুতি

চলছে। বোমা ইত্যাদি সংরক্ষণ করে রাখার বস্তু নয়। যুদ্ধের প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সময় পাকিস্তান, হিন্দুস্তান কি ছিল ? লেখা আছে যাদবদের লড়াই। পাণ্ডব ও কৌরবদের লড়াই নেই। যাদবরা তো লড়াই করছে। বোমা ইত্যাদি তৈরি হয়ে আছে। এখন বাবা আমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমাদের স্বরণ করো, না হলে শেষ সময় অনেক কাঁদবে। পরীক্ষায় ফেল করে রাগ করে জলে ডুবে মরে। এখানে রাগের কথা নেই। শেষ সময়ও তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে। আমরা কি হবে - সে কথা জানবে। বাবার কাজ পুরুষার্থ করানো। বাবা বলেন বাচ্চারা কর্ম করাকালীন স্বরণে থাকতে ভুলে যাও বা অবসর পাও না তো বসো। স্বরণে বসে বাবাকে স্বরণ করো। যখন নিজেরা একত্রিত হও তখন চেষ্টা করো যাতে সবাই একত্রে বাবাকে স্বরণ করো। একত্রে বসে তোমরা ভালোভাবে স্বরণ করবে, সাহায্য প্রাপ্ত হবে। মুখ্য কথা হল বাবাকে স্বরণ করা। এখানে আসো বা না আসো। কেউ বিদেশে গেলে তো আর ফিরে আসতে পারে না। সেখানেও শুধু একটি কথা স্বরণে রাখো। বাবার স্বরণ দ্বারা ই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে। বাবা বলেন শুধু একটি কথা স্বরণে রাখো - বাবাকে স্বরণ করো। বাবা বলেন - মন্মনাভব। আমাকে স্বরণ করো তাহলে বিশ্বের মালিক হবে। মুখ্য কথা হল স্বরণের। কোথাও যাওয়ার ইত্যাদি কোনো কথা নেই। ঘরে থেকে শুধুমাত্র বাবাকে স্বরণ করতে থাকো। পবিত্র না হলে স্বরণ করতে পারবে না। এমন নয় যে সবাই এসে ক্লাসে বসে পড়বে। মন্ত্র নিয়ে যেথা ইচ্ছা চলে যাও। সতোপ্রধান হওয়ার রাস্তা বাবা বলে দিয়েছেন। যদিও সেন্টারে এলে নতুন নতুন পয়েন্ট শুনতে থাকবে। যদি কোনো কারণে না আসতে পারে, বৃষ্টির জন্য বা কারফিউ লাগার জন্য, কেউ বেরোতে না পারলে কি করবে। বাবা বলেন কোনও অসুবিধা নেই। যেখানেই থাকো তোমরা স্বরণে থাকো। চলতে- ফিরতে স্বরণ করো। অন্যদেরও এই কথা বলো যে, বাবাকে স্বরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং দেবতায় পরিণত হবে। শব্দ কেবল দুটিই আছে।

বাবা বলেন - এই শৈশবের দিন গুলি ভুলে যাবে না। আজ হাসি কাল কান্না আসবে - যদি বাবাকে ভুলে যাও তবে। বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত। এমনও অনেকে আছে যারা বলে স্বর্গে তো আসবোই তারপরে যা ভাগ্যে আছে হবে। একে পুরুষার্থ করা বলে না। মানুষ পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য। এখন যখন বাবার কাছে উঁচু পদ প্রাপ্ত হচ্ছে তখন গাফিলতি কেন করবে। স্কুলে যারা পড়ে না তারা শিক্ষিতদের সামনে মাথা নত করে। বাবাকে সম্পূর্ণ স্বরণ না করলে সেখানে গিয়ে প্রজাদের দাস দাসী হবে। এতে খুশী হওয়া উচিত নয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা সম্মুখে এসে রিফ্রেশ হয়ে যাও। অনেক বাঁধেলি (বন্ধন যুক্ত মাতা'রা) আছে, অসুবিধে নেই, ঘরে বসে বাবাকে স্বরণ করতে থাকো। তোমাদেরকে কতখানি সহজ করে বোঝান, মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। একে অপরকে বলে, এতকটুও ভুলত্রুটি হলে আমরা আরম্ভ করে দেব। আগেই হুঁশিয়ারি দিতে থাকে। বোমা ইত্যাদি সঞ্চিত রাখার অহংকার থাকে। বাবা বলেন - বাচ্চারা এখনও যোগবলে পাকা হয়নি, এমন না হয় যে যুদ্ধ লেগে গেল। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এমন হবে না। বাচ্চারা সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেয়নি তাই দৃঢ় নিশ্চয় আছে, যদি যুদ্ধ লেগেও যায়, তবু বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এখনও রাজধানী স্থাপন হয়নি। সময় চাই। পুরুষার্থ করতে থাকেন, যে কোনো সময়ে যা কিছু হতে পারে। বাস পড়ে যায়, বিমান, ট্রেন পড়ে যায়, মৃত্যু যেন কতো সহজ হয়ে গেছে। ভূমিও কম্পিত হয়। সবচেয়ে বেশি কাজ ভূমিকম্প করবে। কিন্তু বিনাশের পূর্বে বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে তাই খুব ভালোবেসে বাবাকে স্বরণ করতে হবে। বাবা তোমাকে ছাড়া আমার কেউ নেই। শুধু বাবাকেই স্বরণ করতে থাকো। খুব সহজ করে ছোট বাচ্চাদের বোঝানো হয় কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না, শুধু স্বরণ করো। কাম চিতায় বসে যে তোমরা জ্বলে পুড়ে মরছে, তাই এখন জ্ঞান চিতায় বসে পবিত্র হও। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের উদ্দেশ্য কি ? বলো, যিনি সকলের পিতা তিনি বলেন মামেকম স্বরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। সর্বের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। এখন বাবা বলেন - শুধু আমাকে স্বরণ করো তাহলে মরচে দূর হবে। এইটুকু সংবাদ তো দিতে পারো তাইনা। নিজে স্বরণ করলে তবে তো অন্যদের স্বরণ করতে পারবে। অন্যদের সত্য হৃদয় দিয়ে বোঝাবে। তা নাহলে অন্তর থেকে আসবে না। বাবা বলেন - যেখানেই থাকো যতখানি পারো স্বরণ করো। খাওয়া দাওয়াতে একটু কষ্ট ইত্যাদি হয়। থাকতে তো হবে ঘরেই তাইনা। ঘরে থেকে বাবাকে স্বরণ করো, যে সম্মুখে আসবে তাকে এই শিক্ষা প্রদান করো - মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা বলেন - তোমরা সবাই তমোপ্রধান পতিত হয়েছো, এখন আমাকে স্বরণ করো এবং পবিত্র হও। আত্মা ই পতিত হয়েছে, সত্যযুগে আত্মা পবিত্র থাকে। বাবার স্বরণ দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে আর কোনো উপায় নেই। এই সংবাদ সবাইকে প্রদান করো তাহলেও অনেকের কল্যাণ করবে এবং আর কোনো কষ্ট দেন না। পুরুষোত্তম মাসেও গিয়ে বোঝাও যে সবচেয়ে পুরুষোত্তম কে ? সত্যযুগ আদিতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পুরুষোত্তম ছিলেন। তাদেরকে এমন পুরুষোত্তম যিনি

বানান অর্থাৎ স্বর্গের স্থাপনা করেন একমাত্র বাবা। সব আত্মাদের পবিত্র করেন একমাত্র পতিত-পাবন বাবা। সবচেয়ে উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ বানান একমাত্র বাবা। যারা পূজ্য ছিল তারা ই পূজারী হয়েছে। রাবণের রাজ্যে আমরা পূজারী হই, রামরাজ্যে পূজ্য ছিলাম। এখন রাবণ রাজ্যের অন্তিম সময়। আমরা পূজারী থেকে পুনরায় পূজ্য হচ্ছি। বাবাকে স্মরণ করে অন্যদেরও পথ বলে দিতে হবে। বৃদ্ধাদেরও এই সার্ভিস করা উচিত। মিত্র আত্মীয় স্বজনদেরও বাবার পরিচয় দাও। বলো, শিববাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। নিরাকার শিববাবা হলেন সর্বের সদগতি দাতা বাবা, সব আত্মাদের বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এই কথা তো বোঝানো সহজ তাইনা। বৃদ্ধা মাতারাও এই সার্ভিস করতে পারে। মুখ্য কথা হল এটাই। বিবাহ ইত্যাদি যে অনুষ্ঠানেই যাও, সবাইকে এই কথা শোনাও। গীতার ভগবান বলেন আমাকে স্মরণ করো, এই কথা সবাই পছন্দ করবে। বেশি কিছু বলার দরকার নেই। শুধু বাবার এই সংবাদ দিতে হবে যে, বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো।

আচ্ছা - এমন মনে করো যে, ভগবান প্রেরণা দিচ্ছেন। স্বপ্নে সাক্ষাৎকার হয়, আওয়াজ ভেসে আসে - বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরা নিজেরাও শুধু এই চিন্তন করতে থাকো তাহলেও ভবসাগর পার হয়ে যাবে। আমরা প্রাক্টিক্যাল বাবার আপন হয়েছি এবং বাবার কাছে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নিচ্ছি, তাই খুশী তো থাকাই উচিত তাইনা। বাবাকে ভুলে গেলেই কষ্ট অনুভব হয়। বাবা কতখানি সহজ করে বলে দেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে সবাই বুঝবে এরা সঠিক পথ পেয়েছে। এই পথ অন্য কেউ কখনও বলে দিতে পারেনা। সময় এমন আসবে যখন তোমরা ঘর থেকে বাইরে বেরোতে পারবে না। বাবাকে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করবে। অন্তিম সময়ে যে শিববাবাকে স্মরণ করে.... পরে নারায়ণের স্বরূপে বার বার জন্ম নেয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের কুলে জন্ম নেবে। বারে বারে রাজার পদ প্রাপ্ত হবে। শুধুমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করো ভালবেসে। স্মরণ ব্যতীত ভালোবাসবে কীভাবে। সুখ প্রাপ্ত হলে স্মরণ করা হয়। দুঃখদায়ীকে কেউ ভালোবাসে না। বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই তাই তোমরা আমাকে ভালোবাসো। বাবার শ্রীমং অনুসারে চলা উচিত তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পড়াশোনায় অমনোযোগী হবে না, যুদ্ধের পূর্বে বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে।

২) শ্রীমং অনুসরণ করে বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- পরস্পরের বিশেষত্বকে দেখে এবং তা বর্ণনা করে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন হোলি হংস ভব সঙ্গম যুগে প্রত্যেক বাচ্চার নলেজের আধারে কোনো একটি বিশেষ গুণ অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছে, তাই হোলি হংস হয়ে প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখো আর বর্ণনা করো। যে সময় কারো দুর্বলতা দেখো বা শোনো তখন বোঝা উচিত যে এই দুর্বলতা তার নয়, আমার, কারণ আমরা সবাই এক পিতার সন্তান, এক পরিবারের সদস্য, একটি মালার মুক্তো। যেমন নিজের দুর্বলতাকে বিখ্যাত করতে চাও না তেমনই অন্যের দুর্বলতাও বর্ণনা করবে না। হোলি হংস অর্থাৎ বিশেষত্বকে গ্রহণ করা এবং দুর্বলতা গুলিকে দূর করা।

স্লোগানঃ:- যে সময় বাঁচাতে পারে, সেই তীর পুরুষাংশী সদা বিজয়ী হয়।

“মিষ্টি বাচ্চারা - মন্মনাভব'র ড্রিল সদা করতে থাকো করতে থাকো, তাহলে ২১ জন্মের জন্য রিষ্ট-পুষ্ঠ (নিরোগী) হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - সঙ্গুর কোন পরিশ্রম পালন করতেই হল গুপ্ত পরিশ্রম ?

*উত্তরঃ - সঙ্গুর শ্রীমৎ হল - মিষ্টি বাচ্চারা, এই দেহকেও ভুলে আমাদের স্মরণ করো। নিজেকে কেবল আত্মা মনে করো। দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো। সবাইকে এই ঈশ্বরীয় বার্তা দাও যে, অশরীরী হও। দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ভুলে যাও, তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে। এই শ্রীমৎকে পালন করাতে বাচ্চাদেরকে গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে। সৌভাগ্যবান বাচ্চারাই গুপ্ত পরিশ্রম করতে পারে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বসে আছেন - নিজের ভাই আর বোনেরকে ড্রিল শেখাতে। এটা কোন ড্রিল? এতে বাচ্চাদেরকে কিছু করতে হয় না। সেই যে শারীরিক ড্রিল ইত্যাদি করে, তাতে তো করতে হয়। ইনি তো সুপ্রিম টিচার যিনি গীতার ভগবানও, যিনি বাচ্চাদেরকে যোগের ড্রিলও শেখান। এই ড্রিলও হল গুপ্ত। ড্রিল এইজন্যই শেখানো হয় যাতে স্টুডেন্ট রিষ্ট-পুষ্ঠ (হেল্দি) হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এই মন্মনাভব'র ড্রিলের দ্বারা আমরা ২১ জন্মের জন্য অত্যন্ত রিষ্ট-পুষ্ঠ থাকব। কখনো অসুস্থ হব না। অতএব এটা কতো ভালো ড্রিল! বাবা বোঝান যে - মন্মনাভব, এতে মুখে কিছু বলারও দরকার হয় নেই। কেবল বোঝানো হয় যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহী-অভিমানী হও। ভব'র অর্থই হল, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে এভার হেল্দি হয়ে যাবে। কল্প পূর্বেও আমরা এই রহনী ড্রিলের দ্বারা এভার হেল্দি হয়েছিলাম। রহনী ড্রিল (আধ্যাত্মিক) রহনী পিতাই শেখান। ভগবান তো তাঁকেই বলা হয়, যাঁর পূজাও হয়। শিবায় নমঃও বলা হয়, তাই না! ব্রহ্মা দেবতা নমঃ, শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হবে। এই ড্রিল কোনো শরীরধারী মানুষ শেখায় না। এমন নয় যে তোমাদেরকে এই ড্রিল ব্রহ্মা শিখিয়েছেন। না। যদিও তোমাদেরকে ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলা হয়... কিন্তু চিঠির ওপরেও তোমার লিখে থাকো শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। তিনি তো গুপ্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু মানুষ কীভাবে জানবে, ব্রহ্মা তো হলেন প্রজাপিতা। অতএব সমগ্র দুনিয়া হল ওঁনার সন্তান। প্রজাপিতা যে তিনি। ড্রিল শেখান তো নিরাকার বাবা। তিনি হলেন গুপ্ত। গুপ্ত হওয়ার কারণে মানুষের বুঝতেই ডিফিকাল্টি হয়ে থাকে। ব্রহ্মাকে তো ভগবান বলা যায় না। এখানে নামও দেখানো হয় - ব্রহ্মাকুমার কুমারী অর্থাৎ ব্রহ্মার সন্তান। যখন কেউ আসবে তাকে বোঝাতে হবে - এই দুনিয়ার রচয়িতা ব্রহ্মা নন, তিনি হলেন নিরাকার বাবা। যিনি ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন অর্থাৎ সুপ্রিম সোলের রচনা হয়ে গেল। তোমরা পত্রের উপরে লিখে থাকো শিব বাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। তিনি কেবল বলেন - মন্মনাভব, আর কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না, কেবল বলা হয় যে, যদি তোমরা নিজেদের উন্নতি চাও, আর সত্য খন্ডের মালিক হতে চাও, সত্য খন্ডের স্থাপনকারী তো হলেন একমাত্র বাবা, তাহলে তাঁকে স্মরণ করো। বেহদের বাবা'ই এসে বাচ্চাদেরকে বলেন - আমাদের স্মরণ করো, তাহলে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হয় না। পরমপিতা পরমাত্মাকে ছাড়া আর কাউকেই বলা যায় না। আর কোনো না নেওয়া হবে না। গড ফাদারই বলা হবে। সবাই তাঁকে ফাদার বলে, তবে তাঁকে সর্বব্যাপী কী করে বলতে পারে? বলা হয় তিনি আসেন লিবারেট করার জন্য। এ'কথা মানুষ জানে না। সেই কারণেই কল্পের আয়ু উল্টো লিখে দিয়েছে। এখন বাচ্চাদেরকে এই ড্রিল করতে হবে। জ্ঞান তো পাওয়া হয়ে গেছে। যখন তোমরা বসবে তখন নিজেকে দেহী মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। টিচার সামনে বসে উঁচু আসনে, তাহলে সেটা শোভা পায়। নিয়ম রয়েছে যে, ড্রিল করানোর জন্য টিচার অবশ্যই চাই। কেউ বড টিচার তো কেউ ছোট টিচার হয়ে থাকে। এখন তোমাদের পরীক্ষা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা তোমরা নিজেরাই জানো যে, আমরা কত সময় মোস্ট বিলাভড বাবাকে স্মরণ করি। ব্রহ্মা মোস্ট বিলাভড নন, বিলাভড তিনি, যিনি সদা পবিত্র। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সবচেয়ে প্রিয় কে? মানুষ পরমাত্মাকেই স্মরণ করে - হে দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী। ওঁনাকে লিবারেটরও বলা হয়, অর্থাৎ দুঃখের থেকে মুক্ত কর্তা। তাই বাচ্চাদেরকে নিজেদের পুরুষার্থ করতে হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এই দুনিয়াকে পবিত্র হতেই হবে আর পবিত্র দুনিয়া বানানোর জন্য আগুন লাগতে হবে। এও জানো যে আগুন কীভাবে লাগবে। বিনাশ না হলে দুনিয়া পবিত্র হতে পারবে না। এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ... রুদ্র আর শিব আলাদা নয়। কিন্তু শিব নামটি হল মুখ্য। বাকি নিজের নিজের ভাষায় সকলে নানান নাম রেখে দিয়েছে। আসল নাম হল শিব। শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়। ভারতেও শিব জয়ন্তী প্রসিদ্ধ। অসীম জগতের পিতারই তো শিব জয়ন্তী যখন, তখন তিনি আসেনও নিশ্চয়ই। শিব বাবার নাম প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার

দ্বারা তিনি স্বর্গের স্থাপনকারী। তাই সেই উঁচুর থেকেও উঁচু বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। ব্রহ্মা উঁচুর থেকেও উঁচু নন। বাস্তবে ব্রহ্মা উঁচু থেকে উঁচু তৈরী হন। তারপর আবার নীচেও নামেন। তোমরা বি. কে'রাও নীচে ছিলে এখন উঁচু হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। একদম উঁচু বাবার গৃহে চলে যাবে। তোমরা এই সময় ত্রিকালদর্শী হচ্ছে। তোমরা নিজেরাই জানো যে, আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। আমরা ব্রহ্মান্ডের আর সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞাতা। ব্রহ্মান্ড অর্থাৎ উচ্চ, যেখানে সকল আত্মারা নিবাস করে। দুনিয়াতে এমন আর কেউই নেই যে বোঝাতে পারে যে, মূল লোকে আত্মারা থাকে। বিশ্ব আর ব্রহ্মান্ড হল আলাদা। আত্মারা থাকে নির্বাণধামে, যাকূ শান্তিধাম বলা হয়। সেটা সকলের প্রিয় স্থান। তার আসল নাম হল নির্বাণধাম বা শান্তিধাম। আত্মার স্বরূপ হল শান্ত। এক হল শান্তিধাম, তারপরে হল মুক্তি ধাম আর এটা হল টকি ধাম। মুক্তিধামে বেশী থাকতে হয় না। শান্তিধামে তো অনেককে থাকতে হয়। আর কোনো স্থান নেই। আত্মা যখন বাবাকে আর নিজ গৃহে স্মরণ করে তখন উপর দিকে তাকিয়ে স্মরণ করে। মাম্বের ধামকে তো তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না। মানুষের তো এত জ্ঞান নেই। তারা কেবল এটাই বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর সৃষ্টি লোকে থাকে। বাকি তাঁদের অক্যুপেশন (কর্তব্য) এর বিষয়ে কারো জানা নেই। ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। ব্রহ্মাই বিষ্ণু, বিষ্ণুই ব্রহ্মা। এটা হল লীপ যুগ। এটা হল খুব অল্প সময়ের। যেমন বলা হয় পুরুষোত্তম মাস। এটা হল তোমাদের হীরের মতো উত্তম হওয়ার জন্য উচ্চ জন্ম। শূদ্রের থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া হল সবথেকে উত্তম। ব্রাহ্মণ যখন হও তখন ঠাকুরদাদার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাও।

বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, ওহে বাচ্চারা, সর্বদা মন্বনাভব। বাবার মেসেজ সবাইকে দিতে থাকো। বাবাকে বলাই হয় - ম্যাসেঞ্জার, আর কেউই ম্যাসেঞ্জার বা পয়গম্বর নয়। তারা তো এসে ধর্ম স্থাপন করে। পয়গম্বর কেবল সেই একজনই। তিনিই এসে তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার পয়গাম (বার্তা) দেন। তারা আসে ধর্ম স্থাপন করতে, এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার গাইড নয় তারা। সে তো একজনই সঙ্গী সঙ্গতি প্রদানকারী। সত্য কথা বলার, সত্যিকারের রাস্তা দেখানো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা শিব তিনি। সুতরাং অনেক গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে বাচ্চাদেরকে। এখন তোমরা জানো যে, আমাদেরকে এই দেহকে ভুলে গিয়ে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শরীর ত্যাগ হয়ে গেলে সমস্ত দুনিয়ারই ত্যাগ হয়ে যায়। আত্মা একা হয়ে যায়। বাবা বলেন, দেহী-অভিমানী হও, তাহলে আর কোনো আত্মীয় পরিজনের কথা মনে পড়বে না। আমরা হলাম আত্মা, আমরা চলে যাব বাবার কাছে। বাবা রায় দেন তোমরা আমার কাছে কীভাবে আসতে পারো। এই বাবাও বিখ্যাত। এনার দ্বারা বাবা সকল আত্মাদের গাইড হয়ে সবাইকে মশার ঝাঁকের মতো ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই যথার্থ জ্ঞান কেবল বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। তোমাদেরকে পান্ডব সেনাও বলা হয়। পান্ডবপতি হলেন সাক্ষাৎ স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি বাচ্চারা তোমাদেরকে ড্রিল শেখাচ্ছেন। হুবহু কল্প পূর্বের মতো। যখন বিনাশ হবে তখন সব আত্মারা শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে। সত্যযুগে যখন খুব অল্প আত্মারা থাকে, তখন একটি রাজ্য থাকে। এখন হল অনেক, তাহলে নিশ্চয়ই এক হবে। এই জ্ঞান সারা দিন বুদ্ধিতে স্মরণে রাখতে হবে। বাচ্চারা, প্রদর্শনীতেও তোমাদের বোঝাতে হবে। যখন নিউ দিল্লি ছিল তখন নতুন ভারত ছিল। একটিই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। আদি সনাতন কোনো হিন্দু ধর্ম ছিল না। আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হই। এ'কথা অন্য ধর্মের লোকেরা মানবে না। যারা প্রথমে আসে তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। এ হল একেবারে সহজ বোঝার মতো বিষয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এখন নাটক সম্পূর্ণ হবে। সব অ্যাক্টররা চলে এসেছে। ৮৪ জন্ম তারা সম্পূর্ণ করেছে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। কেননা এখন খুব ক্লান্ত হয়ে গেছ না তোমরা! ভক্তি মার্গ হলই ক্লান্ত হওয়ার মার্গ। বাবা বলেন - এখন আমাকে স্মরণ করো অন্যদেরকেও ঈশ্বরীয় বার্তা দাও যে, দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। অশরীরী হও, তবেই পবিত্র হয়ে যাবে। কারণ এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানেও বাচ্চারা বাবার কাছে সামনাসামনি রিফ্রেশ হতে আসে। বাবা সম্মুখের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে মামেকম স্মরণ করো। এই পুরানো দুনিয়া হল এখন শেষ হওয়ার। তোমরা এক বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হবে, তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। যদি পরিশ্রম না করো তবে ফলও প্রাপ্ত হবে না। তখন দন্ড ভোগ করতে হবে। বাবা বলেন নিজের উপার্জন জমা করতে থাকো আর অন্যদেরকে নিমন্ত্রণ জানাও। বাবার রাস্তাও দেখাও। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও কল্যাণকারী হতে হবে। তোমাদের আত্মীয় পরিজনদেরও কল্যাণ করতে হবে। এখানে তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী বানানো হয়। তিনি মহামন্ত্র দেন। প্রাচীন যোগ বাবাই এসে শিখিয়েছেন, যার বিষয়ে বলাই হয়ে থাকে - যোগ অগ্নির দ্বারা পাপ দহন হয়ে যাবে, কল্প পূর্বেও এই ইশারা তোমরা পেয়েছিলে। বাবা ইশারা দেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। গৃহস্থ থেকেও স্মরণ করো। গাওয়াও হয় যে, তোমার শরণে এসেছি। এমনও হয় -

যখন কেউ দুঃখী হয়, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কারো কাছে গিয়ে শরণ নিয়ে থাকে। এখানে তো প্র্যাক্টিক্যাল হয়। যখন খুব দুঃখ দেখে, আর সহ্য করতে পারে না, অসহায় অবস্থা হয়, তখন বাবার কাছে শরণ নেওয়ার জন্য ছুটে চলে আসে। সঙ্গতি তো বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না। বাচ্চারা জানে যে, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবেই। প্রস্তুতি চলছে, এই দিকে তোমাদের স্থাপনার প্রস্তুতি, অন্য দিকে বিনাশের প্রস্তুতি। স্থাপনা হয়ে গেলে বিনাশও অবশ্যই হতে হবে। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন স্থাপনা করতে, ওঁনার দ্বারা অবিনাশী উত্তরাধিকারও অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। বাকি প্রেরণার দ্বারা কী কখনো কাজ হতে পারে? টিচারকে কি বলা হয় যে, আপনি আমাকে প্রেরণা দিন, আমি পড়ে নেব? প্রেরণার দ্বারা যদি সব কিছুই হয়ে যেত তবে শিব জয়ন্তী কেন পালন করা হয়? প্রেরণার দ্বারা যারা করবে তাদের তো শিব জয়ন্তী পালন করবার প্রয়োজন নেই। জয়ন্তী তো সব আত্মাদের হয়। আত্মারা সবাই জীবের মধ্যে আসে। আত্মা আর শরীর মিলিত হয় পাঁচ প্লে করবার জন্য। আত্মার স্বধর্ম হল শান্ত, তাতেই নলেজ ধারণ হয়। আত্মাই ভালো - খারাপ সংস্কার নিয়ে যায়। বাবা তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সেখানে তো পবিত্রতাই রয়েছে। অপবিত্রতার কোনো নাম নিশান নেই। এটা হল বিষয় সাগর। কতো ক্রিয়ার ভাবে বোঝানো হয়, তাও কারো বুদ্ধিতে আসে না। কিন্তু তোমরা কাউকেই দোষ দাও না তার জন্য। ড্রামার বন্ধনে সকলে আবদ্ধ রয়েছে।

তোমরা বুঝতে পারো যে - সিঁড়ি দিয়ে উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। ড্রামানুসারে আমাদেরকে নামতেই হবে, তখন বাবা বলেন - এখন সিঁড়ি চড়বার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু যার ভাগ্যেই নেই তারা এই রকমই বলবে। যারা এই রকম বলে তাতে বোঝা যায় যে, এর ভাগ্যে নেই। ২ - ৪ বছর চলার পরেও হোচট খেয়ে পড়ে। অনুভব করতেও পারে যে, আমরা অনেক বড় ভুল করেছি। অনেক চোট খেয়ে থাকে। এও হল অর্ধ কল্পের রোগ, কম নয়। অর্ধ কল্পের রোগী। ভোগী হওয়ার ফলে রোগী হয়ে যায়। তাই বাবা এসে পুরুষার্থ করান। কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয়। এই সময় তোমরা হলে সত্যিকারের যোগী, যোগেশ্বর তোমাদেরকে যোগ শেখান। তোমরা হলে জ্ঞান - যোগেশ্বরও, তারপরে হও রাজ - রাজেশ্বর। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা ধনবান হয়ে যাও, যোগের দ্বারা তোমরা এভার হেল্ডি হয়ে যাও। অর্থ কল্পের জন্য তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। তাই এর জন্য কতখানি পুরুষার্থ করা উচিত! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পবিত্র হওয়ার জন্য অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। সবাইকে এই ঈশ্বরীয় বার্তা দিতে হবে যে, এক বাবাকেই স্মরণ করো। দেহ সহ সব কিছু ভুলে যাও।

২) যোগেশ্বর বাবার থেকে যোগ শিখে সত্যিকারের যোগী হতে হবে। জ্ঞানের দ্বারা ধনবান আর যোগের দ্বারা নিরোগী, এভার হেল্ডি হতে হবে।

বরদান:- কল্যাণের বৃত্তি আর শুভ চিন্তক ভাবের দ্বারা বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত হয়ে ওঠা তীব্র পুরুষার্থী ভব তীব্র পুরুষার্থী তারাই যারা সকলের প্রতি কল্যাণের বৃত্তি আর শুভ চিন্তক ভাব রাখে। কেউ কেউ হয়তো বার বার ফেলে দেওয়ার চেষ্টাও করবে, মনকে বিচলিত করে দেয়, বিঘ্ন রূপ হয়, তবুও তাদের প্রতি সর্বদা তোমাদের শুভ চিন্তকের অবিচল ভাব রাখো। পরিস্থিতির কারণে মনের ভাব যেন বদলে না যায়। সকল পরিস্থিতিতে বৃত্তি আর ভাব যথার্থ হলে তবেই তোমাদের উপরে তাদের প্রভাব পড়বে না। তখন কোনো ব্যর্থ কিছুই নজরে আসবে না, সময় বেঁচে যাবে। এটাই হল বিশ্ব কল্যাণকারী স্টেজ।

স্লোগান:- সন্তুষ্টতা হল জীবনের শৃঙ্গার, সেইজন্য সন্তুষ্টমণি হয়ে সন্তুষ্ট থাকো আর সকলকে সন্তুষ্ট করো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ড্রামার গুপ্ত রহস্যকে জানো যে, এই সঙ্গমযুগই হল চড়তি কলার যুগ। সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলা গুলি কম হতে থাকে”

*প্রশ্নঃ - সব থেকে উত্তম সেবা কোনটি আর সেই সেবা কে করায় ?

*উত্তরঃ - ভারতকে স্বর্গ বানানো, বেগারকে প্রিন্স বানানো, পতিতকে পবিত্র বানানো - এই গুলি হল উত্তম সেবা। এইরকম সেবা এক বাবা ছাড়া আর কেউই করতে পারে না। বাবা এই রকম মহান সেবা করেছেন তবেই তো বাচ্চারা তাঁকে সম্মান করে, সবথেকে প্রথমে সোমনাথের মন্দির বানিয়ে তাঁর পূজা করে থাকে।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এল আজ...

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এই গান শুনেছে। আত্মা যেমন গুপ্ত আর শরীর প্রত্যক্ষ, আত্মা এই চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না, ইনকগনিটো। আছে অবশ্যই, কিন্তু এই শরীর দ্বারা ঢাকা রয়েছে, সেইজন্য বলা হয় যে, আত্মা হল গুপ্ত। আত্মা নিজে বলে আমি নিরাকার, এখানে সাকারে এসে গুপ্ত হয়েছে। আত্মাদের নিরাকারী দুনিয়া আছে। সেখানে তো গুপ্ত থাকার কোনো ব্যাপার নয়। পরমপিতা পরমাত্মাও সেখানে থাকেন, ওঁনাকে বলা হয় - সুপ্রীম। উঁচু থেকে উঁচু আত্মা। সব কিছুর থেকে উর্ধ্ব থেকেও উর্ধ্ব হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলেন - যেমন তোমরা হলে গুপ্ত, আমাকেও গুপ্ত আসতে হয়। আমি গর্ভজেলে আসি না। আমার নাম একটিই - শিব, এটাই বলা হয়ে আসছে। আমি এনার মধ্যে আসি, আমার নাম বদলায় না। এনার আত্মার যে শরীর, তার নাম বদলে যায়। আমাকে তো শিব'ই বলা হয়, সব আত্মাদের বাবা। তাই তোমরা আত্মারা এই শরীরে গুপ্ত। এই শরীরের দ্বারা তোমরা কর্ম করে থাকো। আমি হলাম গুপ্ত। বাচ্চারা তোমাদের এই জ্ঞান এখন প্রাপ্ত হচ্ছে যে, আমি এই শরীরের দ্বারা আবৃত। আত্মা হল ইনকগনিটো। শরীর হল কগনিটো। আমিও অশরীরী। বাবা হলেন ইনকগনিটো, তিনি এই শরীরের দ্বারা শোনান। তোমরাও হলে ইনকগনিটো, শরীরের দ্বারা তোমরা শোনো। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন। বাবা আসেন ভারতকে গরীব থেকে পুনরায় বিত্তশালী বানাতে। তোমরা বলবে যে, আমাদের ভারত হল গরীব। সবাই সেটাই জানে, কিন্তু কারোরই এটা জানা নেই যে, আমাদের ভারত কবে বিত্তশালী ছিল, কীভাবে ছিল ? বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত নেশা রয়েছে - আমাদের ভারত তো অনেক সমৃদ্ধশালী ছিল। দুঃখের কোনো কিছুই ছিল না সেখানে। সত্যযুগে অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। একটিই দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, এটা কারোরই জানা নেই। এই যে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রয়েছে, তা কেউই জানে না। এখন তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে, ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। এখন অতীব গরিব। এখন আবার বাবা এসেছেন সমৃদ্ধশালী বানাতে। ভারত সত্যযুগে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল, যখন দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল তাহলে সেই রাজ্য কোথায় চলে গেল ? সেটা কেউই জানে না। ঋষি মুনিরাও বলে, আমরা রচয়িতা আর রচনার বিষয়ে জানি না। বাবা বলেন - সত্যযুগে এই দেবী-দেবতাদের রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান ছিল না। তাঁরা আদি - মধ্য - অন্তকে জানতেন না। তাদের যদি এই জ্ঞান থাকত যে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রসাতলে যাব, তাহলে তাদের বাদশাহীর সুখই থাকবে না। চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

এখন তোমাদের চিন্তা রয়েছে যে, আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কীভাবে হব। আমরা আত্মারা যারা নিরাকারী দুনিয়াতে ছিলাম, সেখান থেকে পুনরায় কীভাবে সুখধামে এলাম - এই জ্ঞানও তোমাদের আছে। এখন আমরা চড়তি কলাতে রয়েছে। এটা হল ৮৪ জন্মের সিঁড়ি, এর মাঝে কী হয় তা তোমরা জানো। সত্যযুগে তো সবাই আসবে না। ড্রামা অনুসারে প্রত্যেক অ্যাক্টরকে নম্বর ক্রমান্বয়ে নিজের নিজের সময় অনুসারে এসে ভূমিকা পার্টটি প্লে করতে হবে।

এখন বাচ্চারা তোমরা জানো, দিনের বন্ধু কাকে বলা হয়, দুনিয়ার মানুষ সেটা জানে না। গীতেও তোমরা শুনলে - অবশেষে সেই দিন এল আজ... এই সব হল ভক্তি। ভগবান কখন এসে আমাদেরকে অর্থাৎ ভক্তদেরকে ভক্তি মার্গ থেকে বের করে সঙ্গতিতে নিয়ে যান, এটাও তোমরা বুঝেছো। রাম-রাজ্য, রাবণ রাজ্য কোন্ জিনিসের নাম, এ'সবও কোনো মানুষই জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো - বাবা আবার এসেছেন এই শরীরে। শিব জয়ন্তীও তো পালন করে, তাহলে শিব অবশ্যই আসেন। এমনও বলেন না তিনি যে, আমি কৃষ্ণের তনে আসি। না। বাবা বললে - কৃষ্ণের আত্মা ৮৪ জন্ম নিয়েছে। যে প্রথম নম্বরে ছিল এখন সে শেষের নম্বরে। তোমরাও তাই (ততত্বম)। আমি তো আসিই সাধারণ তনে।

তোমাদেরকে এসে বলি, তোমরা কীভাবে ৮৪ জন্ম ভোগ করো। এই সময় তো একজনও নিজেকে দেবতা ধর্মের মনে করে না। কেননা সত্যযুগকে যে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। কল্পের আয়ু লিখে দিয়েছে লক্ষ বছর বলে। বাস্তবে ডামার হিস্ট্রি তো খুবই ছোট। এতে কোনো ধর্মের ৫০০ বছরের, কারো ২৫০০ বছরের হিস্ট্রি রয়েছে। তোমাদের হল ৫ হাজার বছরের হিস্ট্রি। যারা দেবতা ধর্মের, তারাই স্বর্গে আসবে, অন্য ধর্ম গুলি তো আসেই পরে। দেবতা ধর্মের যারা, তারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। ডামা অনুসারে তারা এই ভাবেই কনভার্ট হওয়ারই। তারপর নিজের নিজের ধর্মে ফিরে আসবে। বাবা তোমাদেরকে বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা তো বিশ্বের মালিক ছিলে, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, বাবা স্বর্গ স্থাপনা করেন, তাহলে আমরা স্বর্গে থাকব না কেন? বাবার থেকে আমরা উত্তরাধিকার অবশ্যই নেবো। তখন এটার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এ আমাদের ধর্মের, আর যে হবে না, সে আসবে না, বলবে অন্য ধর্মে আমরা কেন যাব? বাচ্চারা তোমরা জানো যে, সত্যযুগ, অর্থাৎ নতুন দুনিয়াতে দেবতাদের অগাধ সুখ ছিল। সোনার প্রাসাদ ছিল। সোমনাথের মন্দিরে কতো সোনা ছিল। দ্বিতীয় এমন কোনো মন্দিরই হয় না। সেই মন্দিরে অনেক অনেক হীরে জহরত ছিল। বৌদ্ধ ইত্যাদিদের কোনো হীরে জহরতের প্রাসাদ ছিল না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে যে বাবা এত উঁচু বানিয়েছেন, তাঁর সম্মান তোমরা কতটা রেখেছো? যিনি সুকর্ম করে যান তাঁকে কতো মান দেওয়া হয়! এখন তোমরা জানো যে, সবচেয়ে ভালো কর্ম কেবল বাবাই করে থাকেন। তোমাদের আত্মা বলে, সব থেকে উত্তম থেকেও উত্তম সেবা পতিত-পাবন বাবাই এসে করে যান। গরীবকে রাজা, বেগরকে প্রিন্স বানিয়ে দেন। যিনি ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দেন, তাঁর সম্মান কেউ করে না। তোমরা জানো যে, উঁচুর থেকেও উঁচু মন্দির বলা হয় সোমনাথ মন্দিরকে, সেটাকেও (১৭ বার) লুণ্ঠ করেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরকে কেউ কখনো লুণ্ঠ করেনি। সোমনাথ মন্দিরকে লুণ্ঠ করেছে। ভক্তি মার্গে ইনিও (এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা) খুবই ধনবান ছিলেন, রাজাদের মধ্যেও তো বেশী বা কম আছে না! যারা উঁচু পদ মর্যাদার, তাদেরকে নীচু পদমর্যাদার যারা, তারা সম্মান করে। দরবারেও নম্রর অনুসারে বসে। বাবার তো এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখানকার দরবার হল পতিত রাজাদের। পবিত্র রাজাদের দরবার কতো সুন্দরই না হবে! তাদের কাছে যখন এতো ধন, তাহলে তাদের বাড়িঘর কতই না সুন্দর হবে! এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, স্বর্গের স্থাপনা করাচ্ছেন। আমরা মহারাজা মহারানী হই তখন স্বর্গের। তারপর আমাদের অধঃগতি হতে থাকে। তারপরে প্রথমে আমরা শিব বাবার পূজারী হব। যিনি আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন, তাঁর আমরা পূজা করব। তিনি আমাদেরকে অনেক বিত্তবান বানান। এখন ভারত কতো গরীব! আগে এত গরীব ছিল না। সবাই অত্যন্ত আনন্দে থাকত। যে জমি ৫০০ টাকায় নেওয়া হয়েছিল, সেটাই এখন ৫ হাজার টাকাতেও পাওয়া যায় না। সেখানে তো ধরিত্রীর কেনাবেচা হয় না, যার যতখানি প্রয়োজন নিয়ে নাও। প্রচুর জমি পড়ে থাকবে। মিষ্টি নদীর ধারে তোমাদের প্রসাদ হবে। মানুষের সংখ্যা খুব কম হবে, প্রকৃতি দাসী হবে। খুব ভালো ভালো ফুল ফল পাওয়া যাবে। এখন তোমরা কতো পরিশ্রম করো। কিন্তু যখন খড়া পড়ে যায়, তখন অল্পের আকাল হয়ে যায়। তাই গীত শুনলে তোমাদের রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠা উচিত। বাবাকে দীননাথ বলা হয়। এখন অর্থ বুঝেছ তোমরা, তাই না! কাদেরকে বিত্তবান বানান? নিশ্চয়ই এখানে যারা আসবে, তাদেরকেই বিত্তবান, তাই না? তোমরা জানো যে, আমাদের পবিত্র হতে ৫ হাজার বছর লেগেছে। এখন আবার বাবা এক লহমায় পতিত থেকে পবিত্র বানান। উচ্চ থেকেও উচ্চ বানান তিনি। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চারা বলে, বাবা আমি আপনার। বলেন - বাচ্চারা, তোমরা হলে বিশ্বের মালিক। বাচ্চার জন্ম হল আর সাথে সাথেই উত্তরাধিকারী হয়ে গেল। কতখানি আনন্দ হয় তখন। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মালে মনমরা হয়ে যায়। এখানে তো সব আত্মারাই হল সন্তান। আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে গেছি। এখন জানতে পেরেছি যে, ৫ হাজার বছর পূর্বে আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম। বাবা আমাদেরকে এইরকম বানিয়ে ছিলেন। শিব জয়ন্তীও মানুষ পালন করে। কিন্তু তারা এটা জানে না যে, তিনি কবে এসেছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব কবে ছিল? কিছুই জানে না। বাস্তবে ভারতের জনসংখ্যা সব চেয়ে বেশি হওয়ার কথা। লক্ষ বছর হলে তো অনেক অনেক জমির প্রয়োজন। পুরো দুনিয়ার জমি নিলেও সঙ্কুলান হবে না। লক্ষ বছরে কতো কতো মানুষের জন্ম হয়ে যাবে। কিন্তু এত তো নেই। এই সকল কথা বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। মানুষ যখন শোনে তখন বলে এই সব কথা তো আগে কখনো শুনিনি, না কোনো শাস্ত্রে পড়েছি। এ সব তো অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কথা!

এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত চক্রের নলেজ রয়েছে। অনেক জন্মের শেষ জন্মে এখন সবাই হল পতিত আত্মা, তারা সতাপ্রধান ছিল, এখন তারাই হল তমোপ্রধান। এখন আবার সতাপ্রধান হতে হবে। আত্মারা, তোমাদের এখন এই শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে যে - আত্মা শরীরের দ্বারা শোনে, তাই দুলতে থাকে, কারণ শরীরের দ্বারা শুনছে যে। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম নিয়েছিলাম, ৮৪ জন মা - বাবাকেও তাই পেয়েছি। এটাও তো হিসাব আছে না! তখন বুদ্ধিতে আসে যে, আমরা ৮৪ জন্ম নিই, এর কম জন্মের হয়। মিনিমাম, ম্যাক্সিমামের হিসাব আছে না? বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে, শাস্ত্রে কী না

লিখে দিয়েছে। তোমাদের জন্য তাও তো ৮৪ জন্ম বলে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বলে নাকি অগণিত, অসংখ্য বার জন্মে কথা বলে দিয়েছে। প্রতিটি কোণায় কণায় যেখানেই তাকাই তুমিই তুমি... কৃষ্ণই কৃষ্ণ। মথুরা বৃন্দাবনে বলে - কৃষ্ণ সর্বব্যাপী। রাধাপন্থীরা বলে রাধাই রাধা। তারা বলে আমরা হলাম রাধা স্বামী, কেউ কেউ আবার কৃষ্ণ স্বামী বলে নিজেদেরকে। তারা রাধাকে মানে, যদিকেই তাকাই দেখি রাধাই রাধা। তুমিও রাধা আমিও রাধা।

বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান, অবশ্যই আমি হলাম দীন বন্ধু। ভারতই সব থেকে সমৃদ্ধশালী ছিল। এখন সব থেকে গরীব হয়ে গেছে, সেইজন্যই আমাকে ভারতে আসতে হয়েছে। এ হল পূর্ব রচিত ড্রামা, এটাতে এতটুকুও এদিক ওদিক হতে পারবে না। সুবিশাল ড্রামা। এই ড্রামা যে শ্যুট হয়েছে সেটাই হুবহু রিপিট হবে। ড্রামার বিষয়কেও তো জানা প্রয়োজন, তাই না ! ড্রামা মানে ড্রামা। জাগতিক স্টেজে যে ড্রামা হয়, সেটা হল সীমিত পরিসরের আর এটা হল অসীম জগতের। এর আদি - মধ্য - অন্ত্যকে কেউই জানে না। দীননাথ তো নিরাকার ভগবানকেই মানবে, কৃষ্ণকে তো মানবে না। কৃষ্ণ তো ধনবান সত্যযুগের প্রিন্স হয়। ভগবানের তো নিজের শরীর নেই। তিনি এসে বাচ্চারা তোমাদেরকে ধনবান বানান। তোমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দেন। লৌকিক জগতেও তো মানুষ পড়াশোনা করে ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়, তারপর রোজগার করে। বাবাও তোমাদেরকে এখন পড়ান। তোমরা ভবিষ্যতে নর থেকে নারায়ণ হও। তোমাদের তো জন্ম হবে, তাই না ! এমন নয় যে স্বর্গ কোনো সমুদ্র থেকে উঠে আসবে। কৃষ্ণও তো জন্ম নিয়েছে। কংসপুরী ইত্যাদি তো তখন ছিলই না। কৃষ্ণের বিষয়ে কতো প্রশস্তি রয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের বাবার বিষয়ে তো গাওয়া হয় না ? কৃষ্ণের বাবা কোথায় ? কৃষ্ণ তো অবশ্যই রাজার ছেলে হবে, তাই না ? সেখানে বড় রাজার ঘর জন্ম হয়। তিনি তিনি যেহেতু পতিত রাজা, তাই তার নাম তো নেওয়া হবে না ! কৃষ্ণ যখন থাকবে তখন খুব অল্প সংখ্যক পতিতও থাকবে। যখন তার সব চলে যাবে, তখন কৃষ্ণ রাজ সিংহাসনে বসবে, নিজের রাজত্বের কার্যভার গ্রহণ করবে, তখনই সম্বৎ শুরু হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের থেকে সম্বৎ শুরু হয়। তোমরা সম্পূর্ণ হিসাব লিখে থাকো - এদের রাজত্বকাল এত সময়, এরপর তাদের অত সময়, তার থেকে মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে যে, কল্পের আয়ু অত বড় হতেই পারে না। ৫ হাজার বছরের পুরো হিসাব রয়েছে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কেবল একটাই চিন্তা রাখতে হবে যে, আমাদেরকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে।

২) এই বেহদের ড্রামাকে বুদ্ধিতে রেখে অপার খুশীতে থাকতে হবে, বাবার মতো মান পেতে হলে পতিতদেরকে পবিত্র হওয়ার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- এভার রেডি হয়ে সকল পরিস্থিতি রূপী পেপারে ফুল পাশ হতে পারা এভার হ্যাপী ভব যারা এভার রেডী হবে, তাদের প্র্যাক্টিক্যাল স্বরূপ এভার হ্যাপী হবে। কোনো পরিস্থিতি রূপী পেপার বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা আগত পেপার অথবা কোনো প্রকারের শারীরিক কর্মভোগ রূপী পেপার যদি চলে আসে - এই সব প্রকারের পেপার গুলিতে ফুল পাশ যে হবে, তাকেই এভার রেডী বলা হবে। যেমন সময় কারো জন্যই থেমে থাকে না, সেইরকমই কোনো রকমেরই বাধা বিপত্তি থামাতে পারবে না, মায়ার সূক্ষ্ম বা স্থূল বিঘ্ন এক সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখনই এভার হ্যাপী বলা যাবে।

স্লোগানঃ:- সময় মতো সকল শক্তি গুলিকে কার্যে ব্যবহার করা, অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়া।

"হোলি কীভাবে উদযাপন হবে তথা সদাকালের পরিবর্তন কীভাবে হবে?"

আজ সবার ভাগ্যবিধাতা বাবা তাঁর আপন হোলিহংসদের সাথে জ্ঞান রত্নের হোলি উদযাপন করতে এসেছেন। উদযাপন করা অর্থাৎ মিলন উদযাপিত হওয়া। বাপদাদা অতি স্নেহী, প্রত্যেক সহজযোগী, যারা সদা বাবার কার্যে সহযোগী, সদা পবিত্র বৃত্তি দ্বারা, পবিত্র দৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে সেই সকল হোলি বাচ্চাদের দেখে প্রসন্ন হন। আজকালকার স্তুতিযোগ্য মহাত্মারাও তো পবিত্র হয়, কিন্তু তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা হাইয়েস্ট হোলি হও অর্থাৎ সঙ্কল্প-মাত্র, স্বপ্ন-মাত্রও অপবিত্রতা বৃত্তিকে, দৃষ্টিকে পবিত্র স্থিতি থেকে নিচে আনতে পারে না। প্রত্যেক সঙ্কল্প অর্থাৎ স্মৃতি পবিত্র হওয়ার কারণে বৃত্তি, দৃষ্টি আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে যায়। না শুধু তোমরাই পবিত্র হও, বরং প্রকৃতিকেও তোমরা পবিত্র বানাও। সেইজন্য প্রকৃতি পবিত্র হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে অনেক জন্ম তোমাদের পবিত্র শরীর প্রাপ্ত হয়। এইরকম হোলিহংস বা সদা পবিত্র সঙ্কল্পধারী শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে ওঠো তোমরা। সর্বাপেক্ষা উচ্চতম বাবা সব বিষয়ে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জীবনধারী তৈরি করেন। পবিত্রতাও সর্বাপেক্ষা উচ্চ, সাধারণ নয়। সাধারণ পবিত্র আত্মারা মন থেকে তোমরা সব পবিত্র মহান আত্মাকে গ্রহণ করে তোমাদের সামনে বলবে - আপনাদের পবিত্রতা অতি শ্রেষ্ঠ। আজকালকার গৃহস্থ নিজেকে অপবিত্র ভেবে যে পবিত্র আত্মাদের মহান মনে করে মাথা নোয়ায়, তো মহান আত্মা বলা সেই তোমরা সব শ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মাদের সামনে তারা স্বীকার করবে যে তোমাদের পবিত্রতা আর তাদের পবিত্রতার মধ্যে তারতম্য আছে।

হোলির এই উৎসব তোমরা সব পবিত্র আত্মার পবিত্র হওয়ার বিধির স্মৃতিচিহ্ন। কারণ তোমরা নম্বর-ক্রমিক পবিত্র আত্মারা সবাই বাবার স্মরণের একাগ্রতা ও নির্ভর অগ্নি দ্বারা সদাসর্বদার জন্য অপবিত্রতাকে জ্বালিয়ে দাও। সেইজন্য প্রথমে তোমরা জ্বালানোর হোলি উদযাপন করো। কোন কিছু জ্বালিয়ে দেওয়া অর্থাৎ তার লেশমাত্র সমাপ্ত করে দেওয়া। কার্যতঃ, কোনকিছুর লেশমাত্র সমাপ্ত করতে হলে কী করে? জ্বালিয়ে দেয়। সেইজন্যই রাবণকে মারার পরে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই স্মারকচিহ্ন তোমরা সব আত্মার, অপবিত্রতাকে তোমরা জ্বালিয়ে দিয়েছ অর্থাৎ তোমরা পবিত্র 'হোলি' হয়ে গেছ। বাপদাদা সবসময় শুনিye থাকেন যে ব্রাহ্মণদের হোলি উদযাপন অর্থাৎ হোলি (পবিত্র) হওয়া। সুতরাং এটা চেক করো, অপবিত্রতাকে শুধু বিনাশ করেছ নাকি জ্বালিয়েছ? মৃত কেউ তবুও বেঁচে যায়, কোথাও না কোথাও শ্বাস লুকিয়ে থাকে। কিন্তু জ্বালিয়ে দেওয়া অর্থাৎ লেশমাত্র সমাপ্ত করে দেওয়া। কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছ, নিজেকে নিজের চেক করতে হবে। এমনকি, স্বপ্নেও অপবিত্রতার লুকিয়ে থাকা শ্বাস আবারও জীবিত হওয়া উচিত নয়। একে বলে - শ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মা। সঙ্কল্প দ্বারা স্বপ্নও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আজ বতনে বাপদাদা বাচ্চাদের সময় সময়তে বাবার কাছে করা প্রতিজ্ঞা তাদের সঙ্কল্পে এবং লেখায় দেখছিলেন। হয় তারা স্থিতিতে মহারথী, অথবা সেবায় মহারথী - সময় সময়তে উভয়ে খুব ভালো ভালো প্রতিজ্ঞা করেছে। মহারথীও দু'প্রকারের। এক হলো বরদান বা উত্তরাধিকারের নিজ প্রাপ্তির পুরুষার্থের ভিত্তিতে মহারথী আর এক হলো কোনো না কোনো সেবার বিশেষত্বের ভিত্তিতে মহারথী। বলা তো হয় উভয়ই মহারথী, কিন্তু প্রথম নম্বর সম্বন্ধে তোমাদের যে বলা হয়েছে স্থিতির আধারে মহারথী, তারা সদা তাদের মনে অতীন্দ্রিয় সুখ, সন্তুষ্টতা, সকলের হৃদয় থেকে প্রাপ্ত স্নেহের স্বরূপ হওয়ার দোলায় দুলতে থাকে। আর দ্বিতীয় নম্বর হলো যারা সেবার বিশেষত্বের আধারে তন দ্বারা অর্থাৎ বাহ্যিকরূপে বিশেষত্বের ফলস্বরূপ সন্তুষ্ট প্রতীয়মান হবে। সেবার বিশেষত্বের কারণে তাদের মনের সন্তুষ্টতা সেবা-ভিত্তিক। সেবায় তাদের বিশেষত্বের কারণে সকলের স্নেহও থাকবে, কিন্তু মন থেকে বা হৃদয় থেকে সদা হবে না। কখনো হবে উপরিগত, কখনো হৃদয় থেকে। কিন্তু সেবার বিশেষত্ব তাদের মহারথী বানিয়ে দেয়, গুণতিতে তারা মহারথীদের লাইনে।

তাইতো আজ বাপদাদা মহারথী বা পুরুষার্থী উভয়ের প্রতিজ্ঞা দেখছিলেন। এইমাত্র, সবে-সবে অনেক প্রতিজ্ঞা করেছে। তাহলে বাবা কী দেখলেন? প্রতিজ্ঞা থেকে লাভ তো হয়, কারণ দূততার ফুল 'অ্যাটেনশন' থাকে তোমাদের। প্রতিজ্ঞার বারংবার স্মৃতি শক্তি প্রাপ্ত করায়। এইজন্য অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয় ঠিকই, কিন্তু বীজ চাপা পড়ে থাকে। সেইজন্য যখন সে'রকম সময় বা সমস্যা উৎপন্ন হয় তখন 'সমস্যা' অথবা 'কারণ'-এর জল পেয়ে চাপা পড়ে থাকা বীজ আবারও পল্লবিত হতে শুরু করে। সদাসর্বদার জন্য সমাপ্ত হয় না। বাপদাদা দেখছিলেন, জ্বালানোর হোলি কা'রা কা'রা উদযাপন করেছে! যখন বীজকে জ্বালানো হয় তখন জ্বলে যাওয়া বীজ কখনো ফল দেয় না। প্রতিজ্ঞা তো সবাই করেছে যে অতীতকে অতীত

ক'রে, এখন পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, তা' নিজেদের প্রতি হোক বা অন্যদের প্রতি, আমরা সবকিছু সমাপ্ত ক'রে পরিবর্তন করব। সবাই সবেমাত্র প্রতিজ্ঞা করেছে, তাই না! আন্তরিকভাবে অধ্যাত্ম বার্তালাপে তোমরা তো সবাই প্রতিজ্ঞা করো, করো না? প্রত্যেকের রেকর্ড বাপদাদার কাছে আছে। খুব সুন্দরভাবে প্রতিজ্ঞা করো। কেউ কেউ করে গীত-কবিতা দ্বারা, কেউ কেউ করে চিত্র দ্বারা।

বাপদাদা দেখছিলেন তোমরা যতটা চাও, ততটা পরিবর্তন কেন হয় না? এর কারণ কী, সদাসর্বদার জন্য কেন সমাপ্ত হয়ে যায় না, তাহলে তিনি কী দেখলেন? তোমরা নিজেদের প্রতি বা অন্যদের প্রতি সঙ্কল্প করো যে এই দুর্বলতা আর আসতে দেবে না কিংবা অন্যদের ক্ষেত্রে তোমরা ভাবো যে কোনও আত্মার প্রতি সংস্কারের কারণে বা হিসেবনিকেশ চুকে যাচ্ছে সেই কারণে সঙ্কল্পে বা বোলে অথবা কর্মে সংস্কারের যাই সঙ্কল্প হোক, তোমরা তার পরিবর্তন করবে। কিন্তু সময় সময়ে এটা কেন রিপিট হয়? তার কারণ, তোমরা ভাবো যে এক নির্দিষ্ট আত্মার সংস্কার জেনে নিজেকে সেফ রেখে সেই আত্মাকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দেব, কিন্তু যেভাবে অন্যের দুর্বলতা দেখা, শোনা বা গ্রহণ করার অভ্যাস ন্যাচারাল আর বহুকালের হয়ে গেছে, এর পরিবর্তে যদি তোমাদের এই অভ্যাস না থাকে যে এ' তো খুব ভালো, তাহলে তার পরিবর্তে কী দেখা উচিত, সেই আত্মার থেকে কী গ্রহণ করা উচিত - সে'টা বারবার অ্যাটেনশনে থাকে না। তোমাদের মনে থাকে যে এ'টা অবশ্যই করব না, কিন্তু এই ধরনের আত্মার প্রতি কী করা উচিত, কী ভাবনা, কী দেখা উচিত - এই সব বিষয়ে তোমাদের ন্যাচারাল অ্যাটেনশন থাকে না। যেমন, কোনো জায়গা খালি থাকা সত্ত্বেও, সেই জায়গা যদি ভালোভাবে ইউজ না করা হয় তাহলে নোংরা অথবা মশা ইত্যাদি আপনা থেকেই আমদানি হয়। কারণ বায়ুমন্ডলে ধুলোময়লা, মশা আছেই, সেইজন্য একটু একটু করে আবার বেড়ে যায়। জায়গা ভরা প্রয়োজন। যখনই আত্মাদের সঙ্গে সম্পর্কে আস, প্রথমে ন্যাচারাল পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের স্বরূপ স্মৃতিতে আসতে দাও। কারণ ইতিমধ্যে তোমরা নলেজফুল হয়েই যাও। সবার গুণ, কর্তব্য, সংস্কার, সেবা, স্বভাব পরিবর্তনের শুভ সংস্কার এবং স্থান সদা পরিপূর্ণ হলে তবে অশুদ্ধকে নিজে থেকেই সমাপ্ত করে দেবে। যেমন তোমাদের শোনানো হয়েছিল - অনেক বাচ্চা যখন স্মরণে বসে বা ব্রাহ্মণ জীবনে চলতে-ফিরতে স্মরণের অভ্যাস করে তখন স্মরণে শান্তির অনুভব করে, কিন্তু খুশির অনুভব করে না। শুধু শান্তির অনুভূতি কখনো কখনো মাথা ভারী করে দেয় আর কখনো নিদ্রাবস্থায় নিয়ে যায়। শান্তির স্থিতির সাথে তোমাদের খুশি থাকে না। অতএব, যেখানে খুশি নেই, সেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা হয় না আর যোগ লাগিয়েও নিজের প্রতি সন্তুষ্ট হয় না, ক্লান্ত হয়ে থাকে। সদা ভাবনার মুড়ে থাকে, ভাবতেই থাকে। খুশি কেন আসে না, এরও কারণ আছে। কারণ তোমরা শুধু এটা ভাবতে থাক, আমি আত্মা, বিন্দু, জ্যোতিস্বরূপ, বাবাও এইরকমই। কিন্তু আমি কোন ধরনের আত্মা! আমি আত্মার বিশেষত্ব কী? যেমন আমি পদ্মাপদম ভাগ্যবান আত্মা, আমি আত্মা আদি রচনা, আমি বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন হওয়া আত্মা। এই বিশেষত্ব যে খুশি নিয়ে আসে সেই বিষয়ে তোমরা ভাবো না। শুধু আমি বিন্দু, জ্যোতি, শান্তস্বরূপ শুধু এ'রকম ভাবলে তোমরা নীল অবস্থায় অর্থাৎ শূন্যতায় চলে যাও। সেইজন্য মাথা ভারী হয়ে যায়। এইরকমই যখন নিজের প্রতি বা অন্য আত্মাদের প্রতি পরিবর্তনের দৃঢ় সঙ্কল্প করো, তখন নিজের এবং অন্য আত্মাদের শুভ, শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প বা বিশেষত্বের স্বরূপ সদা ইমার্জ রূপে বজায় রাখলে পরিবর্তন হয়ে যাবে।

যেমন, তোমাদের এই সঙ্কল্প আসে, এতো এ'রকমই, এতো এ'রকমই করে। এর পরিবর্তে ভাবো যে তার বিশেষত্ব অনুযায়ী সে এ'রকম বিশেষ। দুর্বলতা সত্ত্বেও তোমরা যেমন "এ'রকম" আর "সে'রকম" ভাবো, ঠিক তেমনই শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্বের "এ'রকম" আর "সে'রকম" আছে, এখন সেটাই সামনে আনো। পরিবর্তন করো তোমার স্মৃতি, স্বরূপ, বৃত্তি আর দৃষ্টিকে। নিজেকে দেখ আর অন্যদেরও দেখ এই রূপে। একেই বলে, স্থান পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, খালি ছেড়ে দেয়নি। এই বিধিতে জ্বালানোর হোলি উদযাপন করো। নিজের প্রতি বা অন্যদের প্রতি এমন ভেব না, "দেখ আমি বলেছিলাম না যে এতো পরিবর্তন হওয়ারই নয়!" কিন্তু সেই সময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, "আমি কি পরিবর্তন হয়েছে?" স্ব-পরিবর্তন দ্বারাই অন্যদেরও পরিবর্তন তোমাদের সামনে নিয়ে আসবে। তোমরা প্রত্যেকে এটাই ভাবো - "প্রথমে আমাকে পরিবর্তনের এক্সাম্পল হতে হবে।" একে বলে, হোলি জ্বালানো। জ্বালানো ব্যতীত উদযাপন হয় না। প্রথমে জ্বালানোই হয়। কারণ, একবার যখন জ্বালিয়ে দিয়েছ, তোমরা স্বচ্ছ হয়ে গেছ, শ্রেষ্ঠ পবিত্র হয়ে গেছ। সুতরাং এমন আত্মা আপনা থেকেই বাবার সঙ্গে রঙে সবসময় রঙিন হয়ে থাকে। সদাই এমন আত্মারা বাবার সাথে এবং সকল আত্মাদের সাথে মঙ্গল-মিলন অর্থাৎ কল্যাণকারী শ্রেষ্ঠ শুভ মিলন উদযাপন করতেই থাকে। বুঝেছ?

এইরকম হোলি উদযাপনই করতে চলেছ, তাই না? যেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, সেখানে প্রতি মুহূর্তই উৎসব। অতএব, খুশির সাথে ভালোভাবে উদযাপন কর, খেল, খাও, আনন্দ কর, কিন্তু সদা হোলি হয়ে মিলন উদযাপন করতে

থাক। আচ্ছা!

যারা, সদা প্রতিটা সেকেন্ড বাবার বরদানে অভিনন্দিত হয়, সদা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার শুভ ভাবনার দ্বারা অভিনন্দিত হয়, সদা সেই অতি শ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মাদের, সদা সঙ্গের রঙে রঞ্জিত হওয়া আত্মাদের, সদা বাবার সাথে মিলন উদযাপনকারী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পার্সোনাল সাক্ষাতের সময়কালে বরদান রূপে উচ্চারিত মহাবাক্যঃ

১) নিজেদের সদা বাবার স্মরণের ছত্রছায়ায় থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব কর? ছত্রছায়াই সেফটির উপায়। এই ছত্রছায়া থেকে সঙ্কল্পেও যদি পা বাইরে বের কর তাহলে কী হবে? রাবণ তুলে নিয়ে যাবে আর শোক বাটিকায় বসিয়ে দেবে। তাহলে ওখানে তো যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সদা বাবার ছত্রছায়ায় থাকা আমি বাবার স্নেহী আত্মা - এই অনুভবে থাক। এই অনুভবের সাথে সদা শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে।

২) সদা নিজেকে বাপদাদার নজরে সমাহিত আত্মা অনুভব কর? নয়নে সমাহিত আত্মার স্বরূপ কী হবে? নয়নে কী আছে? বিন্দু। দেখার সব শক্তি বিন্দুতে আছে, তাই না! সুতরাং নয়নে সমাহিত হওয়া অর্থাৎ সদা বিন্দু স্বরূপে নিজেকে অনুভব করা - এইরকম অনুভব তো হয় তোমাদের না! একেই বলে, 'নূরে রতন' তথা 'নয়নের আলো'। অতএব, সদা নিজেদের এই স্মৃতিতে অগ্রচালিত করতে থাক। সদা এই নেশায় থাক, "আমি নূরে রতন (নয়নের আলো) আত্মা।

বরদানঃ- নিজের অলৌকিক রূহানী বৃত্তির দ্বারা সকল আত্মাকে নিজের প্রভাবে প্রভাবিত করে মাস্টার গুণ-সূর্য ভব যেমন, আকর্ষণ করে এমন কোনো জিনিস যখন আশপাশের সবাইকে আকর্ষণ করে, তখন সেদিকেই সকলের অ্যাটেনশন যায়। কার্যতঃ, যখন তোমাদের বৃত্তি অলৌকিক, আত্মিক ভাবের হবে তখন আপনা থেকেই তোমাদের প্রভাব অনেক আত্মার উপরে পড়বে। অলৌকিক বৃত্তি অর্থাৎ স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় হওয়ার স্থিতি নিজে থেকেই অনেক আত্মাকে আকর্ষণ করে। এইভাবে অলৌকিক শক্তিশালী আত্মারা মাস্টার গুণ-সূর্য হয়ে তাদের আপন প্রকাশ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়।

স্লোগানঃ- সদা স্বমানের সীটে স্থিত থাক, তবেই সর্বশক্তি তোমাদের অর্ডার মানতে থাকবে।

সূচনাঃ- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, বাবার সব বাচ্চা সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত বিশেষ মাস্টার মুক্তিদাতা হয়ে, পুরানো দেহ আর দুনিয়ার বন্ধন থেকে, পুরানো সংস্কার-স্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তি-জীবনমুক্তির বরদান দেওয়ার সেবা করুন।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সব কথাতেই (বিষয়ে) সহনশীল হও, নিন্দা-স্তুতি, জয়-পরাজয় সবতেই সমান(একরস) থাকো,
(লোকমুখে) শোনা কথায় বিশ্বাস কোরো না"

প্রশ্ন:- আত্মা সদা উত্তরণ-কলায় অগ্রসর হতে থাকবে, তার সহজ যুক্তি শোনাও ?

*উত্তর:- একমাত্র বাবার থেকেই শোনো, অন্যের থেকে নয়। ব্যর্থ পরচিন্তনে, বাহ্যিক কথা-বার্তায় নিজের সময় নষ্ট কোরো না, তবেই আত্মা সদা উত্তরণ-কলায় অগ্রসর হবে। উল্টোপাল্টা কথা শুনলে, তা বিশ্বাস করলে ভাল-ভাল বাচ্চাও অধঃপতনে চলে যায়, সেইজন্য অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের এখন স্মৃতি এসেছে যে অর্ধেক কল্প ধরে অবশ্যই আমরা বাবাকে স্মরণ করেছি, যখন থেকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়েছে। এমনও নয় যে কেউ সম্পূর্ণ অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছে, না। যখন-যখন দুঃখ অধিক মাত্রায় এসেছে, তখন-তখনই স্মরণ করেছে। এখন তোমরা জেনেছো যে ভক্তিমার্গ থেকে আমরা (নীচে) নেমেছি। ড্রামার রহস্য বুদ্ধিতে রয়েছে। মুখে কিছু বলতেও হবে না, আমরা ঊঁনার হয়ে গেছি সে'জন্য বেশী জ্ঞানের প্রয়োজনও নেই। বাবার হয়ে গেছো তাই বাবার সম্পত্তিরও মালিক হয়ে গেছো। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু করার থাকে না। ভক্তিমার্গে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য কত যজ্ঞ-তপস্যা-দান-পুণ্য করে। যেখানেই যাও সব জায়গায় তীর্থ, মন্দির প্রচুর। এমন কোনো মানুষ নেই যে ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান আর অসংখ্য মন্দিরাদি ভ্রমণ করতে পেরেছে। ভ্রমণ করলেও প্রাপ্ত হয় ন কিছুই। সেখানে পূজার সূচনার জন্য যে বিশালাকৃতির ঘন্টা ইত্যাদি (ঘন্টা-ঘড়িয়াল) রয়েছে তার কত বিকট শব্দ। এখানে তো বিকট শব্দের কোনো কথাই নেই। না গান গাওয়ার, না তালি বাজানোর কোনো কথা আছে। মানুষ কি না কি করে থাকে, কর্মকান্ড অনেক। বাচ্চারা, এখানে তোমাদের কেবল স্মরণ করতে হবে, আর কিছু নয়। ঘরে থেকে, সবকিছু করেও কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে আমরা এখন দেবতা হচ্ছি। এখানেই দৈব-গুণ ধারণ করতে হবে। খাদ্য-পানীয়ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। ৩৬ প্রকারের ভোজন ওখানে পাবে। এখানে সাধারণভাবে থাকতে হবে। না অতি উচ্চ, না অতি নীচ। সমস্ত বিষয়ে সহনশীলতা চাই। নিন্দা-স্তুতি (প্রশংসা), জয়-পরাজয়, ঠান্ডা-গরম এ'সবকিছুই সহন করতে হয়। সময়ই এ'রকম। জল পাওয়া যাবে না, এই পাওয়া যাবে না, সূর্যও তার উত্থাপ প্রদর্শন করবে। প্রতিটি বস্তুই তমোপ্রধান হয়ে যায়। এই সৃষ্টিই তমোপ্রধান। তত্ত্বও তমোপ্রধান। সে'জন্য এ দুঃখই দেয়। নিন্দা-স্তুতিতেও যাওয়া উচিত নয়। অনেকেই আছে যারা তৎক্ষণাৎ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কেউ কাউকে উল্টোপাল্টা কিছু শুনিয়েছে কারণ আজকাল কথার কৌশল (মারপ্যাঁচ) তো অনেক, তাই না! কেউ কিছু বললো -- তোমার উদ্দেশ্যে বাবা এ'কথা বলেছেন যে এর দেহ-অভিমান আছে, বাইরের চাকচিক্যই বেশী -- এ'কথা কেউ বললে, ব্যস্ স্বর এসে যাবে। ঘুমও উড়ে যাবে। অর্ধেক কল্পের মানুষ এরকমই, কাউকে তৎক্ষণাৎ স্বরে ফেলে দেবে, সঙ্গে-সঙ্গে মুখচোখ ফ্যাকাসে হয়ে যাবে। সেইজন্য বাবা বলেন -- এরকম কোনো বাহ্যমুখী কথা শুনোনা। বাবা কখনো কারোর নিন্দা করেন না। বাবা তো বোঝানোর জন্যই বলেন। উল্টোপাল্টা কথা একে-অপরকে শোনাতে ভাল-ভাল বাচ্চারাও অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। তখন বিশ্বাসঘাতক (ট্রেটর) হয়ে একে-অপরকে বাহ্যমুখী কথা-বার্তা শোনাতে থাকবে। ভক্তিমার্গেও কি-কি ধরনের কাহিনী তৈরী করেছে। তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো, সে'জন্য তোমরা কখনো 'হে রাম বা হায়! ভগবান'-ও বলতে পারো না, এই শব্দগুলিও ভক্তিমার্গের। তোমাদের মুখ থেকে এরকম শব্দ নির্গত হওয়া উচিত নয়। বাবা কেবল বলেন -- আদরের মিষ্টি বাচ্চারা, আত্ম-অভিমानी হও। কত ভালবেসে বোঝান। কারোর কথা শুনো না, ব্যর্থ পরচিন্তন কোরো না। একটি কথা পাকা করে নাও -- আমরা হলাম আত্মা। আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মাই সংস্কার ধারণ করে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের আত্ম-অভিমानी হতে হবে। দ্বাপর থেকে তোমরা রাবণের রাজ্যে দেহ-অভিমानी হও সেইজন্য এখন দেহী-অভিমानी হতে পরিশ্রম হয়। প্রতিমুহূর্তে বুদ্ধিতে এ'কথা আসা উচিত যে আমরা অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছি। প্রতি কল্পে বাবা উত্তরাধিকার প্রদান করেন। এখন ঊঁনার মতানুসারে চলতে হবে। ঊঁনার উদ্দেশ্যই গায়ন রয়েছে -- তুমি মাতা-পিতা..... তিনিই সর্ব-সম্বন্ধের সুখ প্রদানকারী, ঊঁনার মধ্যেই সকলপ্রকারের মধুরতা নিহিত রয়েছে। বাকি আর মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদিরা দুঃখই দেবে। একমাত্র বাবা-ই আছেন যিনি সকলকে সুখ দান করে থাকেন। পথও একদম সহজ বলেন যে নিজেকে আত্মা মনে করে আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বোঝান যে এ কোনো নতুন কথা নয়। তোমরা জানো, প্রতি ৫ হাজার বছর পর আমরা এমন বাবার নিকটে আসি, ইনি কোনো সাধু-সন্ত নন। তোমরা কোনো সাধু-সন্তাদির নিকটে থাকো না, হ্যাঁ এছাড়া বাবা বলেন -- প্রবৃত্তি মার্গের সম্বন্ধের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে রাখতে হবে। তা নাহলে আরও খিটমিট (গোলমাল) লেগে

যাবে, যুক্তিসহকারে চলো। প্রত্যেককে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বোঝাতে হবে যে দেখো, এখন বিনাশের সময় নিকটে এসে গেছে, এই আসুন্নীয় দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন দেবতা হতে হবে, দৈব-গুণ এখানেই ধারণ করতে হবে। ভালবেসে বোঝানো উচিত। দেবতারাও পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি খায় না। আমরাও মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি তাহলে আমরা এ'সব কিভাবে ভোজন করতে পারি। তোমাদেরও পরামর্শ দিই -- এ'সমস্ত ত্যাগ করো। এ'রকম জিনিস আমরা খাই না। এখন তোমরা দৈব-গুণের শিক্ষাদানকারী অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছো সেইজন্য সর্বগুণসম্পন্ন..... এখানেই হতে হবে। এখানেই হবে তবেই পুনরায় ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ায় আসবে। এরকমভাবেই এ'সব হয়ে থাকে, যেমন রাতের পর পুনরায় দিন হয়। এখন রাতের শেষেই দৈব-গুণ ধারণ করতে হবে তবেই পুনরায় দিন হয়ে যাবে। প্রত্যেককে নিজের পরীক্ষা নিজেই নিতে হবে। এমনও নয় যে বাবা সবকিছুই জানে। তুমি নিজেকে দেখো না! স্টুডেন্ট কখনওই বলবে না যে টিচার তো সবকিছুই জানে। পরীক্ষার দিন সম্মুখে এলে তখন বাচ্চারা স্বয়ং বুঝে যায় আমরা কিভাবে পাশ করবো, কোন্ সাবজেক্টে আমরা দুর্বল। নম্বর কম পাব কিন্তু পরে সব মিলিয়ে পাশ করে যাব। এরকম মনে করলে তখন এতেও নিজেকে যাচাই করতে হবে। আমার মধ্যে কি কমজোরী আছে? আমি অত্যন্ত মধুর হতে পেরেছি কি? সকলকে ভালবেসে বোঝাতে হবে -- আমি আত্মাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা। মানুষের কথা নয়। আমরা নিরাকারকে ভগবান বলে থাকি, রচয়িতা ঈশ্বর একজনই, বাকি সব হলো রচনা। রচনার থেকে কেউ উত্তরাধিকার পেতে পারে না, নিয়ম নেই। এখন সকল রচনার সঙ্গতিদাতা হলেন এক রচয়িতা বাবা। তারমধ্যে সাধু-সন্ত সকলেই এসে যায়। সকলেই তো আত্মা, তাই না! হ্যাঁ, মানুষ তো ভাল-মন্দ হয়ই, পজিশনও উঁচু-নিচু হয়। সল্যাসীরাও নম্বরের অনুক্রমেই হয়। কেউ আবার দেখো, ভিক্ষা করতে থাকে, কেউ তো সকলের পায়ে পড়ে। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও উচ্চ হতে হবে, অতি মধুর হও। কখনও ক্রোধবশতঃ কথা বলা উচিত নয়, যতখানি সম্ভব ভালবেসে কাজ করাও। বলে যে, বাচ্চারা ভীষণ বিরক্ত করে, সে তো আজকালকার বাচ্চা এরকমই হয়ে থা। স্নেহ দিয়ে তাদের বোঝাও। দেখানো হয় যে কৃষ্ণ দুষ্টুমি করতো সে'জন্য তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। যতখানি সম্ভব স্নেহ দিয়ে বোঝাতে হবে অথবা লঘু শাস্তি। বেচারি অবোধ (অজ্ঞানী)। সময়ই এরকম। বাইরের সঙ্গদোষ অত্যন্ত খারাপ। অসীম জগতের বাবা এখন বলেন -- তোমাদের মূর্তি ইত্যাদি রাখার কোনও প্রয়োজনই নেই। কোনও পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই। শিবের চিত্রই বা কেন রাখবে! তিনি তো তোমাদের বাবা, তাই না! বাচ্চারা ঘরে বাবার চিত্র কেন রাখবে? বাবা তো সদাই হাজির, তাই না! বাবা বলেন -- আমি তো এখন হাজির-নাজির হয়েছি, তাই না! তাহলে চিত্রের তো কোনও প্রয়োজন নেই। আমি বাচ্চাদের বসে-বসে বোঝাই। তারা বলে -- বাপদাদাকে দেখবো। এখন বাবা তো নিরাকার, ওঁনাকে তো দেখতে পারবে না, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে। বাবা বলেন -- আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে বসে থেকে তোমাদের নলেজ দিয়ে থাকি। তা নাহলে কিভাবে আসবো! কৃষ্ণের শরীরে কিভাবে আসবে! সল্যাসীদের মধ্যেও আসতে পারবো না। আমি আসিই তাঁর মধ্যে যিনি প্রথম স্থানে(নম্বরে) ছিলেন। তিনিই এখন সর্বশেষ স্থানে রয়েছেন। এখন তোমাদেরও পড়ে পুনরায় প্রথম স্থানে যেতে হবে। পড়ান যিনি, তিনি তো একজনই, যাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। অত্যন্ত ভালো জ্ঞানই তোমরা পাও। তোমরা জানো -- শান্তিধাম আমাদের ঘর, সুখধাম আমাদের রাজধানী। দুঃখধাম রাবণের রাজত্ব। এখন বাবা বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের ঘর শান্তিধামকে স্মরণ করো, সুখধামকে স্মরণ করো। দুঃখধামের বন্ধনকে ভুলতে থাকো। এ'ভাবে আর কেউ বলতে পারে না। না তারা যেতে পারে। ড্রামার মাঝখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না। এই যে যারা বলে -- জ্যোতি মহাজ্যোতিতে সমাহিত হয়েছে বা পরপারে নির্বাণে চলে গেছে, একজনও যায় না। সকলের পিতা বা মালিক একজনই পরমপিতা পরমাত্মা, তিনিই হলেন সকল প্রিয়তমাদের একমাত্র প্রিয়তম। ওই শরীরধারী প্রেমিক-প্রেমিকারা একে-অপরকে স্মরণ করে, বুদ্ধিতে চিত্র চলে আসে। তারপর একে-অপরকে স্মরণ করতে থাকবে। ভোজনও করতে থাকবে, স্মরণও করতে থাকবে। ওরা হলো এক জনমের প্রেমিক-প্রেমিকা। তোমরা হলে জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমিকা, এক প্রিয়তমের। তোমাদের আর কিছুই করতে হবে না, কেবলমাত্র অদ্বিতীয় পিতাকে স্মরণ করতে হবে। ওই প্রেমিক-প্রেমিকাদের সামনে চিত্র চলে আসে। ব্যস, তাকে দেখতে-দেখতেই কাজ-কর্মও বন্ধ হয়ে যায় তারপর তার চেহারাও ফিকে হয়ে যায় তারপর আবার কাজ করতে শুরু করে দেয়। এখানে তো সে'রকম নয়। আত্মাও বিন্দু পরমাত্মাও বিন্দু। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতেই পরিশ্রম, কেউই এ'রকমভাবে অভ্যাস করে না। আত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো অর্থাৎ আত্মাকে রিয়েলাইজ করেছো, বাকি রইলো পরমাত্মা। সেও তোমরা জানো। বাবা এসে এখানে (ব্রুকুটিতে) বসে। এঁনার স্থানও এখানেই। আত্মা কোথা থেকে চলে যায়, জানতে পারা যায় না। এর মুখ্য স্থান হলো ব্রুকুটি। বাবা বলেন -- আমিও বিন্দু, এঁর মধ্যে এসে বসেছি। তোমরা জানতেও পারো না। বাচ্চারা, বাবা বসে-বসে তোমাদের শোনান। আমি তোমাদের যা শোনান তা আমিও শুনি। বোঝান তো একদমই সঠিক। যারা দৈবী ধর্মের, তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে -- এই রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। প্রথমে স্থাপনা আর তারপরে বিনাশ হবে, আর কোনো ধর্ম-স্থাপকেরা এ'রকমভাবে বলবে না। তারা কেবল নিজেদের ধর্ম স্থাপন করে পরে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখানে তো যে যতখানি পুরুষার্থ করে, ভবিষ্যতে ততটা উচ্চপদই লাভ করে। তোমরা ভবিষ্য

২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ তৈরী করো তাহলে কতখানি পুরুষার্থ করা উচিত আর করাও অতি সহজ। যোগও সহজ যার দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বলেন -- আমি গ্যারান্টি করেছি, প্রতি কল্পে আমিই এসে তোমাদের পবিত্র করি। ওখানে একজনও অপবিত্র হয় না। জ্ঞানও কত সহজ, ৮৪ জন্মের চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে, সেই নলেজও বুদ্ধিতে রয়েছে। আমরা ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করেছি, এই নিশ্চয় রাখতে হবে। নিশ্চয়তাতেই বিজয়। এ'রকম নয় যে কি জানি, আমরা ৮৪ জন্ম নিই বা তার কম, তা জানি না। যখন তোমরা ব্রাহ্মণ তখন তোমাদের নিশ্চয় থাকা উচিত, আমরা অবশ্যই ৮৪-র চক্র সম্পূর্ণ ভোগ করেছি। এ তো অতি সহজেই বোঝান যায়। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে এইসমস্ত চিত্র বাবা দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা তৈরী করেছেন। সঠিকও করেছেন। শুরুতে বাবা যখন বেনারসে একান্তে থাকতেন তখন বসে-বসে এরকম চক্র দেওয়ালে তৈরী করতেন। কিছুই বুঝতেন না যে এ'সব কি। খুশী হতেন। সাক্ষাৎকার হলে মনে হতো যেন উড়ে যাচ্ছি। এ'সব কি হতো, বুঝতে পারতাম না। তোমরা জানো, যে চিত্র পূর্বে তৈরী হয়েছিল তা পরে বদল করে নতুন-নতুন তৈরী করতেই থেকেছে। এখন নতুন-নতুন চিত্র পূর্বের মতোই বানানো হচ্ছে। সিঁড়ির চিত্র দেখো কত ভাল। এর উপর বোঝানো সহজ। দেরী করে যারা আসে তাদের আরো সহজ করে বোঝানো হয়। এখন নতুন নতুন যারা আসে, ৭ দিনে সম্পূর্ণ নলেজ বুঝে নেয়। পুরোনোদের থেকেও আগে চলে যায়। কেউ বলে আগে যদি আসতাম, ভাল হতো। এ'রকম দৃষ্টিভঙ্গিও কোরো না। আগে এলে তো আরোই ভোগান্তি হতো। দেরী করে যারা আসে, তারা সহজেই আসন প্রাপ্ত করে। দেখো, পূর্বে যারা ছিল তারা আর এখন নেই। শেষ হয়ে গেছে। পরে রেজাল্ট জানতে পারবে -- কে পাশ করেছে। নতুন-নতুন বেরোয় আর তৎক্ষণাৎ সার্ভিস করতে লেগে পড়ে। পুরোনোরা এতখানি (সার্ভিসে) লাগে না। নতুন-নতুন বাচ্চারা সার্ভিসের দ্বারা হৃদয়ে চড়ে বসে। পুরোনো কত তো শেষ হয়ে গেছে সেইজন্য বাবা বলেন -- যাদের সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বলা হয়, তাদের মধ্যেই কেউ আশ্চর্য হয়ে শোনন্তি (শোনে), পরে ভাগন্তি (পালিয়ে) যায়। যা গাওয়া হয় তা এখন প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে নিজেই পরীক্ষা করো। দেখতে হবে, আমি অত্যন্ত মধুর হতে পেরেছি কি? আমার মধ্যে কি-কি খামতি রয়েছে? সমস্ত দৈব-গুণ ধারণ করেছি! নিজের চাল-চলন দেবতাদের মতন করতে হবে। আসুরীয় ভোজন-পান ত্যাগ করতে হবে।

২) কোনো বাহ্যমুখী কথা না শুনবে আর না বলবে। সহনশীল হতে হবে।

বরদান:- কর্মাভীত স্টেজে অবস্থান করে চতুর্দিকের সেবার পরিচালনকারী সিদ্ধি-স্বরূপ ভব ভবিষ্যতে চতুর্দিকের সেবার বিস্তারকে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন সাধনকে অবলম্বন করতে হবে। কারণ সেইসময় পত্রের ব্যবহার অথবা টেলিগ্রাম, টেলিফোন ইত্যাদি কাজ করবে না। সেইসময় ওয়্যারলেস সেট চাই, তারজন্য এখনই কর্মযোগী, আবার এখনই কর্মাভীত স্টেজে অবস্থান করার অভ্যাস করো, তবেই চতুর্দিকে সঙ্কল্পের সিদ্ধি দ্বারা সেবায় সহযোগী হতে পারবে।

স্লোগান:- পরমাত্ম-প্রেমের পালনার স্বরূপ -- তোমাদের সহজযোগী জীবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে তোমাদের যেমন উপার্জনও আছে, তেমনই সুস্থতাও আছে, তোমরা অমর হয়ে যাও"

*প্রশ্ন:- হৃদয়কে শুদ্ধ বানানোর সহজ যুক্তি কি ?

*উত্তর:- যেখানেই থাকো ট্রাস্টি হয়ে থাকো । সর্বদা মনে করো, আমরা শিব বাবার ভাণ্ডার থেকে খাই । শিব বাবার ভাণ্ডারের ভোজন যারা খায়, তাদের হৃদয় শুদ্ধ হতে থাকে । প্রবৃত্তিতে থেকে যদি শ্রীমৎ অনুমায়ী, বাবার নির্দেশ মতো ট্রাস্টি হয়ে থাকো তাহলে সেও শিব বাবার ভাণ্ডার, এও মন থেকে সমর্পণ ।

ওম শান্তি । জন্ম - জন্মান্তর অর্ধেক কল্প ধরে বাচ্চারা সংসঙ্গ করেছে, সাধু - সন্ত, পণ্ডিত আদি সব মনুষ্যের সংসঙ্গ হয়, এ কোনো মনুষ্যের সংসঙ্গ নয় । একে বলা হয় আধ্যাত্মিক সংসঙ্গ সুপ্রীম আত্মা, আত্মাদের সঙ্গে কথোপোথন অর্থাৎ সংসঙ্গ করেন । তোমরা এখানে কোনো মানুষের কাছে শোনো না, না তোমরা এখানে দেবতাদের কাছ থেকে শোনো । তোমরা এখানে ভগবানের কাছ থেকে শোনো । ভগবানকে সর্বদা নিরাকার বলা হয়, আর ভগবান তখনই আসেন, যখন বাচ্চাদের ভগবান - ভগবতী বানানোর জন্য পড়াতে হবে । ভগবান আর ভগবতীর পদ ভগবান ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, কল্প - কল্প সঙ্গম যুগ হয়, তাই নিরাকার ভগবান এসে আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন । এও তোমরাই বুঝতে পারো, দ্বিতীয় কেউ খুব কমই বুঝতে পারবে । শিব বাবা তো অবশ্যই আসেন, কিন্তু তাঁর পরিবর্তে কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলে দিয়েছে । তাই সকলের বুদ্ধিতে অবশ্যই মনুষ্য তনের কথাই মনে আসতে থাকবে । তোমরাই দৈবী গুণ সম্পন্ন ছিলে আর এখন আসুরী গুণ সম্পন্ন হয়ে গেছে । আবার এখন দৈবী গুণ সম্পন্ন হও । দৈবী গুণ সম্পন্নদের দৈবী সম্প্রদায় আর আসুরী গুণ সম্পন্নদের আসুরী সম্প্রদায় বলা হয় নিরাকার বাবা এখন নিরাকার সম্প্রদায় অর্থাৎ আত্মাদের পড়াচ্ছেন, তাই বলা হয় ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় অথবা আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়, যাদের আধ্যাত্মিক বাবা এসে পড়ান । তোমরা এখন আত্ম - অভিমানী হও । আমরা হলাম আত্মা, বাবা আমাদের পড়ান । তিনি বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তিনি আত্মাদেরই পড়ান, তিনিই হলেন নলেজফুল, আর ঋষি - মুনি আদি তো 'এটাও না - ওটাও না' বলে গেছে, অর্থাৎ আমরা আত্মাকে জানি না । যতক্ষণ না ওই জ্ঞানের সাগর সামনে আসছেন, ততক্ষণ জ্ঞান কিভাবে বোঝাবেন ? এ খুব ভালোভাবে বোঝার মতো কথা । আমাদের কোনো মনুষ্য পড়ান না, আমাদের বাবা পড়ান । তিনি হলেন অসীম জগতের নিরাকার বাবা । বাচ্চাদের এও বোঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেকেরই সাকার আর নিরাকার দুইজন বাবা হয় । এক হলো আত্মিক পিতা, আর দ্বিতীয় হলো দেহের পিতা । এই আত্মিক পিতা এসেই আত্মাকে পবিত্র করেন । তোমরা জানো যে, আমরা পবিত্র ছিলাম, তারপর পতিত হয়েছি তারপর পতিত থেকে পাবন কিভাবে হই । চিত্রও সামনে আছে । বাবা রায় দেন যে, প্রতি মুহূর্তে চক্রের সামনে গিয়ে বসো, তাহলে বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান এসে যাবে যে, আমরা এখন সঙ্গম যুগে বসে আছি, আর সবাই নিজেদের কলিযুগের মনে করে । কলিযুগকে ঘোর অন্ধকার বলা হয় । তোমরা এখন সঙ্গমযুগে আছো । তোমরা এখন জ্ঞানের আলোক পেয়েছো, সত্যযুগে তোমরা এই জ্ঞান পাও না । বাবা যখন আসেন তখনই জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয় এই সঙ্গম যুগ হলোই কল্যাণকারী যুগ । এমন যুগ কখনোই হয় না, যেহেতু বাবা আসেন । সত্যযুগকে কল্যাণকারী যুগ বলা হবে না, কেননা ওখানে কারোর কল্যাণ হয় না । কল্যাণ এই সঙ্গম যুগেই হয় । সত্যযুগে তো কল্যাণই থাকে । বাবা এই সঙ্গমেই কলিযুগকে সত্যযুগ, কল্যাণকারী বানান । তাই দেখো, এখন তোমাদের কতো কল্যাণ হয়, কেবল বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করাতেই তোমাদের কতো উপার্জন হয় । উপার্জন আর উপার্জনই হয়, আর সুস্থতাও অনেক থাকে । তোমাদের জীবন অমর হয়ে যায় । তোমাদের কখনোই অকালমৃত্যু হয় না । তাই বাচ্চাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত, কেননা তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । তোমরা বাচ্চারা যখন এখানে আসো, তখন তোমাদের পুরুষার্থ করে এই মিউজিয়ামের চিত্রের উপর বোঝানোর মতো উপযুক্ত হওয়া উচিত । নিজেদের উপযুক্ত বানানোর জন্য সাত - আট দিন এখানে বসে শেখো । অভ্যাস হয়ে গেলে চট করে সেবায় যেতে পারবে । সেবা করে আবার ফিরে আসবে । এই বিষয় শেখা তো খুবই সহজ । চিত্র সামনে দেখলেই বুদ্ধিতে এসে যায় যে, আমরা সঙ্গম যুগে বসে আছি । আজকের দুনিয়াতে অনেক মানুষ, কাল অনেক কম হবে । এত সব মানুষ এখন ফিরে যেতে হবে । বাবা এখন স্বয়ং এসেছেন, বাচ্চাদের কতো সম্মান করেন তিনি । দূরদেশে যিনি থাকেন, তিনি পরের দেশে এসেছেন.... । রাবণের দেশ তো পরের দেশই হলো, তাই না । রামের দেশে তো কখনোই রাবণ আসতে পারে না । এর উপর এক কাহিনী বা কথা শোনানো হয়, যে কথাই শোনানো হোক না কেন, সে তো কাহিনী

বা গল্প । না তো কাহিনীতে কোনো সার আছে, না নভেলে কোনো সার আছে । নভেলও কতো বিক্রি হয়। কেবলমাত্র নভেল যারা বিক্রি করে তারাও লাখপতি হয়ে যায় । বাচ্চারা, এখন তোমাদের দেখভাল তো বাবার হাতেই রয়েছে । ব্যস, তোমার থেকেই খাবো অর্থাৎ তোমার ভাণ্ডার থেকেই খাবো... তোমাদের সম্পূর্ণ পালন বা দেখভাল এখানেই হয় যারা সমর্পিত হয়, তাদের দেখভাল তো হয়ই, কিন্তু যারা মন থেকে অনুভব করে যে, এই সবকিছুই ঈশ্বরের (বাবার), আমি ট্রাস্টি, আমি শ্রীমত অনুমায়ীই খরচ ইত্যাদি করি, যারা এমন মনে করে, তারাও শিব বাবার ভাণ্ডার থেকেই অল্প গ্রহণ করে । শিব বাবার ভাণ্ডার থেকে অল্প গ্রহণ করলে হৃদয় শুদ্ধ হয় । এমন নয় যে তারা শিব বাবার ভাণ্ডার থেকে খায় না, যারা বাবার নির্দেশে চলে, তারাও শিব বাবার ভাণ্ডার থেকেই অল্প গ্রহণ করে । যখনই ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করলো, তখনই ভাণ্ডার ভরপুর হলো, কাল কন্টক দূর হলো... এরপর তোমাদের কখনোই অকাল মৃত্যু হবে না । এই সময়ই শিব বাবা আসেন, তাঁর মহিমারও গায়ন আছে । শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়, কিন্তু তার ভাণ্ডার কেমন হবে, এ কেউই জানে না । বাবাও তো বরাবর আসেন, তাই না । যে বাচ্চারাই আসে, তারাই শিব বাবার ভাণ্ডার থেকে খাবার পায় । আচ্ছা, পুরুষ যদি সমর্পণ করে তাহলে তো ঠিকই আছে, কিন্তু কিন্তু সে যদি সমর্পণ না করে তাহলে মায়েরা কি করবে ? কেননা উপার্জন তো পতি করে । সে তো আর সমর্পিত হয় না । সে যখন উপার্জন করবে তখন তো স্ত্রী থাকবে । হ্যাঁ, উভয়ে সমর্পিত হলে তখন শিব বাবার ভাণ্ডার থেকে দেখভাল হতে পারে । এই বাবা বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । বুদ্ধিতে এই কথা রাখতে হবে যে, যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থা হয়, ততক্ষণ আমরা বাবার কাছে বসে আছি । দিনে দিনে আমরা স্বরাজ্যের নিকটে এসে যাই । সময়ও কাটতে থাকে, আর তোমরাও নিকটে আসতে থাকো । সত্যযুগের প্রথম বছরে যেতে তোমাদের আর কতো বছর বাকি আছে ? এখন তোমরা কতো কাছাকাছি চলে এসেছো ? বাবা বলেন যে, বাচ্চারা, তোমাদের এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । তোমরা এখন ৮৪ জন্মের চক্রকে জেনে গেছো । চক্রকে দেখলেই তোমরা বলবে, আমরা এখন সঙ্গম যুগে আছি । এইদিকে হলো কলিযুগ আর ওইদিকে হলো সত্যযুগ । আগামী দিনে আমরা নিজেদের সুখধামে থাকবো । দুনিয়া তো কিছুই জানে না, তারা সম্পূর্ণ ঘোর অন্ধকারে আছে । বাচ্চারা, তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত । অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্য উপার্জন করি । আমরা সদা সুখের উত্তরাধিকার পাচ্ছি, এই খুশী থাকে । স্বর্গবাসী হওয়া -- এ তোমাদেরই ভাগ্যে আছে । স্বর্গ এক অতি আশ্চর্যের জিনিস । যেমন সাত আশ্চর্য দেখায়, তাই না । এ তো সবথেকে বড় আশ্চর্যের । স্বর্গের সুন্দর চিত্রও আছে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন -- তাই বাবা লিখেছিলেন - উপরে সূর্যবংশী লেখো আর নীচে চন্দ্রবংশী লেখো তাহলে অর্ধেক কল্প সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজত্ব ১২৫০ বছর করে । তাহলে লাখ বছরের কথা তো উড়েই যাবে । ওদের বাহুবলের জন্য কতো খরচ হয় । এখানে তো শুরু থেকে আরম্ভ করে অন্ত পর্যন্ত কোনো খরচই হয় না । এ তো বাবা আর বাচ্চাদের হিসেব, খরচের কোনো কথাই নেই । এখানে বাচ্চারা এসে যাতে রিফ্রেশ হতে পারে তাই বাড়ী ইত্যাদি তৈরী করা হয় । এ বাচ্চাদেরই অর্থ, তাও কতোদিন পার হয়ে গেছে । বাকি অল্পকিছুদিন আছে, খরচ কিছুই নেই । তোমরা কোনো খরচ ছাড়াই জীবনমুক্তি পেয়ে যাও । এতে কেবল পুরুষার্থের পরিশ্রমেরই কথা । ভগবানকে তো সব ভক্তই স্মরণ করে কিন্তু জানেই না যে ভগবান কে ? ভগবানকে না জানার কারণে অনেককেই ভগবান মেনে নেয় । বাচ্চারা, এখন তোমাদের প্রকৃত বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা কতবার বুঝিয়ে বলেছেন, তোমরা বড় - বড় চিত্র মূখ্য স্থানে লাগাও, যেমন এয়ারপোর্টে, এরজন্য ওরা তোমাদের থেকে কতো খরচ নেবে ? তোমরা ওদের বোঝাও যে, এসব তো মানুষের কল্যাণের জন্য । এসব বুঝতে পারলেই মানুষ বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে বিশ্বের মালিক হতে পারে । মূখ্য হলো দিল্লী । দিল্লী তো রাজধানী, তাই না । ওখানে সবাই একত্রিত হয় । ওখানে টিনের উপর যেন এমন বড় বড় চিত্র থাকে । মূখ্য হলো ত্রিমূর্তি, গোলা আর ঝাড় । এই সিঁড়ি তো আশ্চর্যের, এতে বিনাশ আদিও খুব ভালোভাবে লেখা আছে, আর পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মা নাকি গঙ্গার জল ? বিচার করে দেখো । ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা জিজ্ঞেস করে -- ঈশ্বর সর্বব্যাপী, নাকি এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ? বাচ্চারা তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার পায় । মূখ্য হলোই এই চিত্র । ত্রিমূর্তির চিত্রও অনেক মূল্যবান । ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয়, তারপর তিনি পালনাও করবেন ।

বাচ্চাদের অগাধ খুশী হওয়া উচিত -- অসীম জগতের বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন । বাবা এসেই স্বর্গের স্থাপনা আর নরকের বিনাশ করান, তাই মহাভারত লড়াইও সাথে সাথেই আছে । প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই চক্র আবর্তিত হয় । বাবাও প্রতি কল্পে এই সঙ্গম যুগেই আসেন । গীতাতে ওরা আবার যুগে - যুগে লিখে দিয়েছে, তাও আবার পাঁচ যুগ যখন তখন পাঁচ বার এসেছেন । আবার ২৪ অবতার, অমুক অবতার এমন কেন লিখে দিয়েছে । মানুষ কতো যজ্ঞ, তপ, তীর্থ আদি করে, তারা মনে করে এইসব পথ ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কিন্তু ভগবানের কাছে তো কেউ যেতে পারে না । অর্ধেক কল্প ধরে মানুষ কতো মাথা ঠুকেছে । জন্ম - জন্মান্তর প্রদক্ষিণ করেছে, এই - ওই করে এসেছে... তবুও বাবাকে পায়নি । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের কতো কাছাকাছি আছেন । তিনি তোমাদের সঙ্গে

কথা বলছেন, তোমাদের বোঝাচ্ছেন । তোমরা বুঝতে পারো যে, কল্প - কল্প আমরা এভাবে মিলিত হই, যা কিছু অতীতে হয়ে গেছে, তা কল্প - কল্প আবার হবে । ওই দাদাও জহুরি হবে । তারপর তাঁর মধ্যেই বাবা প্রবেশ করবেন । তারপর ওই বাচ্চারা এসেই আবারও বাবার হবে, আবার তারা নতুন করে স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে । বাচ্চারা, এ হলো বাবার তোমাদের সঙ্গে অনাদি, অবিনাশী পার্ট যা কল্প - কল্প এভাবেই রিপিট হতে থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এ হলো কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ, এতে প্রতিটি বিষয়ে কল্যাণ আছে, উপার্জনই উপার্জন । বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য জীবনকে অমর বানাতে হবে ।

২) প্রবৃত্তিতে থেকে মন এবং বুদ্ধির দ্বারা সমর্পিত হতে হবে । শ্রীমৎ অনুযায়ী খরচ করতে হবে, ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । শিব বাবার ভাণ্ডারা ভরপুর, কাল কন্টক দূর... ।

বরদানঃ:- বিস্তারের রং - বেরংয়ের কথা থেকে পৃথক হয়ে মুশকিলকে সহজ করে সহজযোগী ভব বাবাকে দেখার পরিবর্তে যখন চারিদিকের বিষয়কে দেখতে শুরু করো, তখনই অনেক প্রশ্ন উৎপন্ন হয় আর সহজ কথাও তখন কঠিন বলে অনুভব হয়। কেননা বিষয় হলো বৃক্ষ আর বাবা হলেন বীজ । যে বিস্তারিত বৃক্ষকে হাতে তুলে নেয়, সে বাবাকে পৃথক করে দেয়, তখন বিস্তার এক জাল হয়ে যায়, যাতে আটকে যায় । কথার বিস্তারে রং - বেরংয়ের কথা হয়, যা নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে, তাই বীজ রূপ বাবার স্মরণে বিন্দু লাগিয়ে বিস্তার থেকে পৃথক হয়ে যাও, তাহলেই সহজ যোগী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ:- 'আমি' আর 'আমিহ' ভাবের খাদকে সমাপ্ত করাই হলো প্রকৃত সোনা হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পরচিন্তা ছেড়ে নিজের কল্যাণ করো, নিজে সোনার মতো হয়ে অন্যদেরও রাস্তা দেখাও"

*প্রশ্ন:- যারা সর্বদা অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে থাকে, তাদের প্রধান লক্ষণ শোনাও ?

*উত্তর:- তারা জোর করে নিজের কর্মেন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে না। তাদের কর্মেন্দ্রিয় স্বাভাবিকভাবেই শীতল হয়ে যায়। সর্বদাই স্মরণে থাকে যে আমরা আত্মা, ভাই-ভাই। দেহের অভিমান মুছে যেতে থাকে। নাম-রূপের নেশা কাটতে থাকে। অন্যদের কথা স্মরণে আসে না।

*গীত:- তু প্যায়ার কা সাগর হয়.... (তুমি তো প্রেমের সাগর)

ওম শান্তি । তিনি শুধু প্রেমের সাগর নন, জ্ঞানেরও সাগর। জ্ঞান এবং অজ্ঞান। জ্ঞানকে দিন এবং অজ্ঞানকে রাত বলা হয়। জ্ঞান শব্দটাই ভালো, অজ্ঞান খারাপ। অর্ধেক কল্প ধরে জ্ঞানের প্রাপ্তি থাকে, তারপর অর্ধেক কল্প ধরে অজ্ঞানের প্রাপ্তি থাকে। অজ্ঞানের প্রাপ্তি দুঃখ আর জ্ঞানের প্রাপ্তি সুখ। এটা তো খুব সহজেই বোঝা যায় - দিন হল জ্ঞানের সূচক আর রাত্রি হল অজ্ঞান। কিন্তু এটাও কেউ জানে না যে জ্ঞান কাকে বলা হয় আর অজ্ঞান কাকে বলা হয়। এগুলো অসীম জগতের কথা। তোমরা সবাইকে বোঝাচ্ছ যে জ্ঞান কি আর ভক্তি কি। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা পূজনীয় হচ্ছে। যখন পূজনীয় হয়ে যাও তখন পূজার সামগ্রীগুলোকেও জেনে যাও। তোমরা জানো যে যত মন্দির ইত্যাদি আছে সেগুলো আসলে স্মৃতির নিদর্শন। তোমরা তাদের জীবন কাহিনী জানো। যে পূজা করতে যায় সে নিজেই জানে না। পূজাকে ভক্তি বলা হয়। ভক্তির ফল দেওয়ার জন্য ভগবান তাঁর ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাই ভগবান এসেই পূজারী থেকে পূজনীয় বানান। সত্যযুগে পূজনীয় আর কলিযুগে পূজারী হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আজ কি আছে আর কাল কি হয়ে যাবে। বিনাশ অবশ্যই হবে, যেকোনো সময় হতে পারে, প্রস্তুতি চলছে। অনেক রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের উল্লেখ আছে। লিখে দেওয়া উচিত যে গৃহযুদ্ধ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো ঈশ্বরের কর্ম নয়। এটা ড্রামার অন্তর্ভুক্ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সবকিছুই আসবে যা বিনাশে সাহায্য করবে। মুশলধারে বৃষ্টি পড়বে। দুর্ভিক্ষ না খেতে পেয়ে মারা যাবে, ভূমিকম্প ইত্যাদি সবকিছুই আসবে। এগুলোর দ্বারাই বিনাশ হবে। বাচ্চারা জানে যে এগুলো তো অবশ্যই হবে। নাহলে সত্যযুগে এত কম মানুষ কীভাবে হবে! অবশ্যই একসাথে বিনাশ ঘটবে। বাচ্চারা ভালো করেই জানে যে এই সব কাপড় (শরীর) ধুয়ে ফেলা হবে। এটা হলো এই অসীম জগতের শুদ্ধিকরণের বৃহৎ প্রক্রিয়া। বলাও হয়ে থাকে, নোংরা কাপড় ধুয়ে দেন....। কিন্তু এখানে কোনো কাপড়ের কথা নয়, আসলে শরীরের কথা বলা হয়েছে। যোগবলের দ্বারা আত্মাকে পরিষ্কার করতে হবে। এইসময় ৫ তন্ত্র তমোপ্রধান হওয়ার কারণে শরীরও তমোপ্রধান। পতিত-পাবন বাবা এসে পবিত্র বানান এবং বাকি সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। তোমরা জানো যে, কীভাবে পবিত্র হওয়া যায়। বাবা খুব সহজ রাস্তা (উপায়) বলছেন। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। যেখানে যেখানে ভক্তি, যজ্ঞ ইত্যাদি হয়, সেখানে গিয়ে বোঝানো উচিত যে তোমরা যাঁদের ভক্তি করছো তাঁদের বায়োগ্রাফি (জীবনকাহিনী) জানলে তোমরাও দেবতা হতে পারবে। ওঁনারা কীভাবে মুক্ত জীবন পেয়েছিলেন সেটা বুঝতে পারলে তোমরাও মুক্ত জীবন পেতে পারবে। মন্দিরে বসে জীবনকাহিনী বোঝালে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তোমরাও এখন বাবার কাছ থেকে জীবনকাহিনী শুনছো, তোমরা বাচ্চারা এখন অনেক কিছু বুঝতে পেরেছো। পরমপিতা পরমাত্মার জীবনকাহিনী কেউ জানে না। তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দিলেই কী আর জীবনকাহিনী হয়ে যায়! তোমরা বাচ্চারা এখন পরমপিতা পরমাত্মার জীবন কাহিনী জেনেছ অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। এই সময়টাকে আদি বলা হয়। এইসময় বাবা এসে অপবিত্রদের পবিত্র বানান, তারপর মাঝখানে আবার ভক্তির পার্ট চলতে থাকে। বাবা বলেন, এইসময় আমি এসে স্থাপন করি, অন্যদের দ্বারাও করাই। বাবা হলেন করন করাবনহার (যিনি নিজেও কাজ করেন এবং অন্যদের দ্বারাও করান)। অনুপ্রেরণা দেওয়াকে 'নিজে করছেন' বলা হয় না। বাবা স্বয়ং এসে এঁনার কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা করছেন, এতে অনুপ্রেরণার কোনো কথাই নেই। করন করাবনহার অবশ্যই সম্মুখে এসে করাবেন, অনুপ্রেরণার দ্বারা কিছু হবে না। আত্মা, শরীর ছাড়া কিছুই করতে পারে না। অনেকে বলে ঈশ্বরই অনুপ্রেরণার মাধ্যমে সবকিছু করেন। বাবাকে বলে, আমার পতিকে অনুপ্রাণিত করো, আমার পতির বুদ্ধি যেন ঠিক হয়ে যায়। বাবা বলেন - এতে তো অনুপ্রেরণার ব্যাপার নেই। নাহলে শিব জয়ন্তী কেন পালন করা হয় ? সবকিছু যদি অনুপ্রেরণার দ্বারা হয়ে যেতো, তাহলে তিনি আসবেন কেন ? প্রথমত, তারা জানে না ঈশ্বর কে ? কেবল বলে দেয় ঈশ্বরের অনুপ্রেরণার দ্বারা সবকিছু হয়। নিরাকার ঈশ্বর অনুপ্রেরণার দ্বারা কীভাবে কিছু করবেন ? তিনি তো করন করাবনহার। তিনি এসে পথ বলে দেন, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা মুরলী শোনান। কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্য না নিলে, তিনি মুরলী কীভাবে শোনাবেন ? তিনি

জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের কথা শোনানোর জন্য মুখের দরকার। এখন তোমরা বাচ্চারা সারা দুনিয়ার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছো, সম্পূর্ণ নলেজ পেয়েছো। মানুষ বুঝতে পারে যে, জ্ঞান ছাড়া কোনো গতি নেই। জ্ঞান কে দিতে পারে ? অজ্ঞানমার্গ এবং জ্ঞানমার্গের মধ্যে পার্থক্য তো দেখো! বিজ্ঞানও বলা হয়। অজ্ঞান হলো অন্ধকার। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে আমরা মুক্তি-জীবনমুক্তিও বলতে পারি। তোমরা এখন পবিত্র হওয়ার জ্ঞান গ্রহণ করছো। তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে উঠছো। যে কেউ শুনলে অবাক হয়ে যাবে! বলা হয় - আত্মা জ্ঞান গ্রহণ করে, তাই আত্মা অবশ্যই এই সংস্কার নিয়ে যাবে। মানুষ থেকে দেবতা হয়ে গেলেও জ্ঞান থাকা উচিত। কিন্তু বাবা বোঝান যে, এই পুরুষার্থ হলো প্রাপ্তির জন্য। প্রাপ্তি হয়ে গেলে, তারপর কি আর জ্ঞানের দরকার আছে ? বাচ্চারা, সত্যযুগ হলো তোমাদের পুরস্কার। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। কেন এই জ্ঞান পরম্পরায় চলে আসে না ? বাবা বলেন এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। দিন হয়ে যাওয়ার পর আর অজ্ঞান থাকবে না, তাই জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। এটাও বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে। হঠাৎ করে কেউ বুঝতে পারে না। শিববাবা ভারতেই আসেন, বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন, ভক্তির ফল দেওয়ার জন্য। ভক্তির পরে সদগতি হয়। বিনাশ তো অবশ্যই হবে, এর লক্ষণও আমাদের সামনেই রয়েছে। তোমরা শুনতে পাবে যে আগুন লাগার এক-দুই ঘন্টার মধ্যে সমস্ত ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এটা কোনো নতুন কথা নয়, বিনাশ তো অবশ্যই হবে। সত্যযুগে কম সংখ্যক মানুষ থাকে, সবাই নীতিপরায়ণ হয়। তবে শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। মায়া একেবারে নাক টিপে থেকে ধরে। যারা এভাবে পড়ে যায় তারা অনেক আঘাত পায়। অনেক সময় লেগে যায়। সবথেকে বেশি আঘাত দেয় কাম বিকার। এইজন্য বলা হয় - কাম হলো মহাশত্রু, এটাই পতিত বানিয়ে দেয়। ঝগড়াও হয় বিকারের কারণেই। যদি বিকারের জন্য বাধ্য করে তাহলে অবশ্যই বলবে যে এর থেকে তো লোকের বাড়িতে বাসন ধোয়া ভালো! ঝাড়ু দেবো, ঘর মুছব কিন্তু পবিত্র থাকবো। তবে এর জন্য অনেক সাহস দরকার। কেউ বাবার শরণাপন্ন হলে মায়াও তার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ৫ বিকারের রোগ আরও বেশি করে জেগে ওঠে। প্রথমত, সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হওয়া দরকার। যেন জীবিত থেকেও মৃত হয়ে আছি, এই দুনিয়া থেকে নোঙ্গর উঠিয়ে নিয়েছি। কলিযুগের বিকারগ্রস্ত তীর তোমরা ছেড়ে দিয়েছো। এখন আমরা তীর্থযাত্রায় যাবি - আমরা অশরীরী হয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে যাই। আত্মাদের মধ্যে জ্ঞান আছে যে, আমরা একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করবো। আমরা গৃহস্থ জীবনে থেকেও কমল পুষ্প সমান পবিত্র হয়ে তীর্থযাত্রায় থাকি। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে এটা হলো কবরস্থান, আমরা এখন সুখধামে যাব। বাবা আমাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়ার পদ্ধতি বলছেন। পবিত্র হওয়ার জন্য আমরা যোগযুক্ত থাকি। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে, তবেই আত্মা শরীর ত্যাগ করবে। এই যাত্রা কতো ওয়ান্ডারফুল! কেবল বাবাকে স্মরণ করো, নিজেদের রাজধানীকে স্মরণ করো। কিন্তু এত সহজ কথাও মনে পড়ে না। অলঙ্কে (বাবাকে) স্মরণ করো, এটাই সব! কিন্তু মায়া তাঁকেও স্মরণ করতে দেয় না, অনেক পরিশ্রম করতে হয়। আত্মারা জ্ঞান পেয়েছে যে, আমাদের বাবা এসেছেন। আত্মারাই তো পড়াশোনা করে, তাই না! আত্মাই শরীরের দ্বারা জন্ম নেয়। আত্মারা হলো ভাই-ভাই। দেহ অভিমানে আসার কারণে অনেক সম্বন্ধ হয়ে যায়। এখানে তোমরা ভাই-বোন হয়ে গেছ। নিজেদের মধ্যে তোমরা যেমন ভাই-ভাই, তেমনই আবার ভাই-বোনও। এটা তো প্রবৃত্তিমার্গ। উভয়েরই উত্তরাধিকার প্রয়োজন। আত্মাই পুরুষার্থ করে। নিজেকে আত্মা মনে করা - এটাই হলো পরিশ্রম, দেহের অভিমান যেন না থাকে। শরীরই যদি না থাকে, তাহলে বিকারে কীভাবে লিপ্ত হবে! আমরা হলাম আত্মা, বাবার কাছে যেতে হবে। শরীরের কোনো বোধ যেন না থাকে। যত বেশি যোগী হবে, তত কর্মেন্দ্রিয় শান্ত হতে থাকবে। দেহ অভিমানে আসার ফলে কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে যায়। আত্মা জানে যে আমাদের প্রাপ্তি হচ্ছে। শরীর থেকে আলাদা হতে থাকলেই কর্মেন্দ্রিয় শান্ত হতে থাকবে। সন্ন্যাসীরা ওষুধ খেয়ে তাদের কর্মেন্দ্রিয় শান্ত করে। এটা হলো হঠযোগ। তোমাদেরকে তো যোগের দ্বারা করতে হবে। যোগবলের দ্বারা কি তোমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না ? যত বেশি আত্ম-অভিমানী হবে তত কর্মেন্দ্রিয় শান্ত হতে থাকবে। অনেক পরিশ্রম করতে হয়, প্রাপ্তিও তো অনেক বেশি, তাই না! বাবা বলেন - যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও, কর্মেন্দ্রিয়কে পরাজিত করো। এইজন্যই ভারতের যোগ এতো বিখ্যাত। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা, পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও। প্রজারাও তো স্বর্গবাসী। যোগবলের দ্বারা তোমরা স্বর্গবাসী হও। বাহুবলের দ্বারা হতে পারবে না। খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। কুমারীদের জন্য তো এটা কোনো পরিশ্রমই নয়, তারা মুক্ত। বিকারে গেলে অনেক ঝামেলায় জড়িয়ে যায়। কুমারী থাকা ভালো। নয়তো অধর কুমারী নাম হয়ে যাবে। কেনই বা যুগল (দম্পতি) হবে ! এতেও নাম-রূপের নেশা এসে যায়। এটাও মূর্খামি। যুগল হয়ে যাওয়ার পরে পবিত্র থাকার জন্য অনেক বেশি সাহস দরকার। জ্ঞানের বিষয়ে খুব ভালো ধারণা থাকতে হয়। অনেকে আছে যারা আগে সাহস দেখায়, কিন্তু পরে আগুনের আঁচ পেলেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়। তাই বাবা বলেন কুমারী জীবন অনেক ভালো। অধর কুমারী হওয়ার চিন্তাই কেন করবে ? কুমারীদের নামই সুপ্রসিদ্ধ। তারা জন্ম থেকেই ব্রহ্মচারী (বাল ব্রহ্মচারী)। বাল ব্রহ্মচারী থাকাই ভালো, সাহস থাকে। অন্য কারোর স্মরণ আসে না। কিন্তু যদি সাহস থাকে তো করে দেখাও। তবে সেক্ষেত্রে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে কারণ দুজন হয়ে যায়। কুমারী থাকলে তো একা থাকে। দুজন হয়ে

গেলেই দ্বিতীয় কারোর চিন্তা এসে যায়। যতদূর সম্ভব, কুমারী থাকাই ভালো। কুমারী সেবাতে যেতে পারে। বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বন্ধন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন জাল পাতারই কি দরকার যার মধ্যে বুদ্ধি আটকে যায়। এভাবে জালে আটকে পড়া উচিত নয়। কুমারীদের জন্য তো দারুন সুযোগ রয়েছে। কুমারীরা বাবার নাম মহিমান্বিত করেছে। তাই 'কানহাইয়া' বলা হয়। কুমারী হয়ে থাকা অনেক ভালো। তাদের এই জন্য পড়া খুবই সহজ। স্টুডেন্ট লাইফ হলো পবিত্র জীবন। বুদ্ধিও সতেজ থাকে। কুমারদেরকে ভীষ্ম পিতামহের মতো হতে হবে। আগের কল্পেও এইরকম ছিলে, তাই দিলওয়ারা মন্দিরে স্মৃতিসৌধও রয়েছে। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে আদেশ করছেন, আমাকে স্মরণ করো। অন্য সব বিষয় বাদ দিয়ে তোমরা এখন নিজের কল্যাণ করো। বাবাকে স্মরণ করো, এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে। ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, কোনো বাচ্চা পড়ে যায়। তোমরা এখন পরচিন্তা ছেড়ে নিজের কল্যাণ করো। অন্যের বিষয়ে চিন্তা করবে না। তোমরা নিজেরা সোনার মতো হয়ে অন্যদেরও পথ বলে দাও। সত্যোপধান হওয়ার এই একটাই উপায় রয়েছে। পবিত্র না হলে মুক্তিধামে যেতে পারবে না। একটাই উপায় রয়েছে, এরপর অন্তিম সময়ে যার যেমন অভিপ্রায় থাকবে, তার তেমন গতি হবে। তাই পরনিন্দা - পরচর্চা ছেড়ে দাও। নাহলে নিজেরই ক্ষতি করবে। বাবা কোনো অভিশাপ দেন না। শ্রীমত অনুসরণ না করলে নিজেই নিজেকে অভিশাপ দেয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে জীবিত থেকেও এই পুরানো দুনিয়ার থেকে নিজের নোঙ্গর উঠিয়ে নিতে হবে।

২) অন্যের চিন্তা ছেড়ে নিজের বুদ্ধিকে খাঁটি সোনার মতো বানাতে হবে। পরনিন্দা পরচর্চাতে নিজের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যোগবলের দ্বারা নিজের কর্মেন্দ্রিয়কে শান্ত, শীতল বানাতে হবে।

বরদান:- অতিথি মনোভাবের বৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ, স্টেজকে উঁচু বানিয়ে সর্বদা উপরাম ভব যারা নিজেকে অতিথি মনে করে চলে তারা তাদের দেহরূপী ঘরের প্রতিও মোহ থাকে না। অতিথিদের নিজের কিছু থাকে না। কাজের প্রয়োজনে সবকিছু ব্যবহার করলেও কোনো নিজস্বতার অনুভূতি থাকে না। তারা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেও যতটা বিচ্ছিন্ন ততটাই বাবার কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। শরীর, শারীরিক সম্বন্ধ এবং পার্থিব সম্পত্তির প্রাচুর্য থেকে সহজেই উপরাম হয়ে যায়। যত বেশি অতিথি মনোভাব থাকে ততই প্রবৃত্তি শ্রেষ্ঠ এবং স্টেজ উঁচু থাকে।

স্লোগান:- নিজের স্বভাবকে নির্মল করে দাও, তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপেই সাফল্য নিহিত রয়েছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে সত্যিকারের রাজাধ্বষি এবং রাজযোগী, রাজত্ব পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন বিষয়ে মনোযোগ রাজত্বের যোগ্য বানিয়ে দেয় ?

*উত্তরঃ - যদি পড়ার ওপরে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন থাকে তাহলে রাজত্ব পেয়ে যাবে। বাবা যা শোনাচ্ছেন, তা ভালোভাবে শুনে ধারণ করো। বাবা যা শোনান সেটাই যদি বাচ্চারা শোনে, তাহলে রাজত্ব পেয়ে যাবে। যদি শোনার সময়ে হাই তুলতে থাকে বা ঢুলতে থাকে, বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়, তাহলে রাজত্ব হারিয়ে ফেলবে, এইজন্য পড়ার ওপরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও।

*গীতঃ- আমাদের সেই পথেই চলতে হবে (হমে উন রাহো পর চলনা হ্যায়) ...

ওম্ শান্তি । আমাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আজ বাচ্চাদের হঠযোগ এবং রাজযোগ সম্বন্ধে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানো যে ওরা (দুনিয়ার মানুষ) যা কিছু শেখায় সেগুলো সব হঠযোগ, কারণ ওরা কর্ম-সন্ন্যাসী। প্রকৃতপক্ষে, গৃহস্থদের হঠযোগ, কর্ম-সন্ন্যাস শেখা উচিত নয়। ওটা নিবৃত্তিমার্গ, ওদের ধর্মটাই আলাদা। তোমাদের ধর্ম তো দেবী-দেবতা ধর্ম, এই দেবী দেবতারা রাজযোগের দ্বারাই রাজত্ব পেয়েছে। এখন তোমরা হলে রাজাধ্বষি। ঋষি তাদের বলা হয়, যারা পবিত্র থাকে। তোমরা এখন পবিত্র আছো। যদি কেউ পবিত্র না থাকে, তাহলে তাকে ঋষি বলা যাবে না। তোমরা রাজত্ব পাওয়ার জন্য পবিত্র হচ্ছ। ওরা (সন্ন্যাসী) কোনো রাজত্ব পাওয়ার জন্য পবিত্র হয় না। তোমরা জানো যে, পবিত্র দুনিয়াতে আমাদের পবিত্র রাজত্ব ছিল। ভারতেই পাঁচ হাজার বছর আগে দেবী-দেবতাদের পূজনীয় পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ ছিল। এখন তাঁরা পূজারী, পতিত হয়ে গেছে। কীভাবে পতিত হলো ? ৮৪ জন্মের হিসেব রয়েছে। বাবা, যিনি সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন, উনিই তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের হিসেব বলেন। অন্য ধর্ম সম্পর্কে সন্ন্যাস ধর্মের লোকেরা কী জানে ? এটি হলো দেবী-দেবতাদের প্রাচীন ধর্ম। ওদের ওই ধর্ম তো অনেক পরে আসে। অতীতে যা ঘটেছিল তা সন্ন্যাসীর বাবুতে পারে না।

তোমরা জানো যে, অনেক প্রকারের হঠযোগ রয়েছে। দ্বাপরযুগে ভক্তিমার্গের সঙ্গে সঙ্গে হঠযোগ শুরু হয়। এখন তোমরা রাজযোগ শিখছ। ওরা অনেক জন্ম ধরে হঠযোগ শিখছে। রাজযোগ তোমরা এই একটা জন্মেই শেখো। ওদেরকে জন্মের পর জন্ম, পুনর্জন্ম নিয়ে হঠযোগ শিখতে হয়। তোমাদেরকে রাজযোগ শেখার জন্য পুনর্জন্ম নিতে হয় না। এই রাজযোগ তোমরা কেবল সঙ্গমযুগেই শিখে থাকো। রাজত্ব পেয়ে যাও, স্বর্গ স্থাপন হয়ে যায়, তারপর অন্য সব ধর্ম বিনাশ হয়ে যায়। তোমরা হলে রাজাধ্বষি। রাধা-কৃষ্ণও তো পবিত্র, তাই না! কৃষ্ণকে মহাত্মাও বলা হয়। মহাত্মারা পবিত্র হয়। তোমরাও হলে এখন মহাত্মা বা রাজাধ্বষি। মহাত্মা অর্থাৎ মহান আত্মা, তারা পবিত্র হয়। এই বিষয়গুলো কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। শাস্ত্র তো পরে তৈরি হয়। গল্পের মতো বসে বসে লেখে। অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলি নিয়ে তারা বসে বসে নাটক তৈরি করে। এগুলো তো সত্য নয়। এখন বাবা বাচ্চাদের প্রাক্টিক্যাল পড়াচ্ছেন। এটা নিয়ে তারা হিস্ট্রি তৈরি করেছে। সেখানে যাদব, কৌরব, পাণ্ডবরা ছিল। নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই ছিল। সঙ্গমযুগের ইতিহাসকেই বসে বসে লিখেছে। উৎসবও সব সঙ্গমযুগেরই বিষয়। রাথীবন্ধনও হয় পবিত্রতার উপর ভিত্তি করেই। পরে তার স্মৃতিতে উৎসব শুরু হয়। এখানে বাবাও সবাইকে পবিত্র বানান এবং প্রতিজ্ঞা করান। শিখ্ ধর্মের লোকেরা হাতে কঙ্গন (স্টিলের ব্রেসলেট) পরে, এটাও হলো পবিত্রতার প্রতীক। হিন্দুরা নামাবলী পরে, এটাও আসলে পবিত্রতারই প্রতীক। কিন্তু তারা পবিত্র থাকে না। রাথী বাঁধে, কিন্তু এর অর্থ বোঝে না। আগে ব্রাহ্মণরা রাথী বাঁধতো। এখন বোন তার ভাইকে রাথী বাঁধে এবং ভাই তার বোনকে উপহার দেয়। এগুলো এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, এটা পবিত্রতার বিষয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, কাম হলো মহাশত্রু। ওই ব্রাহ্মণ লোকেরা কেউ এভাবে বোঝায় না। এখন অসীম জগতের বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো। কখনোই বিকারগ্রস্ত হবে না। বাবাকে তো পতিতদের পবিত্র বানানোর জন্যই আহ্বান করো। সত্য কিংবা ত্রেতাযুগে কেউ আহ্বান করে না। ওটা তো রামরাজ্য, আর এটা রাবণরাজ্য। রামরাজ্যে পাঁচ বিকার থাকে না। যেমন রাজা-রানী তেমনই তাদের প্রজারাও.... এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার থেকে স্বর্গের রাজত্ব পাচ্ছি। এই নরক থেকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। বাবা এসেছেন পবিত্র বানিয়ে স্বর্গে নিয়ে যেতে। তাহলে আমরা পবিত্র হব না কেন ? ওদের তো অনেক প্রকারের হঠযোগ রয়েছে। জয়পুরের মিউজিয়ামে গিয়ে দেখো কত রকমের হঠযোগী

রয়েছে। এইসব করে কিছুই হয় না। সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকেই নামতে থাকে।

বাবা বুঝিয়েছেন, ভারত যখন পতিত হয়ে যায় এবং রাবণের রাজ্য শুরু হয় তখন ভূমিকম্প শুরু হয়। সোনার প্রাসাদ ইত্যাদি সবকিছু নীচে চলে যায়। প্রাসাদগুলোকে কি কেউ লুট করেছে ! ওরা তো শুধু মন্দির লুট করেছে। কিছু সোনা গয়না ইত্যাদি নিয়ে গেছে। গয়না পরার সবথেকে বেশি শখ তোমাদের আছে। তোমরা স্বর্গে আসার সাথে সাথেই গয়না পরো, রাজত্ব শুরু কর। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসার সাথে সাথেই রাজত্ব করে না। তোমরা অসীম জগতের বাবার থেকে স্বর্গের রাজত্বের উত্তরাধিকার পেয়ে যাও। এগুলো বাবা বসে থেকে বোঝান, গীতা পড়ে শোনান না। বাবা বলেন, গীতাতে যা কিছু লেখা আছে সেগুলো তো আমি বলিনি। আমার বলা মহাবাক্যগুলো থেকে পরবর্তী কালে বসে বসে শাস্ত্র তৈরি করেছে। আমি তোমাদের যা শুনিয়েছি, তা কেবল তোমরাই শুনছো এবং ওখানে গিয়ে রাজত্ব করেছো। ওখানে এই জ্ঞান থাকে না। এখানে তো বাবা শিক্ষক হয়ে বসে থেকে পড়ান। বাবা হিন্দিতেই বোঝান। এখানে সবাই হিন্দিতেই কথা বলে, কারণ তোমাদের ভাষা হিন্দি। আসলে হিন্দিই প্রাচীন ভাষা, সংস্কৃত নয়। সংস্কৃত ভাষা তো শঙ্করাচার্যের পরে এসেছে। যারা আসে, তারা তাদের নিজস্ব ভাষার প্রচলন করে। এমন নয় যে, বাবা সংস্কৃতে গীতা শুনিয়েছেন! না। গুরু নানকের নিজস্ব গ্রন্থ রয়েছে। তিনি শিখ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানুষ তাকেও অবতার মনে করে। এমনকি সেই ধর্মে রাজারাও আছে। সন্ন্যাসীদের কোনো রাজত্ব হয় না। বাবা বুঝিয়েছেন - গৌতম বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্টরাও আগে গৃহী ছিল। কিন্তু গৃহস্থ পতিত আত্মারা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। আরো অনেক রকমের ধর্ম আছে, তারা এসে নিজেদের ছোটো ছোটো মঠ, আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। কল্পবৃক্ষের চিত্রে দেখানো হয়েছে। হঠযোগ এবং রাজযোগের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই বিষয়ে বুঝতে হবে। যারা বুঝতে পারে না, তারা তুলতে থাকবে, হাই তুলতে থাকবে। এখানে তোমরা অনেক সম্পত্তি পাও, অনেক উপার্জন হয়। তোমরা রত্ন দিয়ে বুদ্ধিরসী ঝুলি ভরপুর করো। তাই চোখ খোলা রেখে শুনতে হবে। যদি তুলতে থাকো বা বুদ্ধি বাইরে ঘুরতে থাকে, তাহলে রাজধানী পাবে না।

তোমরা হলে রাজাধি, রাজত্ব প্রাপ্ত করো। বাবা রাজধানী স্থাপন করেন, শ্রীকৃষ্ণ নয়। কৃষ্ণ তো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। তোমাদের বাবা তো নিরাকার, যাঁর কাছ থেকে তোমরা বিশ্বের রাজত্বের উত্তরাধিকার নিষ্টি। তোমরা অনেক ধনী হয়ে যাও! এখানে কেবল বাবা এসেই রাজযোগ শেখান। ঘোরা-ফেরা করো, খাওয়া দাওয়া করো, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। ধনী ব্যক্তির অবশ্যই ভালো খাওয়া দাওয়া করে। ওরা তো নিজেদের উপার্জনের ফল খায়। মালপোয়া খাও বা রুটি খাও। যাই খাও, কেবল বাবাকে স্মরণ করো। নাহলে টাকা আছে কীসের জন্য ? বাবা কিছুতেই মানা করেন না। কেবল বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত থাকতে হবে। এই রাজত্ব স্থাপন করতে কোনো খরচ হয় না। ওইসব যুদ্ধে অনেক খরচ হয়! এরোপ্লেনের জন্য কত খরচ হয়! যখন ভেঙে পড়ে, তখন সবাই মারা যায়। কত ক্ষয়ক্ষতি হয়! বাবা বলেন, চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। সদর্শন চক্রে ঘোরাতে থাকো। আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এখন নিজধামে ফিরে যাচ্ছি। ঘরে যাওয়ার পর, আবার এসে রাজত্ব করবো। তোমরা তো অ্যাক্টরস, তাই না ! ওই বায়োস্কোপ দু-আড়াই ঘণ্টা চলে। এই অসীম জগতের নাটক পাঁচ হাজার বছর ধরে চলতে থাকে, এটা একমাত্র মানুষই জানতে পারে। এই দুনিয়াটা এখন কাঁটার জঙ্গল। সবচেয়ে বড় কাঁটা হলো বিকারের কাঁটা, যা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। দ্বিতীয় সংখ্যার কাঁটা হলো, ক্রোধ। দেখো, মহাভারতের যুদ্ধই হলো এর নিদর্শন ! কোনো বিষয়ে রাগ এসে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফেলতে শুরু করবে। আজকাল এমন সব বোমা বানিয়েছে যে বলার নয়। সত্যযুগে কোনো যুদ্ধ হয় না। সপ্তমযুগেই এই মহাভারতের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। অন্য কোনো শাস্ত্রে যুদ্ধের কোনো কথা নেই। ওখানে তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক থাকো। সেখানে যুদ্ধের কোনো ব্যাপারই থাকবে না। শাস্ত্রে অসুর এবং দেবতাদের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেবতারা তো অহিংসক। তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও। এটা হলো সাইলেন্সের শক্তি, এতে তোমাদের কিছু বলতে হয় না। স্মরণের শক্তির দ্বারা তোমরা বাবার থেকে বিশ্বের রাজত্ব পেয়ে যাও। কত পার্থক্য রয়েছে দেখো! যে বিজ্ঞানের শক্তি দ্বারা বিনাশ হয়, সেই বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সত্যযুগে সুখ ভোগ করবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার তো সুখের জন্যই। তারাও এসে কিছু জ্ঞান নেবে। প্রদর্শনীতে তো সবাই আসে। ভবিষ্যতে সকলেই আসবে। তোমাদের এই শান্তির শক্তির প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে।

তোমরা যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো - 'গীতার ভগবান কে ?' এমন প্রশ্ন আর কেউ করতে পারবে না। যেখানে এই প্রশ্ন লেখো, তার সাথে ছবিও দাও। গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা, না কি শ্রীকৃষ্ণ যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয় ? একমাত্র বাবা'ই পতিত থেকে পবিত্র করেন। কৃষ্ণের আত্মা তো ৮৪ জন্ম নেওয়ার পর কালো হয়েছে। বাবা তাকেই বোঝাচ্ছেন যে,

তুমি ৮৪ বার জন্ম নিয়েছো, তুমি নিজের জন্মকেই জানো না। অ্যাক্টরদের তো জানা দরকার যে আমরা কিভাবে ৮৪ বার জন্ম নিই। সন্ন্যাসীদের ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকেই জানে না, তাই অন্য অন্য ধর্মে চলে যায়। কেউ যদি কোনো গুরুর কৃপায় কিছু সম্পত্তি পেয়ে যায়, তখন সে ওই গুরুর ভক্ত হয়ে যায়। আবার যখন দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন বলে এইসব ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে। সন্তান হওয়ার পর তারা অনেক খুশি হয়। কিন্তু যদি সেই বাচ্চা ১০-১২ দিন পরে মারা যায়, তখন বলে এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা, একে জীবিত করা আমাদের হাতে নেই। বাবা এ'রকম অনেক উদাহরণ দেখেছেন। এ'রকম অনেক ঘটনা ঘটে। এখানে তো বাবা বসে আছেন। বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা পবিত্র হও! তোমাদের কি মনে আছে যখন মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল তখন দ্রৌপদী চিৎকার করে আহ্বান করেছিল - বাবা, এই দুঃশাসন আমাকে নগ্ন করছে, আমাকে এর হাত থেকে রক্ষা করো। এটা পাঁচ হাজার বছরের কথা। এই বিষের কারণেই অবলাদের উপর এত অত্যাচার হয়। এমনকি কিছু মহিলা এমনও আছে যে তারা বিষ ছাড়া থাকতেই পারে না। তাদের নামও রাখা রয়েছে সূর্যনখা, পুতনা ইত্যাদি। আর যারা বিষের জন্য বিরক্ত করে তারা হলো কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল ইত্যাদি। এদের অবশ্যই বিনাশ হবে। এখন এটা আসুরিক রাবণ রাজ্য, এরপর ঈশ্বরীয় রাজ্য স্থাপন হবে। এই পুরো চক্রকে তোমরা জেনে গেছো যে, কিভাবে ৮৪ জন্ম নাও। এইসব ভুলে যাও, যখন তোমরা বিকারগ্রস্ত হয়ে যাও। যারা বিকারগ্রস্ত হয়, তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নিজেরাই বুঝতে পারে - এটা আমরা কি করেছি? বাবা বলেন - বাচ্চারা, এই বিষের গর্তে যেও না। এটা তোমাদের আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেবে। এতে জড়িয়ে পড়বে না। প্রতিজ্ঞা করো যে, আমরা কখনো বিকারগ্রস্ত হবো না। ভগবানুবাচ, কাম হলো মহাশত্রু। প্রত্যেক চিত্রে প্রথমে এটা লেখো, জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন গীতা জ্ঞান দাতা শিব ভগবানুবাচ। তাহলে কৃষ্ণের নাম সরে যাবে। আমাদেরকে গীতার ভগবান বসে এ'সকল বলছেন। এই জ্ঞানই আমরা এখন গ্রহণ করছি। ভগবানই এসে নতুন দুনিয়া স্থাপনা করেন এবং পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যায়। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, তাই না! আসল হলেন শিববাবা, রুদ্র বাবা বলবে না! বস্তুতে বাবুরীনাথেরও মন্দির রয়েছে। বাবুল বলা হয় কাঁটাকে। বাবুরীনাথ নাম কেন রাখা হয়েছে? এটা কেউ বোঝে না। চিত্র তো শিবেরই রয়েছে। তারা অনেক নাম রেখে দিয়েছে। শিববাবাই এসে কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগান বানান, উনিই হলেন তোমাদের বাবা। ওঁনার নাম শিব। শিব পরমাত্মায় নমঃ, ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ, অক্ষরগুলো খুবই স্পষ্ট। এখন পরমপিতা পরমাত্মা বসে এই রথ (ব্রহ্মাবাবা) দ্বারা বোঝাচ্ছেন। লৌকিক বাবা যেরকমভাবে বোঝান, বাচ্চারা, আমাদের বংশের বদনাম করো না! কোনো খারাপ কাজ করবে না। এই বাবাও বলেন, বাচ্চারা, কখনো বিকারে লিপ্ত হবে না। পবিত্র না হলে স্বর্গে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। অনেক বড়ো উপার্জন করছে তোমরা। অন্য সবাই সবকিছু হারাচ্ছে। যদিও কারো কোটি কোটি থাকতে পারে, বড়ো-বড়ো প্রাসাদ বানাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। তোমরা বুঝতে পারো যে, এইসব হলো ওয়েস্ট অফ টাইম....। এগুলো কিছুই কাজে আসবে না, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। ওরা মনে করে যে, ১০ - ১২ হাজার বছর চলতে থাকবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, মৃত্যু তো সামনে রয়েছে, মাথার উপর ঝুলছে। অল্প সময়ের মধ্যে ভূমিকম্প হবে এবং সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাবে। ভূমিকম্পে অগুনতি মানুষ মারা যায়। বিনাশ এখন অবশ্যই ঘটবে। বিনাশের সাক্ষাৎকার এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকার তোমরা করেছে। এখন নিজের চোখে দেখবে। ভক্তিমার্গে অনেক প্রচেষ্টা করে, কিন্তু কেউ বৈকুণ্ঠে যেতে পারে না। জ্ঞান ছাড়া সদগতি হতে পারে না। ওসব হলো ভক্তিমার্গের খেলনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এমন কোনো খারাপ কাজ করবে না যা বংশের নামকে কলঙ্কিত করবে। নিজের কাছে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

২) এখন নিজের সময়, অর্থ... নষ্ট করবে না। ফুলের বাগানে যাওয়ার জন্য, কাঁটা পরিত্যাগ করতে হবে।

বরদানঃ:- "আগে আপনি" - এই পাঠ দ্বারা মুকুটধারী হয়ে সুচতুর ভব যেমন বাপদাদা নিজেকে ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট বলেন, সার্ভেন্ট বললে স্বতঃতই মুকুটধারী হয়ে যায়। সেইরকম তোমরা বাচ্চারাও নিজে নম্রচিত্ত হয়ে অন্যদের শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে দাও। অন্য ব্যক্তিকে যদি আসনে বসাও, তাহলে সে নিজেই নেমে গিয়ে তোমাকে বসিয়ে দেবে। যদি নিজে বসার চেষ্টা করো, তাহলে

সে তোমাকে বসতে দেবে না। এইজন্য অন্যকে বসানোই হলো, নিজে বসে থাকা। তাই "আগে আপনি" - এই পাঠ পাকা করো, তাহলে সংস্কারও সহজে মিলিত হয়ে যাবে এবং মুকুটধারী হয়ে যাবে -- এটাই হলো সুচতুর হওয়ার সহজ উপায়। এতে পরিশ্রমও করতে হয় না এবং প্রাপ্তিও অনেক হয়।

স্লোগান:-

অন্তর্মুখী, একান্তবাসী হয়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ আত্মারাই অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার রাইট হ্যান্ড হতে হবে, তাই প্রতিটি কথায় রাইটিয়াস হও, সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো”

*প্রশ্নঃ - কোন্ সংস্কার সেবায় অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে ?

*উত্তরঃ - মনোভাব - স্বভাবের কারণে নিজেদের মধ্যে যে দ্বিমতের সংস্কার হয়ে যায়, সেই সংস্কার সেবায় অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি করে। দুইটি মত হলে খুব ক্ষতি হয়। ক্রোধের ভূত এমন হয় যে ভগবানের বিরোধিতা করতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। তাই বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, এমন কোনো সংস্কার থাকলে তা দূর করে দাও।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চারা গীত শুনলো। আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চারা অর্থাৎ শিববাবা হলেন সুপ্রিম আত্মা, তাঁর সন্তান আত্মারা শরীর রূপী কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা গীত শুনলো। এখন তো বাচ্চাদেরকে আত্ম-অভিমানী হতে হবে। অনেক পরিশ্রমও আছে। ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই হল গুপ্ত পরিশ্রম। বাবাও হলেন গুপ্ত, সুতরাং পরিশ্রমও গুপ্ত রূপে করান। বাবা স্বয়ং এসে বলেন বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে কল্পের ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন পুনরায় সতোগ্রধান হবে। বাচ্চারা বুঝেছে আমরাই সতোগ্রধান ছিলাম তারপরে আমরাই তমোগ্রধান হয়েছি। সতোগ্রধান অবশ্যই হতে হবে। গীতেও বলা হয়েছে, যে ভাগ্য হারিয়েছে সেই ভাগ্য পুনরায় প্রাপ্ত করার যুক্তি বলে দেন একমাত্র সর্বশক্তিমান বাবা, কারণ তিনি সবাইকে পবিত্র করেন, তাইনা। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান, হে রুহানী বাচ্চারা এখন ভাগ্য নির্মাণ করতে এসেছো। স্টুডেন্টরা স্কুলে ভাগ্য নির্মাণ করতেই তো যায়, তাইনা। তারা তো হয় ছোট ছোট বাচ্চা। তোমরা তো ছোট নও, তোমরা তো হলে সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। ভাগ্য নির্মাণ করছো। হ্যাঁ, অনেক বৃদ্ধরাও আছে। বৃদ্ধ বয়সে পড়াশোনা করার থেকে যৌবনকালে পড়াশোনা করা ভালো, যৌবনকালে বুদ্ধি ভালো থাকে। এ'তো সবার জন্য সহজ। তোমাদের শরীর তো বড় তাইনা। শিশুরা এত জ্ঞান বুঝতে পারবে না, কারণ দেহের অর্গান গুলি তাদের ছোট। স্তুতি-নিন্দা, দুঃখ-সুখ এই সব কথা তোমরা বুঝতে পারো। আত্মা তো হল বিন্দু। শরীরের বৃদ্ধি হতে থাকে। আত্মা তো একরসই থাকে। কখনো ঘাটতি-বৃদ্ধি হয় না। আত্মার বৃদ্ধির জন্য বাবা কস্তুরীর মতো সওগাত দিচ্ছেন, কারণ এখন তো বুদ্ধি একেবারেই তমোগ্রধান হয়েছে, যা এখন স্বচ্ছ হচ্ছে। এই চিত্র তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য খুব ভালো। ভক্তি মার্গে দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে মাথা নত করে, পূজা করে। পূর্বে তোমরাও অন্ধ বিশ্বাসের সাথে মন্দিরে যেতে। শিবের মন্দিরে যেতে, তোমরা কি তখন জানতে নাকি যে, ইনি হলেন শিববাবা। বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার (বর্সা) অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, তাই তো তাঁর এতখানি মহিমা গায়ন করা হয়। কেউ সৎ কর্ম করে গেলে তাদের মহিমা গায়ন করা হয়। স্ট্যাম্প তৈরি করা উচিত শিবাবার। শিববাবা গীতা সর্মোনাইজার (Sermoniser, গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন)..... এই স্ট্যাম্প সহজে তৈরি হতে পারে। শিব পিতা সবাইকে সুখ প্রদান করেন। বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে সুখধামের মালিক বানাই। বৃদ্ধা মাতারা এই কথা তো বোঝে যে আমরা শিববাবার কাছে এসেছি, বাবা হলেন বিচিত্র। তিনি এই চিত্রের দেহে (ব্রহ্মার দেহে) প্রবেশ করেছেন। নিরাকারকে বিচিত্র বলা হয়। বুদ্ধিতে থাকে আমরা শিববাবার কাছে যাই, যিনি এই টেম্পোরারি চিত্রটি ধারণ করেছেন। পতিতদের পবিত্র করে মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদান করেন বা শান্তিধাম, সুখধামের নিবাসী বানিয়ে দেন। মানুষ শান্তি প্রাপ্ত করার জন্য চেষ্টা করে। ভগবানকে পেলেই শান্তি প্রাপ্ত হবে, সুখের জন্য পুরুষার্থ করে না। শুধু বাবার কাছে বাবার ঘরে যাবো, ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবো। এই সময়ে সবাই মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করো একমাত্র তোমরাই ব্রাহ্মণরা। বাকিরা সবাই মুক্তির আশা রাখে। জীবনমুক্তির পথ বলে দেবে এমন কেউ নেই। সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে শান্তি কামনা করে। বলে মনের শান্তি কীভাবে পাবো ? যারা পথ বলে দিচ্ছে তারা সবাই মুক্তিতে যাবে। মোক্ষ কি, সে কথাও বুদ্ধিতে নেই। অস্থিরতার কারণে বিরক্ত হয়ে বলে যে, মুক্তিতে গেলেই ভালো। বাস্তবে মুক্তিধাম হল আত্মাদের থাকবার জায়গা (নিবাস স্থান)। এত গুলি সেন্টারে বাচ্চারা আছে সবাই জানে যে, আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করি। বাবা আমাদের নতুন দুনিয়ার রাজ্য প্রদান করেন। কোথায় দেবেন ? নতুন দুনিয়ায় দেবেন নাকি পুরানো দুনিয়ায় দেবেন ? বাবা বলেন আমি আসি সঙ্গমে। আমি না সত্যযুগে আসি, না কলিযুগে আসি। দুইটি যুগের মধ্যকালে আসি। বাবা তো সবাইকে সদগতি দেবেন, তাইনা। এমন তো নয় দুর্গতিতে রেখে যাবেন। সদগতি ও দুর্গতি একত্রে থাকতে পারে না। বাচ্চারা জানে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে, তার এই দুনিয়ার প্রতি মোহ রাখবে না। বুদ্ধি বলে সঠিকভাবে আমরা এখন সঙ্গম যুগে আছি। এই দুনিয়া তো

পরিবর্তন হবে। এখন বাবা এসেছেন, বাবা বলেন - আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমে আসি। তোমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে হরির দ্বারে নিয়ে যাই। এ হল জ্ঞানের কথা। হরিদ্বার, কৃষ্ণের দ্বার অর্থাৎ কৃষ্ণপূরীকে বলা হয়। আচ্ছা, তার কাছেই রয়েছে লক্ষ্মণ বুল। প্রথমে হরিদ্বার আসবে। সত্যযুগকে হরী-দ্বার বলা হয়। পরে রাম-লক্ষ্মণকে ইত্যাদি দেখিয়েছে। সেসবই তো হল বানানো কথা। রামের কতজন ভাই দিয়ে দিয়েছে! ৪-টি ভাই তো হয় না। ৪-৮ টি ভাই তো এখানে হয়। একদিকে হল ঈশ্বরীয় সন্তান, অন্যদিকে হল আসুরিক সন্তান।

এখন তোমরা জানো শিববাবা ব্রহ্মা দেহে এসেছেন। শিববাবা আছেন, ব্রহ্মা হলেন দাদা, প্রজাপিতা। শিববাবা হলেন আত্মাদের অনাদি পিতা, এই সময় ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। এমন নয় যে, শিববাবা শালগ্রাম রচনা করেন। না, শালগ্রাম তো অবিনাশী আছেই। শুধু বাবা এসে পবিত্র করেন। যতক্ষণ আত্মা পবিত্র না হচ্ছে ততক্ষণ শরীর কীভাবে পবিত্র হবে। আমরা আত্মারা পবিত্র ছিলাম তখন সতোপ্রধান ছিল। এখন তমোপ্রধান হয়েছে পুনরায় সতোপ্রধান হবে কীভাবে। এই হল সহজ বোধগম্য কথা। তোমরা এই সময় খাদ যুক্ত হয়ে পতিত তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। হিসেব নিকেশ মিটিয়ে সবাই শান্তিধাম বা সুখধামে আসবে। আত্মারা নিরাকারী ঘর (পরমধাম) থেকে কীভাবে আসে, তারই স্মারকচিহ্ন রূপে স্থিষ্টানরা বৃক্ষে বাস লাগিয়ে উৎসব পালন করে। তোমরা জানো এই সব ধর্মের আলাদা আলাদা শাখা আছে, সেখান থেকে আত্মারা ক্রম অনুসারে নীচে নেমে আসে, এই নলেজ তোমরা পেয়েছো। আমরা আত্মা, আমাদের ঘর শান্তিধাম। এখন হল সঙ্গম। সেখান থেকে সব আত্মারা নীচে এসে যাবে তারপরে সবাই ফিরবে। প্রলয় তো হবে না। তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে ভাগ্য নির্মাণ করতে পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত করতে এসেছি। এই কথাটি শুধু বলার কথা নয়। স্মরণের দ্বারাই (বর্সা) স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন - দেহ সহ যে সকল আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি আছে, সবাইকে ভুলে যাও। চিত্র ও বিচিত্র আছে তাই না। বিচিত্র তাঁকে বলা হয় যাঁকে চোখে দেখা যায় না। এই হল খুব সূক্ষ্ম মহীন কথা। আত্মা খুবই সূক্ষ্ম। আত্মাকে ক্ষণে ক্ষণে পাট প্লে করতে হয় এবং কারো বুদ্ধিতে এমন কথা নেই। সর্বপ্রথমে তো বুদ্ধিতে এই কথাটি স্থির রাখতে হবে যে, আমরা আত্মা, তিনি আমাদের পিতা। তাঁকেই পতিত-পাবন, হে ভগবান বলে স্মরণ করা হয়। অন্য কোনো স্থানে যাওয়ার দরকার নেই। অতএব স্মরণও একজনকেই করা উচিত তাইনা। ভগবানকে স্মরণ করা হয় তো নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কিছু প্রাপ্ত হবে। তাহলে দ্বারে-দ্বারে গিয়ে ধাক্কা কেন খাও! ভগবানকে তো পরমধাম থেকে নীচে আসতে হবে তাইনা। আমরা তো যেতে পারবো না, কারণ আমরা পতিত। পতিত সেখানে যেতে পারে না। এখন তোমরা আশ্চর্য বোধ করো। ভক্তি মার্গের পাট কিরকম ওয়ান্ডারফুল। একমাত্র ভগবানকেই স্মরণ করে - হে ঈশ্বর, হে পরম পিতা, ও গড ফাদার। যখন উনি একজন ই তো অন্যদিকে ধাক্কা কেন খাও! উনি এক, উপরে বাস করেন। কিন্তু এইসব পূর্ব নির্দিষ্ট আছে, ড্রামা অনুযায়ী ভক্তি করে, বোধহীন হয়ে। এখন তোমরা পুনরায় বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হচ্ছে। আত্মা সুবুদ্ধিসম্পন্ন হলে তখন আর লুকিয়ে থাকতে পারে না, তারা সর্বদা শ্রেষ্ঠাচারী কর্মই করবে। বাবা বলেন - আমি হলাম দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী, তাহলে বাচ্চাদেরকেও কতখানি মিষ্টি হওয়া উচিত। বাবার রাইট হ্যান্ড হওয়া উচিত। এমন বাচ্চারাই বাবার প্রিয় সন্তান। রাইট হ্যান্ড তাইনা। তোমরা জানো লেস্ট হ্যান্ডের দ্বারা অত কাজ করা যায় না। কারণ রাইট হ্যান্ড রাইটিয়াস কাজ করে তাই এই রাইট হ্যান্ডকেই শুভ কর্মে নিযুক্ত করা হয়। পূজা সর্বদা রাইট হ্যান্ড দ্বারা করে। বাবা বলেন - প্রতিটি কথায় রাইটিয়াস হও। বাবাকে পেয়েছো তো খুশী তো হওয়া উচিত।

বাবা বলেন - মামেকম স্মরণ করো তাহলে অন্তিম সময়ে সেই রূপ গতি হয়ে যাবে। মতামত ও অবস্থা বা গতি প্রদান করার মতামত কেবলমাত্র একটি ই। গায়নও আছে ঈশ্বরের গতি মতি ঈশ্বর ই জানেন। পতিত-পাবন হলেন তিনি। উনি জানেন মানুষকে পবিত্র করে দুর্গতি থেকে সদগতি তে কীভাবে নিয়ে যাবেন। ভক্তি মার্গে অনেক পরিশ্রম করে কিন্তু সদগতি হয় না। ফল কিছুই প্রাপ্ত হয় না, সদগতি তো প্রদান করেন একমাত্র বাবা। ভক্তিতে যে যেরকম ভাবনা সহ পূজা করে, তাকে সেইরূপ ফল আমি ই প্রদান করি। সেসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে, তারা স্বতঃ তই প্রাপ্ত করে - নিজস্ব পুরুষার্থের আধারে। এখন পবিত্রও বাচ্চাদেরকে নিজ পুরুষার্থের আধারে হতে হবে। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করো। তিনিই হলেন সর্ব শক্তিমান, অলমাইটি অথরিটি অনেক ভালো বানিয়ে দেন। তোমরা সবকিছু জেনেছো তারপরে বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করছো। রচয়িতা এবং রচনার নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা জানো এই নলেজ আগে আমাদের ছিল না। যন্ত-তপ ইত্যাদি করা, শাস্ত্র ইত্যাদি শোনা - এই হল শাস্ত্রের নলেজ। তাকেই ভক্তি বলা হয়। তাতে মুখ্য লক্ষ্য কিছু থাকে না। পড়াশোনাতে মুখ্য লক্ষ্য থাকে। কিছু তো নলেজ থাকে। আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার নলেজ পতিত-পাবন বাবা দিয়েছেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ বাবা দিয়েছেন। এই সৃষ্টি চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, এতে সবাই হল কুশীলব, পার্টধারী। এ হল অনাদি নাটক যা পূর্ব রচিত। এই অসীমের

নলেজ তো অবশ্যই থাকা উচিত।

তোমরা বাচ্চারা জানো এখন আমরা ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ আলোয় যাচ্ছি। তোমরা এখন দেবতায় পরিণত হচ্ছে। এই কথাও বোঝাতে হবে যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, যাকে হিন্দু ধর্ম বলা হয়েছে। ধীরে-ধীরে এই কথাও বুঝবে। বাচ্চাদেরকে উঠে দাঁড়ানো উচিত। এর জন্য অসংখ্য বাচ্চা চাই। দেহলি বা দিল্লিতে কনফারেন্স করতে হবে। পরিস্থান তো দিল্লিকেই বলা হয়। এই যমুনার উপকণ্ঠে ছিল, দিল্লি তো রাজধানী। অনেকের অধিকারে ছিল। দেবতাদের রাজধানীও দিল্লি ছিল, দিল্লিতে বিশাল কনফারেন্স হওয়া দরকার কিন্তু মায়া এমন যে আয়োজন করতে দেয় না। বিদ্বের সৃষ্টি করে। আজকাল নানান মনোভাব-স্বভাবের প্রভাব অনেক বেশী। বাচ্চাদেরকে নিজেদের মধ্যে একজোট হয়ে সার্ভিস করা উচিত। তারা এক সাথে মিলিত না হওয়ার দরুন রাজত্ব-ই হারিয়ে যায়, পার্টি বিভাজিত হয়ে যায়, তখন প্রেসিডেন্টকে পদ থেকে বিচ্যুত করে। দ্বৈত মত অনেক ক্ষতি করে। তখন ভগবানের বিরোধিতা করতেও পিছপা হয় না। ক্ষতিভোগও অনেক করে। ক্রোধের ভূত এলে তখন তো বলার মতন কিছু থাকে না। তাই বাবা বলেন ওড় জানে আর ওড়ের বস্তাই জানে। বাবা বাচ্চাদেরকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের নলেজ বলে দিচ্ছেন। এখন কেউ ধারণ করুক বা না করুক, সবই পুরুষার্থের উপরে নির্ভর করছে। এমন নয় বাবা কারোর উপরে আশীর্বাদ বা কৃপা করবেন, এতে কৃপা ইত্যাদি প্রার্থনা করার কোনো কথা নেই। প্রেরণার দ্বারা যদি যোগ ও জ্ঞান শেখানোর থাকতো, বাবা বলেন, তাহলে আমি এই নোংরা দুনিয়ায় আসতাম কেন? প্রেরণা, আশীর্বাদ এইসবই হল ভক্তি মার্গের কথা। এখানে পুরুষার্থ করতে হয়, প্রেরণার কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা তিনটি ইঞ্জিন পেয়েছো একসাথে। দুনিয়ায় তো পিতা, টিচার আলাদা হয়, গুরু প্রাপ্তি পরে হয়। এখানে তো এই তিন জনই প্রাপ্ত হয় একত্রে। বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে পূজ্য বানাই, তোমরা পরে পূজারী হয়ে যাবে। খুব যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে। এমন যেন না হয় কেউ সংজ্ঞা হারায়। সর্ব প্রথম মুখ্য কথা হল দুইজন পিতার। ভগবান হলেন পিতা, তাঁর জন্ম শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন হয়। নিশ্চয়ই স্বর্গের মালিক করেন হয়তো। ভারতেই স্বর্গ ছিল। এখন নরকের বিনাশের জন্য মহাভারতের যুদ্ধ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্যই বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনাকারী। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে আমরা বলি যে, ভারতকে আমরা পবিত্র করেই ছাড়বো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যেমন বাবা হলেন দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী, তেমন বাবার সমান হতে হবে। খুব মিষ্টি হতে হবে। সদা শুভ কাজ করে রাইট হ্যান্ড হয়ে যাবে।

২) কখনও দ্বি মতের সৃষ্টি করবে না। কারো মনোভাব-স্বভাবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে একে অপরের বিরোধিতা করবে না। ক্রোধের ভূত অবশ্যই দূর করতে হবে।

বরদান:- অভিযোগকে যোগে অর্থাৎ স্মরণে পরিবর্তনকারী স্বতঃ এবং নিরন্তর যোগী ভব সঙ্গম যুগের বিশেষত্ব হল - এখনই পুরুষার্থ, এখনই প্রত্যক্ষ ফল। এখনই স্মৃতি স্বরূপ এখনই প্রাপ্তির অনুভব। ভবিষ্যতের গ্যারান্টি তো আছেই কিন্তু ভবিষ্যতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বর্তমানের। এই ভাগ্যের নেশায় থাকো, তাহলে স্বতঃই স্মরণ থাকবে। যেখানে স্মরণ বা যোগ আছে সেখানে অভিযোগ নেই। কি করি, কীভাবে করি, এটা তো হচ্ছে না - একটু সাহায্য করো - এইসব হল অভিযোগ। অতএব অভিযোগকে ছেড়ে স্বতঃ যোগী নিরন্তর যোগী ভব।

স্লোগান:- যে নিজেকে অতিথি মনে করে চলে, সে-ই মহান স্থিতির অনুভব করে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা তোমাদের যোগবলের দ্বারা এই পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে নতুন বানিয়ে থাকো, তোমরা প্রকট হয়েছে আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবার জন্য”

*প্রশ্ন:- তোমরা ন্যায়বান (ঈমানদার) সৎ পুরুষাৰ্থী বাচ্চাদের লক্ষণ গুলি কী হবে ?

*উত্তর:- ন্যায়বান বাচ্চারা কখনোই নিজের ভুলকে লুকাবে না। তৎক্ষণাৎ বাবাকে বলে দেবে। তারা অত্যন্ত নিরহংকারী হয়, তাদের বুদ্ধিতে সর্বদা এই ভাবনাই থাকে যে, যেমন কর্ম আমি করব...। ২) তারা কখনো কারও ডিস-সার্ভিসের ব্যাখ্যান করবে না। নিজের সেবাতেই নিমগ্ন থাকে। তারা কারো অবগুণকে দেখে নিজের মাথা খারাপ করে না।

*গীত:- ধৈর্য ধর রে মন...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের উদ্দেশ্য রুহানী বাবা ধৈর্য ধরার জন্য বলছেন। লৌকিক বাবা যেমন ধৈর্য ধরতে বলেন। কেউ অসুস্থ হলে তাকে আশ্বস্ত করে। তোমাদের অসুখের দুঃখের দিন বদলে সুখের দিন আসবে। জাগতিক বাবা তো সীমিত ধৈর্য দেন, আর ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। তিনি বাচ্চাদেরকে অসীমের ধৈর্য দিচ্ছেন - বাচ্চারা, এখন তোমাদের সুখের দিন আসছে। আর অল্প দিনই বাকি। এখন তোমরা বাবার স্মরণে থেকে অন্যদেরকেও শেখাও। তোমরাও তো শিব শক্তি, তাই না ? শিব বাবার শক্তি সেনা পুনরায় প্রকট হয়েছে। এই গোপরাও হল আত্মা। এরা সবাই শিবের থেকে শক্তি নেয়। তোমরাও শক্তি নিয়ে থাকো। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন, এতে কৃপা বা আশীর্বাদের কোনো ব্যপার নেই। স্মরণে থেকে শক্তি নিতে থাকো। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা শক্তিবান হতে থাকবে। শিবের শক্তিসেনা এত সর্বশক্তিবান ছিল, যারা কিনা পুরানো দুনিয়াকে পাটে দিয়ে নতুন বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা জানো যে, যোগাযোগের দ্বারা আমরা এই পুরানো দুনিয়াকে পাল্টাই। আঙুলের দ্বারাও মানুষ এই ভাবে ইশারা করে, আল্লাহ'কে, গড'কে স্মরণ করো। বাচ্চারা এখন বুঝতে পারে - বাবার স্মরণের দ্বারা এই পাথরের স্তূপ অর্থাৎ দুনিয়া বদলে যাবে। এখন আমরা পরিস্থান স্থাপন করছি। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - প্রদর্শনীতে খুব সার্ভিস করো, পরিশ্রম করো, যেটুকু সময় পাও সেই সময় বসে শেখো। খুবই সহজ ব্যপার। বাচ্চারা এখানে সব প্রকারের শিক্ষা পেয়ে থাকে। প্রত্যেকের কর্মের হিসাব রয়েছে। কন্যাদের কর্ম ভালো। যাদের বিবাহ হয়ে গেছে তারা এখন বলে, এই সময় আমরা যদি কুমারী থাকতাম তাহলে এই সব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত, ফ্রি বার্ড হতাম। কন্যারা হল ফ্রি বার্ড। কিন্তু খারাপ সঙ্গে ক্ষতি হয়ে যায়। নারীর, স্বামী সন্তানাদির কতো শৃঙ্খল, এতে রীতি নীতি নিয়মের কতো কতো বন্ধন থাকে। কন্যাদের কোনো বন্ধনাদি নেই। এখানে বন্ধুতেও কন্যারা তৈরী হচ্ছে। তারা বলছে আমরা আমাদের রাজ্যকে নিজেরাই সামলাবো। সকলে নিজের নিজের রাজ্যের জন্য কতো পরিশ্রম করে। বলে আমাদের গুজরাত, আমাদের ইউ. পি.... তোমরা এখন নিজেদের স্বরাজ্য নিয়ে থাকো, এতে আমি অমুক, আমি অমুক রাজ্যের, এ'সব কিছুই থাকে না। কারো প্রতিই তোমাদের ঈর্ষা রাখা উচিত নয়। কারো অবগুণ দেখে তোমাদের মাথা খারাপ করা উচিত নয়। নিজেকে দেখা উচিত যে, আমি কতজন আত্মাকে, ভাইকে বোনকে সুখের রাস্তা দেখিয়েছি ! যদি রাস্তা দেখাতে না পারে তবে সে কোনো কাজের নয়। বাবার হৃদয়ে বসতে পারবে না। বাপদাদার হৃদয়ে না চড়তে পারা মানে রাজ সিংহাসনেও বসতে না পারা। বাবা জানেন যে, কোনো কোনো বাচ্চার সার্ভিসের খুব নেশা রয়েছে। এতটুকুও দেহের অভিমান নেই। কেউ কেউ তো খুবই অহংকারে থাকে। মনে করে নিজের ওপরে নয়, বাবার ওপরে কৃপা করেছে। কখনোই কারো অবগুণকে দেখা উচিত নয়। অমুকে এই রকম, এই এই করে। আজকাল এমন এমন চালাকও আছে যারা অন্যদের ডিস-সার্ভিসের ব্যাখ্যানও করতে থাকে। অমুকে এই রকম করে, অমুকে এইরকম। আরে তুমি নিজের সার্ভিস করো। ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কাজ হল সার্ভিসে লেগে যাওয়া। বাবা বসে আছেন। বাবার কাছে সব সমাচার আসে। প্রত্যেকের অবস্থাকে বাবা জানেন। সার্ভিসকে দেখে মহিমাও করেন। বাচ্চাদের মধ্যে সার্ভিসের নেশা চলে আসা উচিত। প্রত্যেককে নিজের নিজের কল্যাণ করতে হবে - এই রুহানী সার্ভিসের দ্বারা। জাগতিক চাকরি বা ব্যবসাপত্র তো জন্ম জন্মান্তর ধরে করে আসছে। এই কারবার তো বিরলই কোনো ব্যাপারী করবে। বাবা অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি বলে দিতে থাকেন সার্ভিসের। কখনো অন্যদের নিন্দা কারো না। এই রকম অনেকেই করে। ভালো ভালো মহারথীদেরকেও মায়া নাক চেপে ধরে। বাবাকে স্মরণ না করলে মায়া পাকড়াও করে নেবে। বাবাও বলেন না - আমাকে সাধারণ তনে আসতে দেখে চিনতে পারে না। বাবাকে পরামর্শ দিতে থাকে - এইভাবে এইভাবে করা উচিত। তাদের অবস্থা এমন যে, বাবা যদি সামান্যও এই রকম করেন তখন ট্রেটর হয়ে যাবে। বাবাকেও নিজের মতামত পাঠিয়ে

দেয়। কথায় আছে না - ইঁদুর পেয়ে গেল হলুদের বস্তা, ভাবল আমি তো পানসারি (মুদি) হয়ে গেছি ! এটা ভাবে না যে, আমি ডিস-সার্ভিস করছি। ভুল তো অনেকের দ্বারাই হতে থাকে। অবস্থা কখনো উপরে কখনো নীচে, এই রকম তো চলই আসছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের অবস্থাকে দেখে। ন্যায়বান বাচ্চারা নিজের অবস্থাকে (স্থিতি) দ্রুত বদলে নেবে। কেউ কেউ নিজের ভুলকে লুকায়ও। এতে অত্যন্ত নিরহংকারী ভাব থাকা চাই। সার্ভিসের বৃদ্ধির জন্য তৎপর হওয়া উচিত। সব সময় এই ভাবনা থাকা উচিত - যেমন কর্ম আমি করব আমাকে দেখে অন্যরা করবে। আমি কারো নিন্দা করলে অন্যরাও করতে শুরু করে দেবে। অনেকেই এ'সব চিন্তা করে না। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - তুমি তোমার সার্ভিসে তৎপর থাকো। নইলে অনেক পছতাবে। শত্রুও অনেক তৈরী হয়ে যায়।

এখন তোমরা শূদ্র থেকে ট্রান্সফার হয়ে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়ে গেছ। যার মধ্যে বিকার রয়েছে - তারা হল আসুরিক সম্প্রদায়, তোমরা হলে দৈবী সম্প্রদায়। তোমরা দেবতা হওয়ার জন্য বিকারের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করছো। দেবতারা তো এখানে নেই। দেবতারা থাকবে সত্যযুগে। তোমরা এখন দৈবী সম্প্রদায়ের হচ্ছে।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন বোঝানোর জন্য চান্স রয়েছে। প্রদর্শনীতে বোঝাতে থাকো। প্রদর্শনীতে, মেলাতে এক একজনের নাড়ী দেখে বুঝতে পারা যায়। প্রজেক্টরে তো কাউকে বোঝাতে পারবে না। সামনাসামনি বোঝানো হলেই বুঝতে পারবে তারা। প্রদর্শনী, মেলা এগুলো ভালো, তাতে তোমাদের লেখাও দিতে পারো। প্রদর্শনীর, মেলার এগুলিকর শখ থাকা উচিত। রেগুলার পড়লে তবেই নেশা চড়বে। বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে যারা (বান্ধেলী), তারা ঘরে বসেও বাবাকে স্মরণ করতে থাকে, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। ঘরে বসে স্মরণ করা ভালো। কিন্তু স্মরণ করা - এটা বাচ্চাদের জন্য কঠিন কাজ হয়ে গেছে। বাবাকে, যার কাছ থেকে ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাকেই স্মরণ করে না। না ভোর বেলায় উঠতে পারে ! উঠলেও বসে বসে ঢুলতে থাকে। স্মরণ করবার জন্য ভোরের সময়টাই উত্তম। ভক্তি মার্গেও ভোর বেলায় উঠে প্রভুকে স্মরণ করে। তাদের তো হল অবতরণ কলা। এখানে তো হলই চড়ার ব্যাপার। মায়া কতো বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ভোর বেলা উঠে বাবাকে স্মরণ না করলে ধারণা কীভাবে হবে, বিকর্ম কীভাবে বিনাশ হবে ? বাকি কেবল মূরলী চালানো - সেটা তো ছোট বাচ্চাও শিখে নিয়ে বোঝাতে পারে। এই পড়াশোনা হল বড়দের জন্য। কত বড় ইউনিভার্সিটি এটা। আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন - এই নেশা বাচ্চাদের থাকে না। মায়া কাউকে ধোঁকা দিলে তাকে না দেখে নিজের সার্ভিসে নিযুক্ত থাকে। বাবার কাছ সব সমাচার আসতে থাকে। কেউ কেউ দেহ-অভিমাণে এসে মনে করে, অমুকে এই রকম করে, এই করে সেই করে, অন্যের নিন্দা করে টাইম ওয়েস্ট করে। তোমাদের কাজ হল সার্ভিসে থাকা। যা কিছুই হোক না কেন বাবাকে ইশারা করে দাও ব্যস। পরচিন্তন করা উচিত নয়। সার্ভিসে বাচ্চাদের দিন রাত লেগে থাকতে হবে। তোমাদের কারবারই হল এটাই। রোজ প্রদর্শনীতে বোঝাও - ইনি হলেন শিব বাবা, ইনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা। কল্প পূর্বেও প্রজাপিতা ব্রহ্মা গাওয়া হয়েছে যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচিত হয়। এমন নয় যে মানুষ ছিলই না। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন অর্থাৎ কাঁটারদেরকে ফুল বানান। ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টির রচনা করেন যখন, তখন কি উপরে রচনা করবেন নাকি ! ব্রহ্মা তো এখানেই হবেন, তাই না ? কতো ক্লিয়ার ভাবে বোঝানো হয়।

বাবা বলেন - আমি অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে প্রবেশ করে মানবকে দেবতা বানাই। সুতরাং বাচ্চাদের সার্ভিসে পরিশ্রম করা উচিত। কাজ কারবারের থেকে কিছুটা সময় বের করে এতে লেগে পড়া উচিত। এমন নয় যে সময় পাওয়া যায় না। অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন কি বলবে যে সময় নেই ! পুরুষার্থ করা উচিত। প্রেরণার দ্বারা কাজ হতে পারে না, তাহলে অন্যরা কীভাবে করাবে ? মানুষ মনে করে ভগবান কী না করতে পারে। মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। আরে ভগবানকে তোমরা বলো, হে পতিত পাবন, আমাদেরকে এসে পতিত থেকে পবিত্র বানাও, ব্যস আর কিছু না। এমন কি বলে নাকি যে, এসে মৃতকে প্রাণ ফিরিয়ে দাও। তিনি তো হলেনই পতিত পাবন। ভারত তো পবিত্র ছিল, তাই না ! বাবা বলেন - আমি প্রতি কল্পে এসে পবিত্র বানিয়ে থাকি। মায়া আবার এসে পতিত বানায়। এখন আবার আমি এসেছি পবিত্র বানাতে। বাবা কতো সহজ কথা বুঝিয়ে বলেন। বৈদ্যরা (হাকিম) কতো কঠিন কঠিন অসুখকে শিকড় বাকড় প্রয়োগ করে ঠিক করে দেয়, তারপর তার কত সুখ্যাতি হয়। কারো সন্তান লাভ কিম্বা ধন লাভ হলে বলে গুরু কৃপা। আচ্ছা, বাচ্চা মারা গেলে তখন বলে ভবিতব্য। এই সব কথা গুলি তোমরা এখন বুঝতে পারো। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হলে তখন তাদের মান্য তাদের বাড়ি। কিন্তু তারা হল হঠ যোগী। তারা রাজযোগ শেখাতে পারে না। তারা হল সন্ন্যাসী আর আমরা হলাম গৃহী। তাহলে নিজেকে তাদের ফলোয়ার্স কী করে বলতে পারে ? বাবা তো বলেন বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে - মন্বনাভব। আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে আর আমার সাথে ফিরে যাবে। আমি তো এভার পিওর। মানুষ পতিত বানায়, বাবা এসে পবিত্র বানান। তিনি হলেন পবিত্রতা, শান্তি, সূখের সাগর। তোমাদেরকেও এই

রকম বানাচ্ছেন। তোমরা যোগবলের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র বানিয়ে থাকো। তোমরা জানো যে, আমরা ফাস্ট ক্লাস শরীর পাবো। মানবে দেবতা প্র্যাক্টিক্যাল বানাতে হবে। এমন খোড়াই হবে নাকি যে দেবত্বের পোশাক পড়ে নিলাম! নিজের ওপরে সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে যাতে দেহ-অভিমান না আসে। বাবা আমরা আপনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বো। তোমরাও বলে থাকো যে, আমরা ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানিয়েই ছাড়বো। নিশ্চয় যাদের আছে তারাই এ'কথা বলতে পারে। কেউ কেউ আবার বলে এতটুকু সময়ের মধ্যে কীভাবে হবে? বাস্তবে কখনোই এই রকম সংশয় আসা উচিতই নয়। মনে সংশয় এলে তখন পুরুষার্থে টিলেমি এসে যায়। টাইপম খুব কম। যতখানি সম্ভব পুরুষার্থ বেশী করে করা উচিত। সামান্য লড়াই ইত্যাদির ঝামেলা কোথাও শুরু হলে তখন কত পরিশ্রম শুরু হয়ে যায়। তখন বুঝতে পারে - আমরা যদি পুরোপুরি স্মরণে না থাকি তবে সেই সময় জুঝতে পারবো না। সেই সময় তো অনেক ঝুট ঝামেলা চলতে থাকে, সেইজন্যই বাবা বলেন, যতদূর সময় লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাও। এ হল আত্মাদের রেস। বাবা কতো ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেন। লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছে অর্থাৎ বাবার গৃহে গিয়ে তারপর চলে আসতে হবে নতুন দুনিয়াতে। অত্যন্ত ফাইন রেস। বাবা বলেন - আমাকে টাচ করে অর্থাৎ মূল লোকে গিয়ে তারপর আসতে হবে। সবার আগে তারাই আসবে যারা যোগযুক্ত হবে। সকলের ইচ্ছা মুক্তিধামে যাওয়ার। তাই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে চলে যাবে। মুক্তিধাম তো শকলের পছন্দ, তারপর চলে আসবে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে। মোক্ষ কেউই পায় না। ঈশ্বরীয় হিস্ট্রি জিওগ্রাফিতে মোক্ষ শব্দটাই নেই। এক সেকেন্ডে তোমাদের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়, বাকি সবাই মুক্ত হয়ে যাবে। রাবণ রাজ্যের থেকে মুক্ত হতেই হবে। যে পুরুষার্থ করবে সে উঁচু পদ পাবে। বাচ্চাদেরকে খুব মিষ্টি হতে হবে। স্বভাব খুব মধুর হওয়া চাই। ক্রোধ হওয়া যাবে না, দুর্বাসার নাম আছে নো! এই রাজাধিদের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে। সব সময় নিজের বুকে হাত রেখে দেখা উচিত আমি কি করছি? বাবা বলেন - আমি এসেছি বাচ্চাদেরকে ফুল বাদশাহী দিতে। তাই সাহস রেখে তোমাদের দেখানো উচিত। কেবল কখনীর দ্বারা তা হবে না। বাবার সার্ভিসে তো প্রতিটি হাড়কে নিয়োজিত করতে হবে। সেটা করেও, তারপর কথা থেকে যেন দেহ-অভিমান চলে আসে আর পতন ঘটে। মায়াও কম পালোয়ান নয়। বাবার শ্রীমতে না চলার ফলে মায়া প্রহার করতে থাকে, আর তখন বাবাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। বাবা সুখ ধামের মালিক বানান, তাই নিজের প্রতিই দয়া আশা উচিত। বাবা অত্যন্ত সিম্পল রায় দেন। মায়ার ঝড় ঝাপটা তো অনেক আসবে কিন্তু মহাবীর হতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সার্ভিসের প্রবল ইচ্ছা রেখে নিজের আর অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। পরচিন্তনে নিজের সময় নষ্ট করবে না।

২) ন্যায্যনিষ্ঠ এবং নিরহংকারী হয় সেবার অগ্রগতি করতে হবে। ভোর বেলায় উঠে বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে। কখন আর কর্ম এক করতে হবে।

বরদানঃ:- সন্তুষ্টতার ত্রিমূর্তি সার্টিফিকেটের দ্বারা বাবা আর পরিবারের সাথে ঠিক মতো কানেকশন রাখা চাই। প্রত্যেককে তিনটি সার্টিফিকেট নিতে হবে - বাবার, নিজের আর পরিবারের। পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটা ছোট বিষয়কে স্মরণে রাখো যে, রিগার্ড দেওয়ার রেকর্ড যেন সদা চলতে থাকে, এতে নিষ্কাম হও। বাবাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সৎ (স্বচ্ছ মন) থাকো। আর নিজের প্রতি নিজে সন্তুষ্ট থাকার জন্য সদা শ্রীমতের রেখার মধ্যে থাকো। এই তিনটি সার্টিফিকেট উচ্চ পদের অধিকারী বানিয়ে দেবে।

স্লোগানঃ:- যে চিত্রকে না দেখে চৈতন্য আর চরিত্রকে দেখবে, সে-ই হল শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান।

"ভাগ্যবান বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের লিস্ট"

আজ ভাগ্যবিধাতা বাপদাদা তাঁর ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের ভাগ্য জগতের সাধারণ আত্মাদের থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ। কেননা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা কোটির মধ্যেও কতিপয় তার মধ্যেও কেউ। কোথায় সাড়ে পাঁচশো কোটি আত্মা আর কোথায় তোমরা ব্রাহ্মণদের ছোট সংসার! তাদের তুলনায় কতোই সামান্য তোমরা সংখ্যায়! সেইজন্য অঞ্জানী, বাবাকে না জানা আত্মাদের মধ্যে তোমরা সকল ব্রাহ্মণরা হলে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান। বাপদাদা দেখছিলেন যে, প্রতিটি ব্রাহ্মণের ললাটে ভাগ্য-রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট তিলক সম উজ্জ্বল। জাগতিক দুনিয়ার জ্যোতিষীরা হাতের রেখা দেখে, কিন্তু এই দিব্য ঈশ্বরীয় ভাগ্যের রেখা প্রত্যেকের ললাটে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যতখানি শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, ততখানিই ভাগ্যবান বাচ্চাদের ললাট সদা অলৌকিক লাইটে উজ্জ্বল। ভাগ্যবান বাচ্চাদের আর কোন্ লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাবে? সর্বদা ঈশ্বরীয় রুহানী হাস্যোজ্জ্বল মুখাবয়ব পরিলক্ষিত হবে। ভাগ্যবানের নয়ন অর্থাৎ দৃষ্টি যে কোনো কারোর মধ্যেই সদা খুশির ঢেউ উৎপন্ন করানোর নিমিত্ত হয়ে যাবে। যে সেই দৃষ্টি লাভ করবে, সে আত্মিক ভাব এবং আত্মিক সৌরভের, রুহানী বাবার, পরমাত্ম - স্মরণের অনুভব করবে। ভাগ্যবান আত্মার সম্পর্কে প্রত্যেক আত্মার হাল্কা ভাব অর্থাৎ লাইটের অনুভূতি হবে। ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যেও নম্বর অনুক্রমে তো অস্তিম সময় পর্যন্ত থাকবেই, কিন্তু লক্ষণ গুলি নম্বর অনুক্রমে সকল ভাগ্যবান বাচ্চাদের আছেই। পরে আরওই প্রত্যক্ষ হতে থাকবে।

এখন কিছুটা সময়কে যেতে দাও। কিছুকাল পরে যখন অতি আর অল্প দুটোই অনুভব হবে আর যে সব আত্মারা এখনও বাবাকে চেনেনি, তারা হৃদের বৈরাগ্য বৃত্তিতে আসবে আর তোমরা ভাগ্যবান আত্মারা বেহৃদের বৈরাগ্য বৃত্তির অনুভবে থাকবে। এখন তো দুনিয়ার মানুষের মধ্যেও বৈরাগ্য নেই। যদিওবা অল্প বিস্তর রিহার্সাল হয়ও, তা সত্ত্বেও আরোই উদাসীনতার নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে যায় যে, এ তো হয়েই থাকে। কিন্তু যখন 'অতি' আর 'অল্প'র দৃশ্যবলী সামনে আসতে থাকবে, তখন স্বতঃতই হৃদের বৈরাগ্য বৃত্তি উৎপন্ন হবে আর অত্যন্ত টেনশন হওয়ার কারণে সকলের অ্যাটেনশন এক বাবার দিকেই যাবে। সেই সময় সকল আত্মাদের অন্তর থেকে আওয়াজ ধ্বনিত হবে - সকলের রচয়িতা, সকলের পিতা এক আর তখন সব তরফ থেকে বুদ্ধি স্বতঃতই এক দিকে সরে আসবে। এই রকম সময়ে তোমরা ভাগ্যবান আত্মাদের বেহৃদের বৈরাগ্য বৃত্তির স্থিতি স্বাভাবিক আর নিরন্তর হয়ে যাবে আর প্রত্যেকের ললাট থেকে ভাগ্যের রেখা গুলি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। এখনও শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সদা কী থাকে? 'ভগবান' আর 'ভাগ্য'।

অমৃতবেলা থেকে নিজের ভাগ্যের লিস্ট বের করো। ভাগ্যবান বাচ্চাদের অমৃতবেলায় বাবা স্বয়ং ঘুম থেকে জাগান আর আহ্বানও করেন। অত্যন্ত স্নেহী বাচ্চা যারা তাদের অনুভব রয়েছে যে, ঘুমিয়ে থাকতে চাইলেও শুয়ে থাকতে দিচ্ছে না, কেউ যেন উঠিয়ে দিচ্ছে, ডাকছে। এই রকম অনুভব হয়, তাই না! অমৃতবেলার থেকে নিজের ভাগ্যকে দেখেছো? ভক্তিতে দেবতাগণকে ভগবান মনে করে ভক্তরা ঘন্টা বাজিয়ে জাগায় আর তোমাদেরকে স্বয়ং ভগবান জাগান, কতখানি ভাগ্য তোমাদের! অমৃতবেলার থেকে শুরু করে বাবা বাচ্চাদের সেবাধারী হয়ে সেবা করেন এবং তারপর আহ্বান করেন - "এসো, বাবার সমান স্থিতির অনুভব করো, আমার সাথে এসে বসো।" বাবা কোথায় বসে আছেন? উঁচু স্থানে আর উঁচু স্থিতিতে। যখন বাবার সাথে তোমরা বসে যাবে, তাহলে তোমাদের স্থিতি কেমন হয়ে যায়? যোগ লাগাতে হয় নাকি যোগ লেগেই থাকে? তখনই তো এখানে বেশী সময় থাকতে ইচ্ছে করে, তাই না? এখন যখন সবাইকে বলা হয় - আরো দিন ১৫ থেকে যাও, শুনেই আনন্দে নাচতে থাকবে তাই তো? তাই যেমন স্থানের প্রভাব স্থিতির উপরে পড়ে, তেমনই অমৃতবেলায় হয় পরমধামে নয়তো সূক্ষ্ম লোকে চলে যাও, বাবার সাথে বসে যাও। অমৃতবেলা শক্তিশালী হলে সারাদিন স্বতঃতই সহায়তা প্রাপ্ত করবে। অতএব নিজের ভাগ্যকে স্মৃতিতে রাখো - "বাঃ আমার ভাগ্য!" দিনচর্যাই ভগবানকে দিয়ে শুরু হয়।

এরপর নিজের ভাগ্যকে দেখো - বাবা স্বয়ং শিক্ষক হয়ে কতো দূর দেশ থেকে তোমাদেরকে পড়াতে আসেন! লোক তো ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য কতো প্রচেষ্টা করে। আর ভগবান স্বয়ং তোমাদের কাছে শিক্ষক হয়ে পড়াতে আসেন, কতখানি ভাগ্য তোমাদের! আর কতো সময় ধরে সেবার ডিউটি পালন করছেন তিনি! কখনো ক্লান্ত হয়েছেন? কখনো অজুহাত দেখিয়েছেন যে - আজকে মাথার যন্ত্রণা, আজ রাত্রে ঘুম হয়নি? তো বাবা যেমন অক্লান্ত সেবাধারী হয়ে সেবা

করেন, তাই বাবার সমান বাচ্চারাও হল অক্লান্ত সেবাধারী। নিজের দিনচর্যাকে দেখো, কতো বড় ভাগ্য তোমাদের ? বাবা সর্বদা স্নেহী, হারানিধি বাচ্চাদেরকে বলে থাকেন - যে সেবাই করো না কেন, তা সে লৌকিক হোক কিম্বা অলৌকিক, পরিবারেই হোক অথবা সেবাকেন্দ্রে - যে কর্মই করো, যে ডিউটিই করো, কিন্তু সদা এই অনুভব করো যে করাবনহার করাচ্ছেন আমি নিমিত্ত করনহারের দ্বারা, আমি সেবা করবার জন্য নিমিত্ত হয়েছি, করাবনহার করাচ্ছেন। এখানেও তোমরা একা নও, করাবনহারের রূপে বাবা কর্ম করবার সময়ও সাথে রয়েছেন। তোমরা তো কেবল নিমিত্ত। ভগবান হলেন বিশেষ করাবনহার। একা একা তাহলে করোই বা কেন ? আমি একা করি - এই ভান থাকলে এই 'আমি' হল মায়ার দরজা। তাই তো তোমরা বলো - মায়ী এসে গেছে। যখন দরজা খোলা রয়েছে, তবেই তো মায়ী অপেক্ষায় রয়েছে আর তোমরা যখন সব ব্যাবস্থা খুব ভালো ভাবেই করে রেখেছ, তাহলে আসবে না কেন ?

এও নিজের ভাগ্য স্মৃতিতে রাখো যে, বাবা করাবনহার সকল কর্মই করাচ্ছেন। তাহলে কোনো বোঝা থাকবে না। বোঝা তো মালিকের উপরে থাকে, যারা সাথী থাকে, তাদের উপরে বোঝা থাকে না। মালিক হয়ে যাও বলেই তো বোঝা এসে যায়। আমি বালক আর মালিক হলেন বাবা, মালিক বালককে দিয়ে করাচ্ছেন। বড় হয়ে বসো বলেই তো অনেক বড় দুঃখ এসে যায়। বালক হয়ে, মালিকের ডাইরেকশন অনুসারে করো। কত বড় ভাগ্য এটা ! সকল কর্মে বাবা সব দায়িত্ব নিয়ে হাল্কা বানিয়ে ওড়াচ্ছেন। কিন্তু কী হয়, যখন কোনো সমস্যা চলে আসে, তখন তোমরা বলো যে - বাবা, এখন তুমি জানো। আর যখন সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন আনন্দে মশগুল হয়ে যাও। কিন্তু এই রকম করো কেন যাতে সমস্যা চলে আসে ? করাবনহার বাবার ডাইরেকশন অনুসারে সকল কর্ম করতে থাকো, তাহলে কর্মও শ্রেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ কর্মের ফল হল - সদা খুশী, সদা হাল্কা ভাব, ফুরিস্তা জীবনের অনুভব করতে থাকবে। 'ফুরিস্তা কর্মের সম্বন্ধে আসবে কিন্তু কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হবে না।' আর বাবার সম্বন্ধ করাবনহার রূপে যুক্ত রয়েছে, সেইজন্য নিমিত্ত ভাবে কখনো 'আমি' ভাবের অহমিকা (অভিমান) আসে না। সদা নির্মাণ (নিরহংকারী/নম্রচিত্ত) হয়ে নির্মাণ কার্য করবে। তাহলে কতখানি ভাগ্য তোমাদের, তাই না !

আর তারপর ব্রহ্মা - ভোজন কে খাওয়ান তোমাদের ? নামই তো হল ব্রহ্মা ভোজন - ব্রহ্ম - ভোজন নয়, ব্রহ্মা ভোজন। তো ব্রহ্মা হলেন এই যজ্ঞের সদা রক্ষক। প্রত্যেক যজ্ঞ বৎস বা ব্রহ্মা বৎসের জন্য ব্রহ্মা বাবার দ্বারা ব্রহ্মা ভোজন প্রাপ্ত হয়ই। লোকে তো এমনিই বলে দেয় যে, আমাদেরকে ভগবান খাওয়াচ্ছেন। তাদের তো জানাই নেই যে ভগবান কী, কিন্তু খাওয়াচ্ছেন ভগবান। কিন্তু ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে তো বাবা'ই খাওয়ান। সে তোমরা লৌকিক রোজগার করেই পয়সা জমা করছো, তা দিয়েই খাবার আনছো ঠিকই, কিন্তু প্রথমে তো তোমাদের রোজগারের টাকা বাবার ভান্ডারীতেই দিচ্ছো। বাবার ভান্ডারী 'ভোলানাথের ভান্ডারী'তে পরিণত হয়ে যায়। কখনোই এই বিধিকে ভুলবে না। নাহলে ভাবতে পারো - আমি নিজেই রোজগার করি নিজেই খাই। এমনিতে তো তোমরা হলে ট্রাস্টি, ট্রাস্টির কোনো কিছুই হয় না। আমরা আমাদের পয়সায় খাই - এই সংকল্পও যেন না ওঠে। তোমরা যখন ট্রাস্টি, তখন সব কিছুই বাবর কাছে সঁপে দিয়েছ। তোমার হয়ে গেছে, আমার নয়। ট্রাস্টি অর্থাৎ তোমার আর গৃহস্থী অর্থাৎ আমার। তোমরা কারা ? গৃহস্থী তো নও তাই না ? ভগবান খাওয়াচ্ছেন, ব্রহ্মা ভোজন পাচ্ছ তোমরা - ব্রাহ্মণ আত্মাদের এই নেশা স্বতঃই থাকে আর বাবার গ্যারান্টি হল - ২১ জন্ম ব্রাহ্মণ আত্মা কখনো অভুক্ত থাকবে না, ভগবান অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে ডাল - রুটি, সন্ধি খাওয়াবেন। এই জন্মও ডাল - রুটি ভালোবাসার খাওয়াবেন, পরিশ্রমের না। সেই কারণেই সদা এই স্মৃতি রাখো যে, অমৃতবেলা থেকে কি কি ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। সমস্ত দিনচর্যাটিকে মনে করো।

ঘুমও পাড়ান বাবা ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে। বাবার কোলে ঘুমিয়ে পড়ো, তাহলে সব পরিশ্রম অসুখ বিসুখ সব কিছু ভুলে যাবে, আরামে ঘুমাবে। কেবল আহ্বান করো - 'আ রাম', আর আরাম এসে যাবে। একা ঘুমাও বলেই তো নানা রকমের সংকল্প চলতে থাকে। বাবার সাথে 'স্মরণের কোলে' ঘুমিয়ে পড়ো। 'মিষ্টি বাচ্চা', 'প্রিয় বাচ্চা'র ঘুম পাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ো। দেখো কতখানি অলৌকিক অনুভব হয় ! তাই অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সব ভগবান করাচ্ছেন, যিনি চালাবার তিনিই চালাচ্ছেন, যিনি করাবার তিনিই করাচ্ছেন - সদা এই ভাগ্যকে স্মৃতিতে রাখো, ইমার্জ করো। কোনো জাগতিক নেশাও যতক্ষণ না নেশার বস্তুকে পান করছে ততক্ষণ পর্যন্ত নেশা চড়বে না। সেইরকমই কেবল বোতলেই সেটা যদি থাকে, তবে কি নেশা চড়বে ? এও বুদ্ধিতে সমাযিত হয়ে তো আছে, কিন্তু তাকে ইউজ করো। স্মৃতিতে নিয়ে আসা অর্থাৎ পান করা, ইমার্জ করা। একে বলা হয় - স্মৃতি স্বরূপ হও। এই রকম বলা হয়নি যে, বুদ্ধিতে সমাযিত করে রাখো। স্মৃতি স্বরূপ হও। কতখানি ভাগ্যবান তোমরা ! রোজ নিজের ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে সমর্থ হও আর উড়তে থাকো। বুঝতে পেরেছ, কী করতে হবে ? ডবল বিদেশি জাগতিক নেশার তো অনুভবী, এখন অসীম জগতের নেশা

স্মৃতিতে রাখো, তাহলে সদা ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা ললাটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। এখন কারোরটা সুপ্ত, কারোরটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সদা স্মৃতিতে যদি থাকে, তবে ললাটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, অন্যদেরকেও অনুভব করতে থাকবে। আচ্ছা !

সদা ভগবান আর ভাগ্য - এই রকম স্মৃতি স্বরূপ সমর্থ আত্মাদেরকে, সদা প্রতিটি কর্মে করনহার হয়ে কর্ম করিয়ে থাকা শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদেরকে, সদা অমৃতবেলায় বাবার সাথে উচ্চ স্থান, উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থাকা ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে, সদা নিজের ললাট দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা গুলি অন্যদেরকে অনুভব করতে পারা বিশেষ ব্রাহ্মণদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বিদায়ের সময় দাদী জানকী বস্ত্রে তথা কুরুক্ষেত্রে সেবার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে অনুমতি নিচ্ছেন

মহারথীদের পায়ে সেবার চাকা তো লাগানোর রয়েছে। তোমরা যেখানেই যাও সেবা ছাড়া তো আর কিছু হয়ই না। তা সে যে কারণেই যাও না কেন তাতে সেবা সমায়িত হয়ে থাকে । প্রতিটি কদমে সেবা ছাড়া আর কিছুই নেই। যদি হাটাচলাও করো, চলাফেরাতেও সেবা। খাবারও যদি খায়, কাউকে ডেকে এনে খাওয়ায়ও, সেও তখন ভালোবেসে গ্রহণ করে - তবে সেটাও সেবা হয়ে গেল । উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সেবাই সেবা। সেবার চাক্স পাওয়াও তো ভাগ্যের লক্ষণ। বড় চক্রবর্তী হতে হলে সেবার চক্রও বড় হবে। আচ্ছা !

বরদানঃ- তমোগুণী বায়ুমণ্ডলে নিজ স্থিতি একরস, অচল - অটল রাখতে সক্ষম মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব দিন দিন পরিস্থিতি গুলি অতি তমোপ্রধান হতে থাকবে। বায়ুমণ্ডল আরও খারাপের দিকে যেতে থাকবে। এই রকম পরিবেশে পদ্ম ফুলের মতো নির্লিপ্ত থাকা, নিজের স্থিতিকে সতোপ্রধান বানানো - এর জন্য অনেকখানি সাহস বা শক্তির প্রয়োজন । যখন এই বরদান স্মৃতিতে থাকে যে, আমি হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান, তখন পরিস্থিতির দ্বারাই হোক কিম্বা লৌকিক সম্বন্ধের দ্বারা অথবা দৈবী পরিবারের দ্বারা, যে পরীক্ষাই আসুক না কেন - তাতে সদা একরস, অচল - অটল থাকবে।

স্লোগানঃ- বরদাতা বাবাকে নিজের সত্যিকারের সাথী বানিয়ে নিলে বরদানের দ্বারা ঝুলি ভরতেই থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেই নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে আমায় অতিব মিষ্টি হতে হবে, সকলকে সুখময়-প্রেমময় দৃষ্টিতে দেখতে হবে, কারোর নাম-রূপে আটকে পড়ো না"

প্রশ্নঃ - যোগের সিদ্ধি কি ? পাক্ষা যোগীর নিদর্শন কি ?

*উত্তরঃ - সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় যেন সম্পূর্ণ শান্ত, শীতল হয়ে যায় -- এ হলো যোগের সিদ্ধি। পাক্ষা যোগী বাচ্চা তারাই, যাদের কর্মেন্দ্রিয় এতটুকুও চঞ্চল হয় না। কোনও দেহধারীর প্রতি চোখ যেন এতটুকুও ডুবে না যায়। মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমরা যুবাবস্থায় নেই, এখন তোমরা বাণপ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো.....

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা গান শুনেছে। এর অর্থের উপর মনে-মনে (হৃদয়ে) বিচারসাগর মন্থন করতে হবে আর খুশীতে থাকতে হবে কারণ এ হলো নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন কথা। এই নতুন কথা এখন শুনবে। বাচ্চারা, এখন জানে যে নতুন দুনিয়ার স্থপতি কোনো মানুষ হতে পারে না। তোমরা যখন এ'সকল কথা শোনো তখন বোঝ যে এ তো ৫ হাজার বছর পূর্বের পুরোনো কথা যা পুনরায় নতুন করে শোনানো হচ্ছে। তাহলে পুরোনো তথা নতুন, নতুন তথা পুরোনোই হয়ে যায়। এখন তোমরা জানো যে, ৫ হাজার বছর পূর্বের সেই কথাই বাবা নতুন করে বলেন। কথা সেটাই। কেন শোনান ? নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। এরজন্য জ্ঞান-ডাম্প করতে হয়। ভক্তিতেও অনেক নৃত্য করা হয়। চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরে-ঘুরে নৃত্য করে। জ্ঞানের ডাম্প তো একদম সহজ। ওতে কর্মেন্দ্রিয়গুলি অধিক মাত্রায় সঞ্চালিত হয়, পরিশ্রম করতে হয়। এ তো কেবল ভিতরে-ভিতরে জ্ঞান-ডাম্প চলতে থাকে। সৃষ্টি-চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় -- সেই নলেজ বুদ্ধিতে রয়েছে। এতে কোনো কষ্ট নেই। হ্যাঁ, স্মরণে পরিশ্রম হয়। অনেক বাচ্চারা অনুষ্ঠীর্ণ হয়ে যায়, কোথাও না কোথাও পতন হয়। সবচেয়ে মুখ্যকথা হলো -- নাম-রূপে আটকে পড়া উচিত নয়। স্ত্রী-পুরুষ কাম-বিকার বশতঃ নাম-রূপে আটকে পড়ে, তাই না! ক্রোধ নাম-রূপে আবদ্ধ করে না। সর্বপ্রথমে হলো এ (কাম-বিকার), যার থেকে অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকতে হবে, কারণ নাম-রূপে আটকে পড়ো না। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আমরা আত্মারা অশরীরী এসেছিলাম, এখন অশরীরী হয়েই যেতে হবে। এই দেহ-বোধ ভাঙতে হবে। এ' হলো নাম-রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ার অত্যন্ত খারাপ রোগ। বাবা বাচ্চাদেরকে সাবধান করেন। কেউ-কেউ সেই কথা বোঝে না। তারা বলে -- বাবা এ'রকম বলে না যে নাম-রূপে আটকে পড়েছে। কিন্তু এ হলো গুপ্ত রোগ সেইজন্য প্রিয়তম প্রিয়তমাদের অথবা বাবা বাচ্চাদের জাগিয়ে তোলেন। বাচ্চা জাগো, এখন পুনরায় কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবে। বাবা জ্যোতি জাগরিত করতে আসেন। মানুষ মারা গেলে তখন তার জ্যোতি জাগৃত অর্থাৎ তার উদ্দেশ্যে দীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। তারপর সেই প্রদীপের দেখ-ভালও করতে হয় যাতে নিভে না যায়। আত্মা যেন অন্ধকারময় না হয়। বাস্তবে এ'সব হলো ভক্তিমার্গের কথা। আত্মা তো সেকেন্ডে চলে যায়। অনেক মানুষ জ্যোতিকে ভগবান মনে করে। ব্রহ্মকে মহাজ্যোতি বলে। ব্রহ্ম সমাজীয়দের যে মন্দির রয়েছে, যেখানে দিবা-রাত্র জ্যোতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। কত খরচপত্র হয়। বৃথা ঘৃত নষ্ট হয়। এখানে ও'সমস্ত কিছুই ঢালতে হবে না। স্মরণই ঘৃতের কাজ করে। স্মরণ-রূপী ঘৃত। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এ'সকল বোঝে। নতুন কথা হওয়ার কারণেই ঝগড়া হয়। বাবা বলেন -- আমি আসি মিষ্টি বাচ্চাদের কাছে। ভারতেই আমি। নিজের জন্ম, দেশ সকলেরই ভালো লাগে, তাই না! বাবার তো সবকিছুই ভালো লাগে। তবুও আমি আমার ভারত দেশই আমি। গীতায় যদি কৃষ্ণের নাম না থাকতো তবে সকল মনুষ্য-মাত্রই শিববাবাকে মান্যতা দিত। কত-কতজন শিবের মন্দিরে যায়। সবচেয়ে বড় মন্দির সোমনাথের ছিল। এখন তো কত অগণিত মন্দির তৈরী হয়েছে। কৃষ্ণকে সকলে এত মান্যতা দেয় না যা অসীম জগতের পিতাকে মান্যতা দেয়। সে'জন্য এইসময় তোমাদের এর থেকে প্রিয় বস্তু আর কিছু হয় না। এখানে সাকারের কোনো মহিমা নেই। এ তো নিরাকারের মহিমা, যিনি অভোক্তা। অসীম জগতের পিতাই যখন স্বর্গের রচয়িতা তখন তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করা তো উচিত, তাই না! আজ-কাল করতে-করতে কাল গ্রাস করে নেবে। এছাড়া সময় অল্পই আছে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার তো নিয়ে নাও। যখন পরীক্ষা বা প্রশ্ন লেখে তখন তাদের বোঝাতেও হবে। যখন নিশ্চয় রয়েছে যে উনি আমাদের পিতা তখন পিতার থেকে উত্তরাধিকার লাভের পুরুষার্থ করো, নাহলে বাইরে গেলে তৎক্ষণাৎ ভুলে যাবে। বাবা তো কল্যাণকারী, তাই না! বলে যে, এই যোগের দ্বারাই ২১ জন্মের জন্য তোমাদের সমস্ত দুঃখ দূর হবে। কন্যারা ঘরেও বোঝাতে থাকো যে সর্ব দুঃখহরণকারী অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করলেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। পবিত্র তো অবশ্যই থাকতে হবে। মূলকথা হলো পবিত্রতার। স্মরণে যত

বেশী করে থাকবে তত ইন্দ্রিয় শান্ত হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত যোগের সিদ্ধি সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ ইন্দ্রিয়ও শান্ত হয় না। প্রত্যেকেই নিজেকে পরীক্ষা করো যে -- কাম-বিকার আমায় কোনো ধোঁকা দিচ্ছে না তো ? যদি আমি পাক্ষা যোগী হই তাহলে কোনো চঞ্চলতা আসা উচিত নয়। এ যেন বানপ্রস্থ অবস্থা -- বাবাকেই স্মরণ করতে থাকতে হবে। বাবা সমস্ত বাচ্চাদের বোঝান। এখন তোমরা ভালো যোগী হবে, কোথাও যেন চক্ষু ডুবে না যায় তখন তোমাদের ইন্দ্রিয় শান্ত হয়ে যাবে। মুখ্য হলো এইটি যা সকলকে ধোঁকা দেয়। যোগে অবস্থা ভালভাবে পোক্ত হয়ে যাবে তখন অনুভূত হবে -- আমরা যেন যৌবনেই বাণপ্রস্থ অবস্থায় চলে এসেছি। বাবা বলেন -- কাম মহাশত্রু। সেইজন্য নিজেকে যাচাই করতে থাকো। যত স্মরণে থাকবে ততই কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে আর স্বভাব অতি মধুর হয়ে যাবে। অনুভূত হবে যে পূর্বে আমি কত কড়া ছিলাম, এখন কত মিষ্টি হয়ে গেছি। বাবা তো প্রেমের সাগর, তাই না! সেইজন্য বাচ্চাদেরকেও হতে হবে। তাই বাবা বলেন, সকলের প্রতি যেন প্রেমবিভোর দৃষ্টি থাকে। যদি কাউকে দুঃখ দাও তবে দুঃখী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সেইজন্য অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। বাবা বলেন -- আমি তো রূপ-বসন্ত, তাই না! বাবার থেকে কত অমূল্য জ্ঞান-রত্ন পাওয়া যায়, যার দ্বারা তোমরা ঝুলি ভরপুর করো। ওরা আবার শঙ্করের সামনে গিয়ে বলে, ঝুলি ভরে দাও। ওদের এ'টা জানা নেই যে শঙ্কর ঝুলি পরিপূর্ণ করে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা বোঝ যে জ্ঞানসাগর বাবা আমাদের ঝুলি জ্ঞান-রত্নের দ্বারা ভরপুর করেন। তোমরাও হলে রূপ-বসন্ত(জ্ঞানী-যোগী)। প্রত্যেকের আত্মাই রূপ-বসন্ত। নিজেকে দেখতে থাকো যে আমরা কতখানি জ্ঞান-রত্ন ধারণ করে আরো জ্ঞান-ডাম্প করি অথবা রত্ন দান করি। সবচেয়ে ভালো রত্ন হলো -- মন্মনাভব। বাবাকে স্মরণ করলেই বাবার উত্তরাধিকার পেয়ে যাও। যেমন বাবা জ্ঞানে পরিপূর্ণ তেমনই বাবা বসে বাচ্চাদের নিজের সমান করে গড়েন। গুরুরাও নিজের সমান করে তৈরী করেন। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা, যার রূপ হলো বিন্দু। তোমাদের রূপও বিন্দু। তোমাদের নিজ-সম জ্ঞানসাগরে পরিনত করি। যত ধারণ করবে, করাবে.... ওরা মনে করে আমাদের পদ উচ্চ। অনেকের জন্য কল্যাণকারী হলে তখন অনেকের আশীর্বাদ পাবে। বাবাও রোজ সার্ভিস করেন, তাই না! এই কন্যা হলো গুলজার, কত মিষ্টি করে বোঝায়। সকলে পছন্দ করে। মন বলে যে এ'রকম ব্রাহ্মণী যেন আমরা পাই। এখন একজন ব্রাহ্মণী তো সব জায়গায় যেতে পারবে না। তবুও বাবা বলেন -- যে মনে করে আমি ভালো বোঝাই তাহলে তাদের অলরাউন্ড সার্ভিসে যাওয়া উচিত। নিজের থেকেই তো শখ হওয়া উচিত। আমি সেন্টারে-সেন্টারে চক্কর লাগাবো.....। যারা-যারা মনে করে আমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারবো, আমার থাকে ভালো সুগন্ধ নির্গত হয় তাহলে শখ তো থাকা উচিত। ১০-১৫ দিন সেন্টারে-সেন্টারে গিয়ে ঘুরে আসি। একজনকে দেখে আরও শিখবে, যে করবে সে-ই পাবে। এই সেবা অত্যন্ত কল্যাণকারী। তোমরা মানুষকে জীবনদান করো। এ অতি উত্তম অপেক্ষাও উত্তম(সর্বোত্তম) কার্য। ব্যবসাপত্র করা লোকেরাও সময় বের করে সার্ভিস করতে যেতে পারে। সার্ভিসেবলকে তো বাবা ভালোও বাসবেন, প্রতিপালনও করবেন। যাদের সার্ভিসের শখ থাকবে তারা সার্ভিস ব্যতীত থাকতে পারবে না। বাবা সহায়তাও করেন, তাই না! বাচ্চাদের দয়াশীল হতে হবে। বেচারাদের অত্যন্ত দুঃখী জীবন। তোমরা জীবনদান করো, কাউকে অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন দান করা, এর মতন সর্বোত্তম জ্ঞান দান আর কিছু নেই। অত্যন্ত দয়াশীল হতে হবে। ব্রাহ্মণী দুর্বল হওয়ার কারণে সার্ভিস টিলেঢালা হয়ে যায় সেইজন্য ভালো টিচার চাইতে থাকে। যখনই মনে ভাববে তখনই চলে যাওয়া উচিত। বাবা সেন্টার ঠান্ডা (কমজোর), আমি গিয়ে ঘুরে আসছি। প্রদর্শনীর চিত্রও রয়েছে। চিত্রের উপর বেশী ভালভাবে বুঝবে। খেয়াল চলতে থাকা উচিত যে সার্ভিস কিভাবে বৃদ্ধি করবো। বাবাও সকলের জীবন হীরের মতন করে গড়ে দেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও সার্ভিস করতে হবে। বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। অপবিত্র মানুষের বা পৃথিবী ইত্যাদির(প্রকৃতি) বন্দনা কখনো করা হয় না। এ হলো ৫ তন্ত্র, এর আবার বন্দনা কি করবে! ৫ তন্ত্রে নির্মিত শরীর, তবে তো শরীরের পূজা হলে গেল ভূত পূজা। শিববাবার তো শরীর নেই। ওঁনার পূজা হলো সর্বোত্তম। বাকি সব মধ্যম। আজকাল তো মানুষকেও পূজা করতে থাকে, ওরা হলো পতিত। মহান আত্মারা হলো দেবতারা। সন্ন্যাসীদের থেকেও অধিক পবিত্র। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে আমরা দেবতায় পরিনত হচ্ছি। বাবা আমাদের এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন দান করা শেখান। এর মতন উচ্চ দান আর কিছু হয় না। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শিব আর লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তো আছে। প্রত্যেকে নিজেকে ঘরে লাগিয়ে দাও তাহলেই স্মরণে থাকবে। শিববাবা আমাদের এ'রকম লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিনত করেন। এখন তোমরা তৈরী হচ্ছে। স্বর্গের রচয়িতা হলেনই শিববাবা। সত্যযুগে তো উত্তরাধিকার দেবে না। এই অন্তিম জনমে শিববাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো তবেই তোমরা এ'রকম হবে। আর সব কথা(বিষয়) ত্যাগ করে ব্যস সেবাই-সেবা। বাবাকে স্মরণ করো -- এও তো বড় সার্ভিস করো। তন্ত্র ইত্যাদি সব পবিত্র হয়ে যায়। যোগের মহিমা অত্যন্ত গভীর। জগতে যোগাশ্রম তো অনেক রয়েছে, কিন্তু সে'সব হলো শরীর-সম্বন্ধীয় হঠযোগ, তোমাদের হলো রাজযোগ, যারজন্য তোমাদের তরী পার হয়ে যায়। অনেক প্রকারের সেই হঠযোগ ইত্যাদির দ্বারা সিঁড়ি নেমে এসেছো। মূলকথা হলো স্মরণের। দেখতে হবে যে আমাদের মন কোথাও বিকার অভিমুখে যায় না তো ? বিকারীকেই পতিত বলা হয়। অর্থাৎ কড়ি-তুল্যা। বিকারে পতিত হলে নিজেরই ক্ষতি করে দেয়। যে করবে সে-ই পাবে।

বাবা দেখুক বা না দেখুক। নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে -- আমি কি বাবার সার্ভিস করি! আমার মধ্যে কোনও অবগুণ নেই তো! যদি থাকে তবে তা নিষ্কাশিত করা উচিত। নিজের মধ্যে থেকে অবগুণ নিষ্কাশিত করার জন্য বাবা অনেক বুঝিয়ে থাকেন। নিগুণের অর্থও কেউ বোঝে না। নিগুণ বালকদের মন্ডলী(দল) কি করতে পারবে, যাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। অর্থহীনভাবে যা আসে তাই-ই বলে দেয়। মত তো অনেক, তাই না! তোমরা এক মত পাও, যারজন্য তোমাদের অগাধ খুশী হওয়া উচিত। বাবা কেবল বলেন -- আমায় স্মরণ করো আর কমলপুষ্প-সম হও। মন-বাণী-কর্মে পবিত্র হও। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণেরা শ্রীমতানুসারে আপন তন-মন-ধন দ্বারা নিজের এবং সমগ্র বিশ্বের সেবা করছি। বাবা তো ভারতেই আসবে, তাই না! তোমরা পান্ডবেরা ভারতকে স্বর্গে পরিনত করার সেবা করছো। তোমরা নিজেদের কর্ম করে যাচ্ছে। শেষে বিজয় তো পান্ডবদেরই হবে, এখানে লড়াই-এর কোন কথা নেই। তোমরা হলে ডবল অহিংসক। না বিকারে যাও, না গুলি চালনা(যুদ্ধ-হিংসা) করো। হিংসার দ্বারা কেউ-ই বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন -- ওরা দু'জন(খ্রীষ্টানরা) যদি পরস্পর মিলিত হয়ে যায় তবে বিশ্বে রাজত্ব করতে পারবে। কিন্তু ড্রামায় এ'রকমকিছু নেই। খ্রীষ্টানরাই কৃষ্ণপুত্রকে গ্রাস করেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত তো কৃষ্ণেরই পুরী ছিল, তাই না! লড়াই করে রাজত্ব কায়েম করেছে, অনেক ধন-সম্পদ নিয়ে গেছে। এখন পুনরায় ধন ফিরে আসতে থাকে আর তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। বাবা কত যুক্তি বলে দেন। ওরাই তোমাদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে, পরে নিজেরাই পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে আর বিশ্বের মালিক তোমরা হয়ে যাও। কত বিশাল রাজত্ব। পরিশ্রম কেবল এতেই রয়েছে -- স্মরণ করতে থাকো আর নিজেদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। এতে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্য সবকথা ত্যাগ করে জ্ঞান দান করতে হবে। রূপ-বস্তু হতে হবে। নিজের অবগুণকে নিষ্কাশিত করার পুরুষার্থ করতে হবে। অন্যান্যদের দেখবে না।

২) নিজের স্বভাবকে অত্যন্ত মিষ্টি-মধুর করতে হবে। সকলের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেবে না। কর্মেন্দ্রিয়জীং হতে হবে।

বরদানঃ:- অমৃতবেলার সহায়তা অথবা শ্রীমতের পালনার দ্বারা স্মৃতিকে বলিষ্ঠভাবে (সমর্থ) নির্মাণকারী স্মৃতি স্বরূপ ভব
নিজের স্মৃতিকে সমর্থ বানাতে হবে অথবা স্বতঃ-ই স্মৃতি স্বরূপ হতে হবে তবেই অমৃতবেলার সময়ের মূল্যকে জানবে। শ্রীমত যেমন রয়েছে, সেই অনুসারেই সময়কে জেনে সময়ানুসারে চলো তবেই সর্বকিছু প্রাপ্ত করতে পারবে আর পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। অমৃতবেলার মাহাত্ম্য বুঝে চললে প্রতিটি কর্ম মাহাত্ম্য অনুসারে হবে। সেইসময় বিশেষভাবে সাইলেন্সে থাকে সেইজন্য সহজেই স্মৃতিকে সামর্থ্য-সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারো।

স্লোগানঃ:- স্মরণ এবং নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মায়াজীং হয় যে, সে-ই সদা বিজয়ী হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা — এতদিন যা কিছু পড়েছ, তা ভুলে গিয়ে এক বাবাকেই স্মরণ করো"

*প্রশ্ন:- ভারতে সত্যযুগের স্বরাজ্য স্থাপন করার জন্য কোন্ শক্তি প্রয়োজন ?

*উত্তর:- পবিত্রতার শক্তি। তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে ওঠো। এই পবিত্রতার শক্তির দ্বারাই সত্যযুগের স্বরাজ্য স্থাপন হয়, এর মধ্যে যুদ্ধের কোনও প্রশ্ন নেই। জ্ঞান আর যোগবলই পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে তোলে। এই শক্তির দ্বারা এক মতের স্থাপনা হয়ে থাকে।

*গীত:- অবশেষে সেই দিন এল আজ....

ওম শান্তি । বাচ্চারা এই গীত শুনেছে। এই গীতটি আমাদের দ্বারা তৈরি হয়নি । যেমন অন্যান্য বেদ শাস্ত্রের সার বোঝান হয়। ঠিক তেমনই এইসব গান যা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তার সার (মূল বিষয়) বোঝান হয়। বাচ্চারা জানে মাঝি বা মালি বা সন্নতি দাতা একজনই বাবা। ভক্তি করে থাকে জীবনমুক্তির জন্য। কিন্তু জীবনমুক্তি বা সন্নতি দাতা একজনই ভগবান। এর অর্থ বাচ্চারাই জানে, মানুষ জানে না। সন্নতি অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তি প্রদানকারী। ভারতবাসী বাচ্চারা জানে এখানে পবিত্রতা সুখ শান্তি ছিল, যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। রাধা-কৃষ্ণের রাজ্য বলা হয় না। বাস্তবে মাতাদের হমজিন্স হল রাধা। তাকেই বেশি ভালোবাসা উচিত ছিল, কিন্তু কৃষ্ণকেই সবাই বেশি ভালোবাসে। দোলনায় বসিয়ে দোল খাওয়ায়। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীও পালন করে থাকে। রাধা জয়ন্তী পালন করে না। বাস্তবে তো দুজনেরই জন্মাদিন পালন করা উচিত। কিন্তু কিছুই জানে না। তাদের জীবন কাহিনী কেউ-ই জানে না। বাবা এসেই নিজের এবং সবার জীবন কাহিনী শুনিয়ে থাকেন। মানুষ বলেও থাকে শিব পরমাত্মায় নমঃ, কিন্তু তাঁর জীবন কাহিনী কেউ-ই জানে না। মানুষের জীবন কাহিনীকে হিন্দি-জিওগ্রাফী বলা হয়, দুনিয়ার হিন্দি-জিওগ্রাফী তো গাওয়া হয় না — কতটা এলাকা জুড়ে রাজত্ব করত, কতটা জমি নিয়ে রাজত্ব করত। কিভাবে রাজত্ব করেছিল তারপর তারা কোথায় চলে গেল.... এ'সব বিষয়ে কেউ-ই কিছু জানে না। বাচ্চারা তোমাদের যথার্থ ভাবে বোঝানো হয়েছে । রচয়িতা আর রচনার নলেজও বাচ্চাদের দেওয়া হয়। বাচ্চারা তোমরা বুঝেছ বাস্তবে এখন কলিযুগের অন্তিম সময় আর সত্যযুগের প্রারম্ভিক সময়। সপ্তম যুগেই পরমপিতা পরমাত্মা এসে মানুষকে পতিত থেকে পাবন দেবতা করে তোলেন। উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম করে তোলেন। কেননা এই সময় মানুষ উত্তম নয়, সর্বনিম্ন হয়ে গেছে। উত্তম, মধ্যম, সর্বনিম্ন, সত্য, রজো, তমো'র মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যে যথার্থ রীতিতে জ্ঞান শুনবে তাকে সত্যোত্তম সম্পন্ন বলা হবে। যে সামান্য জ্ঞান শুনবে তাকে রজোত্তম সম্পন্ন বলা হবে, যে শুনবেই না তাকে তমোত্তম সম্পন্ন বলা হবে। পড়াশোনাতে এমন অবস্থাই হয়। বাচ্চারা তোমাদের সত্যোত্তম পড়াশোনা প্রয়োজন সেইজন্য সত্যোত্তম লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য তোমাদের জ্ঞান প্রদান করা হয়। নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে উঠতে হবে। গীতাকেও তোমরা বলে থাক এই হচ্ছে প্রকৃত(সত্য) গীতা। তোমরা লিখতেও পার — এই হচ্ছে প্রকৃত গীতা পাঠশালা অর্থাৎ সত্য নারায়ণ হওয়ার কথা অথবা প্রকৃত অমরকথা, প্রকৃত সম্পদের কথা । তোমাদের কাছে সব চিত্র আছে, যার মধ্যেই জ্ঞান আছে। তোমরা বাচ্চারা এখন প্রতিজ্ঞা করে থাক যে আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা ভারতকে সত্যোত্তম স্বর্গ করে তুলবই। তোমাদের প্রত্যেককে খবর পৌছে দিতে হবে। গান্ধীজিও পবিত্র রাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তবে নিশ্চয়ই এই রাজ্য পতিত হয়ে গেছে। কেউ-ই বুঝতে পারে না যে আমরা স্বয়ং পতিত হয়ে গেছি। রাবণ হলো ৫ বিকার । বলে থাকে রাম রাজ্য চাই তবে নিশ্চয়ই আসুরি সম্প্রদায় তাইনা, কিন্তু কারো বুদ্ধিতেই আসে না। কত বড়-বড় গুরুরাও এটা বোঝেনা। বাচ্চারা তোমরা প্রচার করছ যে আমরা শ্রীমত অনুসারে ব্রহ্মা দ্বারা ৫ হাজার বছর পূর্বের মতোই দৈবী রাজ্য স্থাপন করব। এ'হলো পুরুষোত্তম সপ্তম যুগ যখন সর্বনিম্ন পুরুষ থেকে সত্যোত্তম পুরুষ হয়ে উঠেছে। মর্যাদা পুরুষোত্তম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। এখন পুনরায় একটাই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে অন্য কোনও ধর্ম থাকবে না। বাচ্চারা তোমরা দূততার সাথে প্রমাণ করে বুঝিয়ে থাক যে সত্যযুগে একটাই ধর্ম, একটাই রাজ্য ছিল। যদিও ত্রেতাযুগ সূর্য বংশী থেকে পরিবর্তিত হয়ে চন্দ্র বংশীয়তে যায় কিন্তু ভাষা একটাই। এখন ভারতে অনেক ভাষা। বাচ্চারা জানে আমাদের রাজ্যে একটাই ভাষা ছিল। আজকাল অনেক কিছুই দেখবে। যেমন ভ্রমণ শেষে নিজের দেশের নিকটবর্তী হলে খুশি হয় যে নিজের ঘর এসে গেছে। ঘরে গিয়ে সবার সাথে মিলিত হব। তোমাদেরও রাজধানীর সাক্ষাত্কার হতে থাকবে। নিজের পুরুষার্থও সাক্ষাত্কার হবে। দেখবে যে বাবা কতবার পুরুষার্থ করার কথা বলেছেন। পুরুষার্থ না করলে শেষে গিয়ে হায়-হায় করবে আর পদও কম হয়ে যাবে। যোগের যাত্রা সম্পর্কে সবাইকে বলতে থাকো। বোঝানো তো অতি সহজ। যারা দেরি করে আসে তারাও প্রতিদিন

সহজ জ্ঞান পেয়ে থাকে। এক সপ্তাহ বুঝলেই জ্ঞান সহজ হয়ে যাবে। চিত্রও তৈরী করা হয়েছে, সঠিক ব্যাখ্যা করে যার দ্বারা অতি সহজেই বোঝানো যায়। ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ ঠিক। এই চক্র ভারতবাসীদের জন্য। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে। তোমরা জান পতিত-পাবন, সঙ্গতি দাতা শিববাবার মতে চলে আমরা পুনরায় সহজ রাজযোগের শক্তির দ্বারা, নিজেদের তন-মন-ধন দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। অন্য কাউকে আমরা ব্যবহার করি না। নিজের তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করে থাকি। প্রত্যেকে যাই করুক না কেন, ভবিষ্যৎ নির্মাণ করছে। তোমরা একই পরিবারের সদস্য। তোমাদের দিয়েই বাবা সত্যযুগের স্বরাজ্য স্থাপন করাচ্ছেন। খরচও তোমরাই করবে। বেশি খরচ তোমাদের হবে না। তোমাদের শুধুমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে, কন্যারা কি খরচ করবে। ওদের কাছে কি কিছু আছে? বাবা বাচ্চাদের কাছ থেকে ফি(পারিশ্রমিক) কি নেবেন। কিছুই না। স্কুলেও প্রথমে খরচের কথা উল্লেখ করা হয়। লৌকিকে পড়াশোনা করার জন্য কত খরচ হয়ে থাকে। এখানে শিববাবা বাচ্চাদের কাছ থেকে কিভাবে পয়সা নেবেন। শিববাবা তো আর নিজের জন্য ঘর তৈরি করবেন না যে পয়সা নেবেন। বাচ্চারা, তোমাদের ভবিষ্যতের স্বর্গে গিয়ে হীরে-জহরতের মহল তৈরি করতে হবে সেইজন্য তোমরা এখানে যা কিছু করবে তারই বিনিময়ে ভবিষ্যতে প্রাসাদ প্রাপ্ত করবে। এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে। যে যতটুকু তন-মন-ধন দিয়ে সেবা করবে, সে ততটাই ওখানে গিয়ে পাবে। কলেজ বা হাসপাতাল তৈরি করতে ১০ লক্ষ ২০ লক্ষ টাকা লাগিয়ে দেয়। এখানে তো এতো খরচ হয়না। ছোট একটা বাড়িতে রুহানী (অলৌকিক) কলেজ কিংবা হাসপাতাল তৈরি করে থাকে। পান্ডবদের প্রভু কে ছিলেন? ওরা তো কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। বাস্তবে ভগবান তো নিরাকার। তোমাদের শ্রীমত দিয়ে থাকেন ভগবান। বাকিরা সবাই রাবণ রাজ্যে রাবণের মতে চলে। রাবণের মতে চলে কত নোংরা হয়ে গেছে। এখন এই সৃষ্টি পুরানো, সেটাই নতুন রূপে নির্মাণ হবে। সৃষ্টিতে ভারতই ছিল। নতুন ভারত, পুরানো ভারত বলা হয়। নতুন ভারত স্বর্গ ছিল। তারপর পুরানো হয়ে নরক হয়ে গেছে। একে বলা হয় রৌরব(নরকের চরম অবস্থা)। এ'সব মানুষের কথা। এখানে সুখের চিহ্ন মাত্র নেই। কোনো সুখ নেই এখানে। সন্ন্যাসীরাও বলে থাকে, এই সময়ের সুখ কাক বিষ্ঠাসম, সেইজন্যই তারা ঘর-পরিবার ত্যাগ করে। ওরা স্বর্গ বা সত্যযুগের স্থাপনা করতে অক্ষম। কৃষ্ণপূরী তো পরমাত্মাই স্থাপন করে থাকেন। শ্রী কৃষ্ণের আত্মা আর শরীর দুই-ই সত্যপ্রধান ছিল সেইজন্যই কৃষ্ণকে সবাই খুব ভালোবাসে কেননা পবিত্র তাইনা! গাওয়াও হয়ে থাকে ছোট বাচ্চা ব্রহ্ম জ্ঞানীর সমান। ছোট বাচ্চাদের বিকার সম্পর্কে কিছুই জানা থাকে না। সন্ন্যাসীরা জানে। বাচ্চারা তো জন্ম থেকেই মহাত্মা। বাচ্চাদের পবিত্র ফুল বলে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথম নন্দ্রের ফুল হচ্ছে শ্রী কৃষ্ণ। নতুন দুনিয়া স্বর্গের প্রথম প্রিন্স। জন্ম নেওয়ার পর বলবে প্রথম প্রিন্স। কৃষ্ণকে সবাই স্মরণ করে বলে শ্রী কৃষ্ণের মতো সন্তান হোক। এখন বাবা বলছেন যা হতে চাও তাই হও। কৃষ্ণ কি শুধু একজনই হয়! কতজন প্রিন্স অফ ওয়েলস (ইংল্যান্ডের ওয়েলস পল্লী) হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হয় না? এখানেও রাজবংশ আছে। পিতার পর দ্বিতীয় জন সিংহাসনে বসতেন। যেমন অন্যান্য রাজবংশ আছে তেমনই এই রাজবংশ। খ্রিস্টানদের সাথেও তোমাদের সম্পর্ক আছে। কৃষ্ণ এবং খ্রিস্টিয়ান দুয়েরই এক রাশি। তাদের মধ্যে লেন-দেনও অনেক হয়েছে। ভারত থেকে কত সম্পদ ওরা নিয়ে গেছে। এখন আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই ইউরোপীয়রা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে। এর উপরে একটা গল্পও আছে — দুটো বিড়াল লড়াই করছিল, মাঝখান থেকে বাঁদর এসে মাখন খেয়েছিল। এই কাহিনী এখনকার জন্যই প্রযোজ্য। ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে আর রাজ্য ভাগ্য তোমরা প্রাপ্ত করবে। বাচ্চারা তোমাদের এখন অগাধ জ্ঞান। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা সব ব্রহ্মাকুমার, কুমারী। এমনটা নয় যে আমি গুজরাতি, আমি বাঙালি। এমনটা নেই। এই মতভেদ থাকা উচিত নয়। আমরা সবাই এক বাবার সন্তান। ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার শ্রীমত অনুসারে আমরা আমাদের স্বরাজ্য স্থাপন করে চলেছি— জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা। যোগবলের দ্বারাই আমরা পবিত্র হয়ে উঠি। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, ওঁনার কাছ থেকেই বল প্রাপ্ত করে থাকি। তোমরা বিশ্বের বাদশাহী পেয়ে থাকো। এরজন্য লড়াই, ঝগড়া ইত্যাদি কিছুই করতে হয়না। সম্পূর্ণ পবিত্রতার শক্তি। আহ্বান করে বলে থাকে এসে পতিত থেকে পাবন করে তোলা, সুতরাং স্মরণই শক্তিশালী করে তোলে। এমন যেন না হয় কাজ-কারবারে গিয়ে সব ভুলে গেলে। এখানে সামনে বসে জ্ঞানের সাগরের ঢেউ দেখে থাকো। নদীতে এতো ঢেউ তো হয়না। সাগরের একটা ঢেউ-ই কত ক্ষতি করে দেয়। যখন ভূমিকম্প হবে সাগর উত্তাল হয়ে উঠবে। সাগরের জলকে শুকিয়ে জমি কিনে, তারপর কত দামে বিক্রি করে দেয়। তোমরা জান এই বোম্বে (মুম্বাই) থাকবে না। প্রথমে তো একটা ছোট গ্রাম ছিল। এখানে মায়েরা কত সহজ সরল। লেখাপড়াও তেমন করেনি। এখানে যা কিছু পড়েছ সব ভুলে যেতে হবে। তোমরা পড়াশোনা কিছু না করলেও ভালো। শিক্ষিত মানুষ বোম্বার সময় কত প্রশ্ন করতে থাকে। এখানে তো শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনো দেহধারী মানুষকে স্মরণ করার নয়। মহিমা শুধুমাত্র অসীম জগতের পিতার। তোমরা জানো উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন একজনই, ভগবান তারপর দ্বিতীয় নন্দ্রের ব্রহ্মা। ওঁনার থেকে উচ্চ আর কেউ হতে পারে না। ওঁনার থেকে বড়ো ব্যক্তিত্ব আর কেউ নেই, কিন্তু কত সাধারণ। কত সহজভাবে বাচ্চাদের সাথে বসেন। টেনে করে যান, কেউ কি জানে ইনি কে! ভগবান এসে জ্ঞান প্রদান করেন, নিশ্চয়ই শরীরে প্রবেশ করেই

জ্ঞান প্রদান করবেন তাইনা। যদি কৃষ্ণ হতো তবে তো ভীড় জমে যেত পড়াতেও পারত না। শুধুই দর্শন করত। এখানে তো বাবা গুপ্ত রূপে সাধারণ বেশে এসে বাচ্চাদের পড়ান।

তোমরা হলে ইনকগনিটো ওয়ারিয়র্স (ছদ্মবেশী সেনা)। তোমরা জানো আমরা আত্মারা যোগবলের দ্বারা পুনরায় নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি। এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন সুন্দর শরীর ধারণ করব। আসুরিক সম্প্রদায় থেকে দৈবী সম্প্রদায়ের হব। আত্মা বলে আমরা নতুন দুনিয়াতে দৈবী শরীর ধারণ করে রাজত্ব করব। আত্মা হলো পুরুষ, শরীর প্রকৃতি। আত্মা সবসময়ই পুরুষ। আর শরীর হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী পুরুষ-নারী হয়। কিন্তু আমি আত্মা অবিনাশী। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। কলিযুগের বিনাশ অবশ্যই হবে। বিনাশের সম্ভাবনাও সামনে দেখছি। এই যদি মহাভারতের লড়াই হয় তবে তো নিশ্চয়ই ভগবানও থাকবেন। কোন্ রূপে, কার শরীরে - এই বিষয়ে তোমরা ছাড়া আর কেউ জানেনা। তিনি বলেও থাকেন— আমি অতি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। আমি কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিনা। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাকে। আমি এর অনেক জন্মের অস্তিত্বেরও অস্তিত্ব আসি। সূর্যবংশীয়রাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাকে। ওরাই প্রথম নন্দরানুসারে আসবে। সাকারী এবং নিরাকার দুটি কল্প বৃক্ষের ঝাড়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানই তোমাদের হয়েছে। মূলবতন থেকে নন্দরানুসারে আত্মারা আসে। সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা আসে তারপর ক্রমানুসারে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসে। চিত্র দিয়ে বোঝানো খুব সহজ। বাচ্চাদের বোঝান উচিত, কুমারীদের এগিয়ে যেতে হবে। কিছু বাচ্চারা যদি এই ধরনের বিষয় ব্যাখ্যা করে তবে সেটা বিস্ময়কর হবে। তারা নামকে গৌরবান্বিত করবে। লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়ের নামকেই মহিমান্বিত করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সঙ্গম যুগে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে পুরুষোত্তম হতে হবে। এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয় যাতে নীচে নেমে যাও।

২) গুপ্ত রূপে বাবার সহযোগী হয়ে ভারতকে স্বর্গ করে তোলার সেবা করতে হবে। নিজের তন-মন-ধন দ্বারা ভারতকে স্বর্গ করে তুলতে হবে। স্মরণ আর পবিত্রতার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

বরদান:- নিজের প্রকৃত সংস্কারকে ইমার্জ করে সর্বদা প্রফুল্ল চিত্ত জ্ঞান স্বরূপ ভব
যে বাচ্চা জ্ঞানের মন্ত্রন করে তার স্বরূপ হয়ে যায় সে সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। সর্বদা প্রফুল্ল থাকা —ব্রাহ্মণ জীবনের প্রকৃত সংস্কার। দিব্য গুণ নিজের সম্পদ, অবগুণ হল মায়ার সম্পদ। যা তোমরা সঙ্গ থেকে নিয়ে আসো। এখন সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও আর সর্বশক্তিমান অথরিটির অবস্থানে থাকো যদি তবেই সর্বদা প্রফুল্ল থাকবে। কোনো আসুরিক বা ব্যর্থ সংস্কার সামনে আসার সাহসই পাবে না।

স্লোগান:- সম্পূর্ণতার লক্ষ্য যদি সামনে রাখো তবে সংকল্পেও কোনো আকর্ষণ আকৃষ্ট করবে না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - শান্ত থাকা খুব ভালো অভ্যাস, যাদের স্বভাব শান্ত তারা খুবই মিষ্টি হয়, অহেতুক কথা বলার থেকে কথা না বলা অনেক ভালো”

*প্রশ্নঃ - কোন ধরনের বাচ্চাদের সবাই ভালবাসে ? নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায় কি ?

*উত্তরঃ - যারা খুব আগ্রহের সাথে এবং ভালোবেসে সকলের সেবা করে, সবাই তাদের ভালোবাসে। কখনোই তোমাদের মধ্যে সেবার অহংকার আসা উচিত নয়। বাবার কাছ থেকে যে জ্ঞানের কস্তুরী তোমরা পেয়েছ সেটা সবাইকে দিতে হবে। সবাইকে শিববাবার কথা মনে করাতে হবে। এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা-ই তোমরা অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে। যত বেশি স্মরণে থাকবে তত খুশি থাকবে এবং চালচলন শুধরে যাবে।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে থেকে আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে তিনি বাচ্চাদেরকে অনেক বুদ্ধিমান বানিয়ে দিয়েছেন। এই পড়াশুনা খুবই সহজ। ওটা স্থূল পড়া আর এটা সূক্ষ্ম পড়া। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই পড়া কেবল বাবা ছাড়া আর কেউ পড়াতে পারবে না। বাবা তো পবিত্র করার জন্য এবং শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এসেছেন। আমাদের লক্ষ্য তো আমাদের সামনেই রাখা আছে। এইরকম বাবাকে স্মরণ করে আমাদের খুশিতে শিহরিত হওয়া উচিত। বাচ্চারা জানে যে দিনে দিনে আমাদেরকে আরো বেশি শান্তির দিকে অগ্রসর হতে হবে। সকলেই শান্তি খুব ভালোবাসে। বড় বড় ব্যক্তির বেশি কথা বলেন না এবং বেশি জোরে বলেন না। তোমরাও অনেক বড় মানুষ হয়ে যাও। প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকে মানুষ বলা হবে না, তোমরা তো দেবতা হয়ে যাও। দেবতারা খুব কম কথা বলে। যেহেতু তোমরা দেবতা হবে তাই তোমাদেরকে আওয়াজের পরিবর্তে শান্তিতে থাকার অভ্যাস করতে হবে। কেউ শান্ত থাকলে বোঝা যায় যে তার নিজের প্রতি মনোযোগ আছে। এখন তোমাদেরকে শান্তিধামে যেতে হবে, তাই খুব আস্তে কথা বলতে হবে। আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে শান্তিধামে যেতে হবে। তোমরা যত শান্তিধামে থাকো, তত তোমরা শান্তির প্রকম্পন ছড়িয়ে দাও। তোমাদেরকে খুব শান্ত থাকতে হবে। জোরে কথা বলা মোটেই ভালো দেখায় না। রাগ করাও ভালো নয়। বাচ্চাদের মধ্যে যেন কোনো বিকার না থাকে। দেখতে হবে যে আমরা কারোর সাথে লড়াই ঝগড়া করি না তো ? বাবা বলেছেন - মন্দ কিছু শুনো না, মন্দ কিছু বলো না...। যেসব কথা তোমাদের ভালো লাগে না, সেইসব খারাপ কথা কে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। তাহলে দুজনেই চুপ হয়ে যাবে। প্রত্যেক বিষয়ে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। কেউ জোরে কথা বললে তাকে বলো - শান্ত থাকো, আওয়াজ করো না। তোমরা জানো যে আমরা এখন শান্তি স্থাপন করছি। সত্যযুগে শান্তি থাকবে, আর মূলবতনে তো কেবল শান্তি আর শান্তি। শরীর না থাকলে কথা বলবে কিভাবে। বাবা বাচ্চাদেরকে খুব ভালো শ্রীমৎ দেন। তিনি বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন নিজের ঘরে ফিরতে হবে। তাই আওয়াজের দুনিয়া থেকে প্রথমে মুক্তির (ইশারা) দুনিয়ায় আসতে হবে, তারপর সাইলেন্সে চলে যাবে। যার সাথে সাক্ষাৎ হবে, তাকেই এই বার্তা শোনাতে হবে। তোমরা যত শান্ত থাকবে, মানুষ ততই বুঝবে যে এরা কোনো আন্তরিক খুশিতে আছে। শান্ত থাকা খুব ভালো স্বভাব। ওরা খুব মিষ্টি হয়। অহেতুক কথা বলার থেকে কথা না বলা অনেক ভালো। তোমরাই হলে সত্যিকারের দূত। তোমাদের উচিত সকলের ওপর কৃপা করা। যেসব বাচ্চারা কৃপা করে, তারা খুব শান্ত ভাবে বাবাকে স্মরণ করে। কেবল এই বার্তাই দিতে হবে যে লৌকিক বাবার অনেক সম্পত্তি থাকলে যেমন অনেক উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, সেইরকম অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করলে সীমাহীন সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে। অসীম জগতের পিতার কাছে তো বিশ্বের রাজত্ব রয়েছে। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে তোমরা এই বিশ্বের রাজত্ব পেয়ে যাও। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন খুব আগ্রহের সাথে সকলের সেবা করতে হবে। প্রত্যেকেই যোগ্য সেবাদারী হতে হবে। যারা খুব ভালোবেসে অন্যদের সেবা করে, সকলেই তাদের ভালোবাসে। কখনোই সেবার অহংকার আসা উচিত নয়। তোমরা বাবার কাছ থেকে জ্ঞানের কস্তুরী পেয়েছ যা অন্যদেরকেও দিতে হবে। একে অপরকে মনে করিয়ে দাও - শিববাবার কথা কি মনে আছে ? এতে খুশি আসে। যে মনে করিয়ে দেয়, তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা তোমরা বাচ্চারা অনেক সুরক্ষিত থাকবে। যত বেশি স্মরণের যাত্রায় থাকবে, তত খুশি হবে আর চালচলন ক্রমশঃ শুধরে যাবে। তোমাদেরকে অবশ্যই নিজের চরিত্রকে শোধরাতে হবে। প্রত্যেকেই নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো - আমার স্বভাব কি অত্যন্ত মিষ্টি ? কখনো কাউকে দুঃখ দিই না তো ? বায়ুমণ্ডল কখনোই এমন হওয়া উচিত নয় যাতে কেউ দুঃখ পেয়ে যায়। এইরকম চেষ্টা করতে হবে কারণ তোমরা বাচ্চারা অতি শ্রেষ্ঠ সেবা করছ। তোমাদেরকে তো এই পুরো মঞ্চকে আলোকিত করতে হবে। তোমরা হলে এই ধরণীর চৈতন্য নক্ষত্র। বলা হয়, নক্ষত্র দেবতা...। কিন্তু ওই তারাগুলো তো কোনো দেবতা নয়। তোমরা ওদের

থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী কারন তোমরা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করো। তোমরাই দেবতা হচ্ছ। যেমন ওপরে তারারা ঝলমল করে, কোনো তারা খুব উজ্জ্বল আবার কোনো তারা অল্প। কোনো তারা চাঁদের খুব কাছে থাকে। তোমরা বাম্বারাও যোগের শক্তিতে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেলে ঝলমল করতে থাকো। তোমরা বাম্বারা এখন অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের লটারি পেয়ে গেছ। তাই কতো খুশিতে থাকতে হবে। অন্তরে যেন খুশি উপচে পড়ে। তোমাদের এই জন্মকেই হীরের সাথে তুলনা করা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরাই নলেজফুল হও। তাই এই জ্ঞানের জন্যই তোমরা খুশিতে থাকো। তোমরা দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তোমাদের মুখমণ্ডল যেন সবসময় খুশিতে ভরপুর থাকে। বাবা বাম্বাদেরকে আশীর্বাদ করছেন - মিষ্টি বাম্বারা, সর্বদা শান্ত ভব ! চিরজীবী ভব ! অর্থাৎ অনেক বছর বেঁচে থাকো। বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়া গেলেও প্রত্যেকেই নিজের পুরুষার্থ করতে হবে যে কিভাবে আমি চিরজীবী হব। বাবাকে স্মরণ করেই তোমরা চিরজীবী হচ্ছ। বাবাই এই আশীর্বাদ দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণরাও বলে আয়ুষ্সান ভব। বাবাও বলেন, বাম্বারা সর্বদা বেঁচে থাকো। অর্ধেক কল্প তোমাদেরকে কাল থাকে না। সত্যযুগে তো 'মৃত্যু'-র নামও থাকবে না। এখানে মানুষ মরতে ভয় পায়। আর তোমরা মরার জন্যই পুরুষার্থ করছ। তোমরা জানো যে বাবাকে স্মরণ করতে করতে আমরা এই শরীর ত্যাগ করে শিববাবার কাছে চলে যাব। তারপর স্বর্গবাসী হব। এখন তোমরা প্রিয়তম বাবার সন্তান হয়েছ। তাই তোমাদেরকেও বাবার মতো খুব মিষ্টি এবং প্রিয় হতে হবে। বাবা তো পত্রতেও লেখেন - মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি আদরের সন্তানরা...। বাবা খুবই মিষ্টি। বাস্তবে তোমরা অনুভব করছো যে বাবা কতো মিষ্টি, কত প্রিয়। তিনি আমাদেরকেও এইরকম বানিয়ে দিচ্ছেন। তোমরাও জানো যে আমরা কতো মিষ্টি, কত প্রিয় ছিলাম। তারপর আমরাই যখন পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে গেলাম, তখন নিজেকেই পূজা করতে শুরু করলাম। এই ওয়ান্ডারফুল কথাগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে। তোমরা বাম্বারা জানো যে আমাদের অর্ধেক কল্পের সমস্ত দুঃখ দূর করার জন্য এখন বাবা এসেছেন। বলা হয় - হর হর মহাদেব। কিন্তু যাকে বলা হয়, সে তো মহাদেব নয়। বাবা-ই দুঃখ হরণ করবেন। বাবা-ই দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা অনেক দুঃখের ঘটনার সাক্ষী থেকেছ। ৫ বিকারের ব্যাধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যাধি তোমাদেরকে অনেক দুঃখ দিয়েছে। তাই বাবা বলছেন, এইসব কর্মের হিসাব এখন ঠিক করো। ব্যবসায়ীরাও ১২ মাসের হিসাবের খাতা রাখে। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাম্বারা, এখন গোটা বিশ্বই দেখো নোংরায় ভর্তি, এটাই নরক। তাই নরক থেকে স্বর্গ বানানোর জন্য বাবাকে আসতে হয়। বাবা খুব ভালোবেসে এখানে আসেন। তিনি জানেন যে আমি বাম্বাদের সেবা করার জন্য আসব। আমি প্রতি কল্পেই তোমাদের মতো বাম্বাদের সেবা করার জন্য এখানে আসি। এখানে বসেই সকলের সেবা হয়ে যায়। কেবল একজনই হলেন সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকারী এবং দাতা। বাবা জানেন, দুনিয়ার সকল আত্মাকে আমিই উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য আসি। অসীম জগতের পিতার দৃষ্টি তো জগতের সকল আত্মার ওপরেই যায়। হয়তো এখানে বসে আছেন, কিন্তু সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল মানুষের ওপরেই দৃষ্টি আছে। কারন সমগ্র বিশ্বের ক্ষতি ঠিক করতে হবে। বাবা সকল বাম্বার কথাই মনে করেন। দৃষ্টি তো পৌঁছায়, তাই না ! এই সঙ্গমযুগেই বাবা বাম্বাদের সেবা করার জন্য আসেন। তাঁর মতো সেবা কেউ করতে পারবে না। তিনি অসীম জগতের সেবা করেন। তোমরা বাম্বারা বাবার মতো সেবা করলেই বাবাকে শো (প্রদর্শন) করতে পারবে। যারা সেবা করে, তাদের অনেক প্রাপ্তি হয়। বাম্বাদের নেশা থাকে যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে সুখী করছি। বাবা বলছেন - মিষ্টি বাম্বারা, এখন জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা নিজের ঝুলি (বুদ্ধি) ভর্তি করে নাও। যত চাও ভরে নাও। নিজের সময় নষ্ট করো না। বাবাকে স্মরণ করে সময়কে সফল করো। যারা ভালোভাবে ধারণ করে, তারা অন্যদেরও ভালো সেবা করবে। সময় নষ্ট করবে না। বাম্বাদেরকে পুরুষার্থ করে অন্তর্মুখী হতে হবে। অন্তরেই তো আত্মা আছে। এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে স্বয়ং বাবা আমাদের মতো আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। সোল কনসাস (আত্ম-অভিমানী) হয়ে থাকাকেই সত্যিকারের অন্তর্মুখী হওয়া বলা হয়। অন্তর্মুখী অর্থাৎ অন্তরে যে আত্মা আছে, তাকে বাবার কাছ থেকেই সবকিছু শুনতে হবে। বাবা বারবার ভালোবেসে বোঝাচ্ছেন। মাতা-পিতা এবং অন্যান্য যেসব অনন্য বড় ভাই-বোন আছে, যারা ভালো সেবা করে, তাদের দেখে শিখতে থাকো। অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করো যে কখনোই ব্যর্থ সময় নষ্ট করব না। শরীর নির্বাহ তো করতেই হবে, নিজের রচনাকেও পালন করতে হবে। কেবল আমিত্ব ভাব রাখা যাবে না। আমিত্ব ভাব রাখলেই অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। আমিত্ব ভাব কেবল বাবার প্রতিই রাখো। এখানে তোমরা বাবার সামনে আছো। আত্মারা পরমাত্মার সম্মুখে আছো। এখানে স্বয়ং বাবা আত্মাদের পড়াচ্ছেন। ওখানে আত্মারা আত্মাদেরকে শিক্ষা দেয়। বাম্বারা, তোমাদের অন্তরে এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তন চলা উচিত। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে সারাদিন পড়ার বিষয় থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতেও সমস্ত বিষয় আছে। এটা আধ্যাত্মিক পড়া। ভালো স্টুডেন্টরা নিরিবিলিতে একা একা গিয়ে পড়াশুনা করে। স্টুডেন্টরা নিজেদের মধ্যে কেবল পড়ার বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। এই অসীম জগতের পড়ায় তো আরো খুশি নিয়ে লেগে পড়তে হবে। তোমরা বাম্বারা এখন বাবার সহযোগী হচ্ছ। স্মরণে থাকলেই সাহায্য করা হয় কারন স্মরণের যাত্রা মানে শান্তির যাত্রা। তাই বলা হয় - প্রত্যেকে নিজের ঘরকে স্বর্গ বানাও। প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই বাবা এবং উত্তরাধিকার আছে। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলেই রাজত্ব পেয়ে যাবে। আর

কিছুই করতে হবে না। কেবল নিজেকে আত্মারূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করলেই তুমি রাজত্ব পেয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা সবাইকে এই বার্তাই দিতে থাকো যে বাবাকে স্মরণ করলেই স্বর্গের রাজত্ব পাওয়া যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার আন্তরিক এবং প্রেমময় স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবাকে স্মরণ করে নিজের সময়কে সফল করতে হবে। কোনোভাবেই এই অমূল্য সময়কে নষ্ট করা যাবে না। পুরুষার্থ করে অন্তর্মুখী অর্থাৎ সোল কনসাস হয়ে থাকতে হবে।

২) আমরা এখন দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমরা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের লটারি পেয়েছি। নলেজফুল হওয়ার কারণে মুখমণ্ডল সর্বদা খুশিতে ভরপুর থাকতে হবে। অন্তরে যেন সবসময় খুশি উথলে ওঠে।

বরদানঃ:- সাকার এবং নিরাকার বাবার সঙ্গ দ্বারা প্রত্যেক সংকল্পে বিজয়ী হয়ে সর্বদা সফলতার প্রতিমূর্তি হও যেমন নিরাকার আত্মা এবং সাকার শরীর, দুইয়ের সম্বন্ধের দ্বারা যেকোনো কাজ করা যায়, সেইরকম নিরাকার এবং সাকার পিতা, দুজনকে সঙ্গে অর্থাৎ সামনে রেখে সব কাজ বা সঙ্কল্প করলে সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে। কারণ, বাপদাদা সামনে থাকলে নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে ভেরিফাই (যাচাই) করিয়ে নিশ্চিত এবং নিষ্ঠীক হয়ে কাজ করবে। এর ফলে সময় এবং সংকল্পের সাশ্রয় হবে। কিছুই ব্যর্থ হবে না, যেকোনো কাজ স্বাভাবিক ভাবেই সফল হবে।

স্লোগানঃ:- আত্মিক স্নেহ সম্পত্তির থেকে অধিক মূল্যবান, তাই মাস্টার স্নেহের সাগর হও।

প্রকাশমণি দাদীজীর ১৪তম পূণ্য স্মৃতি দিবস উপলক্ষ্যে ক্লাসে শোনানোর জন্য দাদীজীর কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ অমূল্য উপহার :-

১) ঈশ্বরীয় নিয়ম এবং মর্যাদাগুলো আমাদের জীবনের সত্যিকারের শৃঙ্গার, এগুলো জীবনে ধারণ করে সর্বদা উন্নতি করতে থাকো।

২) সর্বদাই নেশাতে থাকো যে আমি ভগবানের নয়নের মণি, ভগবানের চোখের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে মায়াবী অন্ধকার এবং ঝড় স্থিতিকে নড়াতে পাড়বে না। বাবার ছত্রছায়ার নীচে থাকলে রক্ষক বাবা সর্বদা রক্ষা করবেন।

৩) কেবল বাবা-ই আমাদের সকলের প্রেমিক এবং পথ-প্রদর্শক। তাঁর সাথেই মন দেওয়া-নেওয়া করতে হবে। কখনো কোনো দেহধারীকে বন্ধু বানিয়ে তার সাথে ব্যর্থ-চিন্তন এবং পর-চিন্তন করা উচিত নয়।

৪) মুখমণ্ডলের মধ্যে যেন কখনো ঘৃণা কিংবা উদাসীনতার চিহ্নও না আসে। সবসময়ে খুশিতে থাকো আর খুশি বিতরণ করো। নিজের সেবাকেন্দ্রের বায়ুমণ্ডল এতো খুশিতে ভরপুর রাখো যা সবাইকে ভাগ্যবান বানিয়ে দেবে।

৫) যত অন্তর্মুখী হয়ে মুখ এবং মনের নীরবতা ধারণ করবে, তোমার স্থানের বায়ুমণ্ডল তত শক্তিশালী এবং আলোকিত হবে, যার প্রভাব আগত ব্যক্তিদের ওপরেও পড়বে। এটাই হলো ইতিবাচক প্রকল্পন দেওয়ার সূক্ষ্ম সেবা।

৬) কোনো কারণেই 'আমার-তোমার' বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করবে না। নিজেদের মধ্যে মতান্তরই সেবাতে সবথেকে বেশি বাধা দেয়। এখন এই বিঘ্ন থেকে নিজেও মুক্ত হও আর অন্যদেরকেও মুক্ত করো।

৭) পরস্পরের মতামতকে সম্মান দিয়ে আগে প্রত্যেকের কথা শোনো তারপর সিদ্ধান্ত নাও। তাহলে কখনো দ্বিমত তৈরি হবে না। ছোট-বড় সবাইকে সম্মান দাও।

৮) বাবার সকল বাচ্চারা এখন সন্তুষ্টির এমন খনি হয়ে যাও যাতে কেউ তোমাদের দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সর্বদা সন্তুষ্ট থাকো আর অন্যকেও সন্তুষ্ট করো।

৯) চারটে মন্ত্র সবসময় মনে রাখবে - ১) কখনো অবহেলা করবে না, সর্বদা সতর্ক থাকবে। ২) কাউকে ঘৃণা করবে না, সকলের প্রতি শুভ ভাবনা রাখবে। ৩) কাউকে ঈর্ষা করবে না, উন্নতির প্রতিযোগিতা করবে। ৪) কখনো কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা প্রভাবিত হবে না, সর্বদা কেবল বাবার দ্বারা প্রভাবিত থাকবে।

১০) আমরা সবাই রয়্যাল বাবার রয়্যাল সন্তান। সর্বদা নিজের মধ্যে রাজকীয়তা এবং পবিত্রতার সংস্কার ধারণ করো আর দাসত্বের সংস্কার থেকে মুক্ত হও। সততাকে কখনোই ছাড়বে না।

১১) প্রত্যেকে প্রতি ঘন্টায় অন্তত ৫ মিনিট করে হলেও শান্তির অনুভব অবশ্যই করবে, তাহলে অনেক বিষয়ে বিজয়ী হওয়ার শক্তি পেয়ে যাবে। জ্ঞানের সাথে যোগযুক্ত থাকলেই মায়াকে পরাজিত করতে পারবে।

১২) সেবার সাথে সাথে নিজের অবস্থাকেও একরস রাখতে হবে। এর জন্য যোগের পরিপক্বতা (ভাড্ডি) অত্যন্ত আবশ্যিক। সবাইকে সংগঠিত ভাবে বসে থেকে যোগের অভ্যাস করতে হবে। তাহলে সংগঠনের শক্তির সহযোগ পাওয়া যায়।

১৩) মুখমণ্ডলের মধ্যে যেন কখনো ঘৃণা কিংবা উদাসীনতার চিহ্নও না আসে। যদি নিজেদের মধ্যে কোনো ১৯-২০ ব্যাপার ঘটে যায়, তাহলে নিজ তপস্যার দ্বারা সেটা মিটিয়ে ফেল। অন্যদের কাছে বর্ণনা করো না। বর্ণনা করলে বায়ুমণ্ডল খারাপ হয়ে যায়।

১৪) কেউ যতই মন খারাপ করার চেষ্টা করুক, কখনোই তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। সঙ্গদোষ খুবই খারাপ জিনিস যা বুদ্ধিকে পরিবর্তন করে দেয়। সবাইকে ভালোবাসো, সবাই ফ্রেন্ড। কিন্তু কাউকে পার্সোনাল ফ্রেন্ড বানিও না। এই বিষয়টাকে আন্ডারলাইন করো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা গ্যারান্টি ক'রো যে আমরা নিজেদের যোগবলের দ্বারা এই ভারতকে স্বর্গ বানাবো, সেখানে একটি ধর্ম, একটি রাজ্য হবে”

*প্রশ্নঃ - মায়ার কোন্‌ বিঘ্ন থেকে সেফ থাকলে খুব ভালো সার্ভিস করতে পারবে ?

*উত্তরঃ - মায়ার সবচেয়ে বড় বিঘ্ন হল - দেহবোধের দ্বারা একে অপরের নাম রূপে আটকে যাওয়া। যে বাচ্চারা এই বিঘ্ন থেকে সেফ থাকে, মায়ার ধোঁকা থেকে সুরক্ষিত থাকে, তারা অনেক ভালো সার্ভিস করে দেখায়। তাদের বুদ্ধিতে সার্ভিসের নতুন নতুন চিন্তন চলতে থাকে। সার্ভিসে উন্নতি তখন হবে যখন দেহী-অভিমানী হবে।

ওম্ শান্তি । বাবা এসেছেন আত্মা রূপী বাচ্চাদের শ্রীমৎ প্রদান করতে। এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে, একটু সময়ের মধ্যে ড্রামা প্ল্যান অনুসারে সমস্ত কাজ পূর্ণ হবে। আমরা রাবণপুরীকে বিষ্ণুপুরী বানাই। এখন বাবা হলেন গুপ্ত তাই পড়াশোনাও হল গুপ্ত। সেন্টার তো অনেক আছে। ছোট বড় গ্রামে সেন্টার আছে এবং বাচ্চাদের সংখ্যাও আছে অনেক। দিন দিন যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। লিটরেচারেও লেখা হয় যে, আমরা এই ভারত ভূমিকে স্বর্গ অবশ্যই বানাবো। এই ভারত ভূমি তো তোমাদের খুবই প্রিয় কারণ তোমরা জানো যে, এই ভারত স্বর্গ ছিল। যা ৫ হাজার বছর হয়েছে। ভারত অতীব সৌন্দর্যময় ছিল। তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশী বাচ্চাদেরই এই নলেজ আছে। এই ভারতকে শ্রীমতের দ্বারা স্বর্গ বানাতে হবে। সবাইকে পথ বলে দিতে হবে, এখানে আর কোনো কষ্টের ব্যাপার নেই। নিজেদের মধ্যে বসে পরামর্শ করা উচিত যে, এই চিত্রের দ্বারা এমন কি বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায় যাতে খবরের কাগজে এই ছবি দেওয়া যায়। নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে সেমিনার করা উচিত। যেমন ওই গভর্নমেন্টের লোকেরা নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়, পরামর্শ করে যে, ভারতের বিকাশ কীভাবে করা যায়। এই যে এতো মত বিভেদ হয়েছে, সেসব নিজেদের মধ্যে ঠিকঠাক করে ভারতে কীভাবে সুখ-শান্তির স্থাপনা করা যায়। ঠিক তেমনভাবে তোমরাও হলে রুহানী পাণ্ডব গভর্নমেন্ট, এ হল বিশাল ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্ট। পতিত-পাবন বাবা পতিত সন্তানদের পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানান। এই রহস্য তোমরা বাচ্চারা জানো। মুখ্য হলই ভারতের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র বলা হয় শিববাবাকে। এখন স্বয়ং বাবা এসে তোমাদেরকে জাগ্রত করেছেন, তোমাদেরকে এবার অন্যদের জাগিয়ে তুলতে হবে। ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী তোমরা জাগ্রত কর। এখনও পর্যন্ত যারা যেমনভাবে পুরুষার্থ করেছে, ততটাই কল্প পূর্বেও করেছিল। তোমাদের এই হল রুহানী (আত্মিক) যুদ্ধ। কখনও মায়ার জোর বেড়ে যায়, কখনও ঈশ্বরের। কখনো আবার সার্ভিস তীর বেগে এগিয়ে চলে, কখনো কোনো বাচ্চার মায়ার বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মায়া একদম জ্ঞান শূন্য করে দেয়। যুদ্ধের ময়দান তাইনা। মায়া, রামের সন্তানকে জ্ঞানশূন্য বা অজ্ঞান করে দেয়। লব-কুশের কাহিনী আছে না ! রামের দুই সন্তান দেখানো হয়েছে। এখানে তো বাবার অসংখ্য সন্তান আছে। এই সময় সব মানুষ কুস্কর্ণের নিদ্রায় নিদ্রিত। তারা এই কথা জানেনা যে, পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন - বাচ্চাদেরকে স্বর্গ প্রদান করতে। বাবা ভারতেই আসেন। এই কথা একেবারে ভুলে গেছে। ভারতবাসীই স্বর্গের মালিক ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরমপিতা পরমাত্মার জন্মও এখানেই হয় তাই তো শিব জয়ন্তী ভারতে পালন করা হয়। অর্থাৎ বাবা এসে অবশ্যই কিছু করেছিলেন তাইনা। বুদ্ধি বলে যে, নিশ্চয়ই বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেছেন অনুপ্রেরণা দ্বারা তো করবেন না। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদেরকে রাজযোগ শেখানো হয়, স্মরণের যাত্রা শেখানো হয়। প্রেরণায় কোনো আওয়াজ থাকে না। মানুষ ভাবে শঙ্কর প্রেরণার দ্বারা বিনাশ করেন, কিন্তু এতে প্রেরণার কোনো কথা নেই। তোমরা বুঝেছো যে, ড্রামাতে তাদের পাট্টাই হল - মিসাইল তৈরি করা। তারা হল বিনাশের কার্যে নিমিত্ত। প্রেরণা হল শাস্ত্রে লেখা শব্দ, এতে প্রেরণার কোনো কথা নেই। ড্রামা অনুযায়ী বিনাশ তো হতেই হবে। গায়নও আছে মহাভারতের যুদ্ধে এই মিসাইল ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল, যা কিছু পাস্ট হয়ে গেছে সেসব পুনরায় রিপিট হবে। তোমরা গ্যারান্টি ক'রো যে, আমরা যোগবলের দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করবো, সেখানে একটি ধর্ম থাকবে। তাহলে অন্য ধর্ম গুলি কোথায় যাবে ? অবশ্যই বিনাশ হয়ে যাবে। এইসব কথা বুঝতে হবে। গায়ন আছে - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালন, এই কথা তো ঠিক। কিন্তু শঙ্করকে তো শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। সেটা ঠিক নয়। তারা শিব-শঙ্কর বলে দেয়, কারণ শঙ্কর তো কোনো কাজ করেন না তাই শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শিববাবা বলেন - আমাকে তো অনেক কাজ করতে হয়। সবাইকে পবিত্র করতে হয়। আমি এই ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে এই সাকার দেহের দ্বারা স্থাপনার কাজ করি। শঙ্করের তো কোনো পাট্ট নেই। শিবের পূজা হয়। শিবই হলেন কল্যাণকারী, ঝুলি ভরপুর করে দেন। শিব

পরমাত্মায় নমঃ বলা হয় তাইনা। এই ব্রহ্মাও হলেন প্রজাপিতা। ব্রহ্মা হলেন বিষ্ণু, বিষ্ণুই হলেন ব্রহ্মা এই কথাটির অর্থ খুবই গূঢ়। এ'কথা শুধু তোমরা বাচ্চারা জানো। সেন্সিবল বাচ্চাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ খুব শীঘ্র হয়ে যায়। মানুষ তো কিছু জানেনা যে, পতিত-পাবন বাবা কবে আসবেন! এখন তো কলিযুগের অন্ত। যদি বলা হয় যে, কলিযুগের অন্ত হতে এখনও ৪০ হাজার বছর বাকি আছে, তাহলে আরও কতখানি পতিত হবে এখনও ? আরও কত দুঃখ সহ্য করবে ? কলিযুগে সুখ তো হয় না। কিছুই জানা নেই বলে দীন হীন মানুষ ঘোর অন্ধকারে বাস করছে।

বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে পরামর্শ করা উচিত যে, সার্ভিস কীভাবে বৃদ্ধি পাবে। বাবা প্ল্যান তো বলেন এখন বাচ্চাদেরকে নিজেদের মধ্যে মিলিত হতে হবে। চিত্রের দ্বারা ভালোভাবে বোঝাতে হবে। ড্রামা অনুযায়ী চিত্র তৈরি হচ্ছে। বাচ্চারা জানে যে, সময় যেমন পার হয়ে যাচ্ছে, হুবহু ড্রামা চলতে থাকছে। বাচ্চাদের অবস্থা তো কখনও উপরে, কখনও নীচে, এইরকম চলতে থাকবে। বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখেন। কখনও বাচ্চাদের উপরে গ্রহণের দশা লাগে তখন সেই গ্রহণ দূর করার পুরুষার্থ করান। বাবা ক্ষণে ক্ষণে বলেন বাবাকে স্মরণ করো। কিন্তু দেহ অভিমানে এসে দুঃখ পায়, এতে দেহী-অভিমানী হতে হবে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে দেহ বোধের ভান অনেক আছে। তোমরা দেহী-অভিমানী হও তবে বাবার স্মরণে থাকতে পারবে তখন সার্ভিসে উন্নতিও হবে। যারা উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে, তারা সর্বদা সার্ভিসে ব্যস্ত থাকবে। ভাগ্যে যদি না থাকে তবে কোনো চেষ্টাও করবে না। তারা নিজেরাই বলে বাবা আমাদের ধারণা হয় না। জ্ঞান বুদ্ধিতে বসে না। ধারণা যদি না হয় তবে খুশীর অনুভূতিও হবে না। যাদের ধারণ হয় তাদের খুশীও থাকে। তারা বুঝতে পারে শিববাবা এসেছেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা তোমরা ভালো ভাবে বুঝে তারপরে অন্যদেরকে বোঝাও। কেউ তো সার্ভিসে ব্যস্ত হয়। পুরুষার্থ করতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, যে সেকেন্ড গুলি পার হচ্ছে সেসব ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে পুনরায় সেইসবই রিপিট হয়। বাচ্চাদেরকেই বোঝানো হয় যে, বাইরে ভাষণ করার সময়ে তো অনেক রকমের মানুষ আসে, তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সবাই বেদ, শাস্ত্র, গীতা ইত্যাদি নিয়ে ভাষণ করে, তাদের এই জ্ঞান তো নেই যে, এখানে ঈশ্বর নিজের এবং এই রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন। চিত্রে কতো ভালোভাবে দেখানো হয়েছে যে, পরমাত্মা কে! এই কথা প্রজেক্টর দিয়ে বোঝানো যাবে না। প্রদর্শনীতে চিত্র সামনে থাকে তখন তোমরা বুঝিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে, এখন বেলো গীতার ভগবান কে? জ্ঞানের সাগর কে? পবিত্রতা-সুখ-শান্তির সাগর, লিবারেটর গাইড কে? কৃষ্ণের জন্য তো বলা হবে না। পরমাত্মার মহিমা আলাদা। প্রথমে লেখানো উচিত, প্রোব নেওয়া উচিত (সার্ভে করা উচিত)। সবার সিগনেচারও নেওয়া উচিত।

(হল ঘরে পাখিরা ঝগড়া করছে) এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় লড়াই ঝগড়া হচ্ছে। সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। ৫-টি বিকার মানুষেরই গায়ন করা হয়। পশুদের জন্য তো বলা হয় না। পাপের দুনিয়া ও পবিত্র দুনিয়া মানুষের জন্য গায়ন করা হয়। কলিযুগ হল আসুরিক সম্প্রদায়, সত্যযুগে আছে দৈব সম্প্রদায়। মানুষ এতই তমোপ্রধান বুদ্ধিধারী হয়েছে যে একেবারেই বুঝতে পারে না যে, আমরাই আসুরিক সম্প্রদায়। দেবতাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গানও করে আমরা নীচ, পাপী, আমি নিষ্ঠুর (গুণহীন) আমার কোনো গুণ নেই। তোমরা তো তাদের প্রমাণ করে বলতে পারো। সিঁড়ির চিত্রে সবই ক্রিয়ার আছে। দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে উত্তরণ কলা হয় তারপরে অবতরণ কলা হয়। ভারতবাসীদের জন্য মুখ্য হল সিঁড়ির চিত্র। এই হল সবচেয়ে ভালো জিনিস। এই চিত্রের উপরে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে পুনরায় প্রথম নম্বরে জন্ম নিতে হবে তারপরে অবরোহন কলা থেকে উত্তরণ কলায় যেতে হয়। প্রত্যেকের চিন্তন করা উচিত যে সবাইকে কীভাবে পথ বলে দেওয়া যায়। চিন্তন না করলে সার্ভিস করবে কীভাবে। চিত্রের দ্বারা বোঝানো খুব সহজ হয়। সত্যযুগের পরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই হয়। বাচ্চারা জানে যে, এখন আমরা ট্রান্সফার হচ্ছে। কিন্তু ডাইরেক্ট সত্যযুগে যাই না। প্রথমে শান্তিধাম যেতে হবে। তোমরা জানো আমরা হলাম পার্টধারী (কুশীলব)। যদিও তোমাদের মধ্যেও নম্বরের অনুসারে আছে যারা নিজেদেরকে পার্টধারী নিশ্চয় করে - এই ড্রামার। দুনিয়ায় এমন কেউ বলতে পারেনা যে, আমরা পার্টধারী। আমরা যদিও লিখি যে, প্রত্যেকটি মানুষ এই অসীম জগতের ড্রামার অভিনয় কর্তা হওয়া সত্ত্বেও ড্রামার মুখ্য অভিনেতা, ডাইরেক্টর এবং ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানেনা, সুতরাং তারা হল বোধহীন। এই কথাটি লিখতে কোনও অসুবিধে নেই। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত। সার্ভিস, সার্ভিস কেবল সার্ভিস। বাবা জানেন যে, কখনও বাচ্চাদের উপরে গ্রহণের দশা লেগে যায়। যখন গ্রহণ লাগে তখন অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, সে কথা বাবা জানেন। ধনী মানুষ গরিব হয়ে যায়। কারণ তো কিছু থাকে তাইনা। অনেককে বাবা বোঝাতেও থাকেন - বাচ্চারা, নাম-রূপে কখনও ফাঁসবে না। নাহলে মায়া এমন যে, নাক দিয়ে ধরে গর্তে ফেলে দেবে। মায়া খুব ধোঁকা দেবে। প্রেমিক প্রেমিকা এখানে হবে না। কোনো প্রেমিক প্রেমিকা বিকারের জন্য সম্পর্ক গড়ে, অন্যরা শুধুমাত্র রূপের মোহে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। তোমরা জানো সেন্টারেও এমন মায়ার বিঘ্ন সৃষ্টি হতেই থাকে, একে অপরের নাম-রূপে আটকে যায়।

পুরুষার্থ করতে করতে মায়া এমন ধরে তাই বাবা সাবধান বাণী দেন যে, বাচ্চারা মায়া কিন্তু খুব চেষ্টা করবে আটকাবার, কিন্তু তোমরা জড়িয়ে পড়বে না। দেহবোধের অভিমানে আসা উচিত নয়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়ার ধোঁকা থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে সুন্দর ফুল বানাতে এসেছেন, কোনো কথায় তোমাদের সংশয়ান্বিত হওয়া উচিত নয়। যদি হৃদয়ে সংশয় আসে তাহলে ভালোভাবে সার্ভিস করতে পারবেন। অন্তরে চিন্তা চলতেই থাকবে। সাহস থাকা উচিত। সময় খুব কম। বাবার মুরলী শুনলে উৎসাহ অনুভব হবে। আত্মপ্রকাশ (ভাই, বাবার সন্তান) ভালো ভাবেই চিত্রের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। বিশ্বের মানুষজনের বুদ্ধিতেও আসা চাই। মুখ্য চিত্র গুলি প্রথমে বানানো দরকার। পরীক্ষণ করা উচিত, বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন যে চিত্রগুলির কীভাবে উন্নতি হওয়া যায়। এমন কোনো যুক্তি খোঁজো যাতে সিঁড়ির চিত্রটিকে বিমান বন্দরে রাখা যায়। এই চিত্র দেখে সবাই খুশি হবে। তখন ভাববে এদেরকে কে মতামত দিচ্ছে। তাই বাচ্চাদের খুব নেশায় মেতে থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) তোমরা বাচ্চারা এখন যুদ্ধের ময়দানে আছো, মায়া রাবণের সঙ্গে তোমাদের এই যুদ্ধ। মায়া খুব বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাচ্চাদেরকে অনেক সতর্ক থাকা উচিত।

২) প্রত্যেককে নিজের উন্নতির চিন্তা করতে হবে। চিত্রের দ্বারা কীভাবে বোঝাব, সার্ভিস কীভাবে বৃদ্ধি হবে। চিত্রে আরও এমন কি কি যোগ করা যায় যাতে মানুষ সহজে বুঝতে পারে।

বরদান:- নিজের শিক্ষা স্বরূপের দ্বারা শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষা সম্পন্ন যোগ্য শিক্ষক ভব যোগ্য শিক্ষক তাকে বলা হয় যে নিজের শিক্ষা স্বরূপের দ্বারা শিক্ষা প্রদান করে। তাদের স্বরূপই শিক্ষা সম্পন্ন হবে। তাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণও শিক্ষা প্রদান করবে। যেমন সাকার রূপে প্রতিটি কদমে প্রতিটি কর্ম শিক্ষকের রূপে প্রাক্টিক্যালো দেখেছো, যাকে চরিত্র বলা হয়। কাউকে বাণীর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া তো সাধারণ কথার দ্বারা। সকলে অনুভব চায়। তাই নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তির দ্বারা অনুভব করাও।

স্নোগান:- সংকল্পের সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য আত্ম শক্তির দ্বারা উড়ে যাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এই সীমাহীন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতে চলেছে, নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, তাই নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য পবিত্র হও"

- *প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা পরমাত্মার বিষয়ে কোন্ ওয়ান্ডারফুল কথা জানো যা মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় ?
- *উত্তর:- তোমরা বলো, যেমন আত্মা জ্যোতির্বিন্দু, তেমনি পরমাত্মাও হলেন অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু। এই ওয়ান্ডারফুল বিষয়গুলো মানুষের বোঝার বাইরে। কোনো কোনো বাচ্চাও এতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না। যদি ক্ষুদ্র রূপে স্মরণ না থাকে তাহলে বৃহৎ রূপে স্মরণ করো। স্মরণ অবশ্যই করতে হবে।
- *গীত:- রাত কে রাহী থক মত জানা... (রাতের পথিক হয়ো না শ্রান্ত / ভোরের গন্তব্য নয় তো দূরে....)

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চাদেরকে আত্মিক বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। তাই বাচ্চাদেরকেও আত্ম-অভিমानी হয়ে বসতে হবে। এভাবে আর অন্য কোথাও বোঝানো হয় না। সাধু-সন্তরাও কেউ এভাবে বোঝায় না যে আত্ম-অভিমानी হয়ে বসো। এই কথা একমাত্র বাবা-ই বোঝান, অন্য কেউ এই কথা বলতে পারবে না। এই যুক্তি কেউ বলতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারাও বোঝো যে, তোমরা আত্মা। আত্মাই একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। কখনও ব্যারিস্টার, কখনও ডাক্তার হয়। আত্মাই এখন পতিত হয়ে গেছে, আবার পবিত্র হবে। আত্মাই জ্ঞানকে ধারণ করে। নিরাকার বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাই তিনি এসে অবশ্যই জ্ঞানের কথা শোনাবেন। তিনিই পতিত-পাবন, তাই এসে অবশ্যই পবিত্র বানাবেন। উনি হলেন সুপ্রিম, পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলেন - আমি তোমাদের বাবা, সুপ্রিম এবং নলেজফুল। আমার নিজের কোনো শরীর নেই। এই সমস্ত নলেজ তোমরা আত্মারা ধারণ করো, তাই তোমাদের আত্ম-অভিমानी হতে হবে। দেহ-অভিমান রাখা উচিত নয়। আর কোনো এরকম জায়গা নেই যেখানে যারা শোনে এবং যিনি শোনান উভয়েই আত্ম-অভিমानी। বাবা তো নিরাকার। উনি এসে তোমাদের রাজযোগ শেখান। বাকি সকল মানুষ দেহ-অভিমानी হয়ে আছে। যদিও বলো যে লক্ষ্মী নারায়ণ আত্ম-অভিমानी ছিল কিন্তু দেহভান তো ছিল, তাই না! এই জ্ঞান একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই এসে দেন। আত্মাদের তা ধারণ করতে হয়। আত্মাদেরকেই পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলেন। এখন সমগ্র দুনিয়ার পতন (ডাউনফল) হচ্ছে। তিনি পুনরায় ওপরে ওঠানোর জন্য (রাইজ) আসেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, ডাউনফল অর্থাৎ ডিস্ট্রাকশন, রাইজ অর্থাৎ কনস্ট্রাকশন। স্থাপন এবং বিনাশ। কীসের স্থাপন ? নতুন দুনিয়া বা স্বর্গের স্থাপন এবং তারপর পুরানো দুনিয়া বা নরকের বিনাশ। ডেস্ট্রাকশন এবং কনস্ট্রাকশন। কলিযুগ হলো পুরানো দুনিয়া, এর অবশ্যই বিনাশ হওয়া উচিত। বিনাশের নিদর্শন হলো এই বিশাল মহাভারতের যুদ্ধ। যে যুদ্ধের বর্ণনা মহাভারত শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন। তিনি অবশ্যই নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। এটা হলো অসীমের বিনাশ এবং অসীমের স্থাপন। কেবল বাবা-ই বাচ্চাদের জন্য নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তারপর পুরানো দুনিয়া অবশ্যই ধ্বংস করবেন। তোমরা বোঝ যে, বাবা এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। তমোপ্রধান থেকে আবার সতোপ্রধান বানানোর জন্য আমাদের প্রস্তুত করছেন। বিনাশের জন্য মহাভারতের যুদ্ধ বিখ্যাত। বোঝানো হয়, এটাই সেই যুদ্ধের সময়, সেই অভিনেতার। এখন পুনরায় একত্রিত হয়েছে যারা মহাভারতের সময়ে ছিল। সিঁড়ির চিত্রেও ভারতের উত্থান এবং পতনের অদ্ভুত কাহিনী লেখা হয়েছে। এই লাইনের সঙ্গে "প্রতি কল্পে" শব্দটাও যোগ করা উচিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ ৮৪ বার জন্ম নেয়। এটাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মানুষের বুদ্ধি গোধরেজের তালা দিয়ে একেবারে বন্ধ আছে। এই বিষয়গুলো মানুষকে জানতে হবে। আত্মারা এখানে শরীর ধারণ করে নিজের ভূমিকা পালন করার জন্য। সুতরাং, ড্রামার আদি, মধ্য এবং অন্তের ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টরস্ ইত্যাদিকে জানা দরকার। এখন তোমরা ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো নাটকে কার কি ভূমিকা সব জেনে গেছে। বাবার কাছ থেকেই এই সমস্ত নলেজ পাচ্ছ। সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় ! একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান। জাগতিক জ্ঞানকে ফিলোজফি (দর্শন) বলা হয়। আধ্যাত্মিক বা আত্মিক নলেজকে জ্ঞান বলা হয়। এখন এই সমস্ত বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে দেওয়া হয়েছে।

বাচ্চারা জানো যে এখন ৮৪ জন্মের নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাব। কিন্তু অপবিত্র অবস্থায় কেউ ফিরে যেতে পারবে না। নাহলে এত জপ তপস্যা, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি কেন করবে ? পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গাস্নান করতে

যায়, কিন্তু এর মাধ্যমে তো কেউ পবিত্র হয় না, তাই ফিরেও যেতে পারে না। তারা অনেক মিথ্যা বলে। বলে যে অমুক ব্যক্তি মোক্ষলাভ করেছিল, মহাজ্যোতিতে লীন হয়ে গেছে। বাবা বুঝিয়েছেন কেউ ফিরে যায় না। সব অভিনেতারা এখানেই রয়েছে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে তাই সবাই স্টেজে রয়েছে। সবাই এখন এখানে উপস্থিত হয়েছে। মানুষ জানে না বৌদ্ধ, খ্রিস্ট ইত্যাদি কোথায়। তোমরা বোঝ যে, যেসব আত্মারা উপর থেকে এসেছে তারা সবাই এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আগের কল্পেও তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছিল। কেবল বাবা এসে স্থাপন এবং বিনাশের অনুপ্রেরণা দেন। বলা হয়, এই জ্ঞান রাজাদের রাজা বানিয়ে দেবে। অসীম জগতের বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে রাজাদের রাজা তৈরি করি। কৃষ্ণ তো স্থাপন করে না। সৃষ্টিকর্তা হলেন বাবা। বাবা এসেই বোঝান যে, যখন এই সৃষ্টি অপবিত্র হয়ে যায়, তখন তোমরা আমাকে আহ্বান করো। এমন নয় যে, আমি নতুন সৃষ্টি রচনা করি ! যেমন দেখানো হয় যে সম্পূর্ণ সৃষ্টি বিনাশ হয়ে যায়, সেগুলো ভুল। মানুষ আহ্বান করে, হে পতিত-পাবন এসো! অবশ্যই তিনি পতিত দুনিয়াতেই আসবেন, তাই না! বাবা এসে কৃষ্ণপূরীর সাক্ষাৎকার করান। তারা দেখায় যে, কৃষ্ণ নাকি পিপল (অশ্বখ) পাতার উপর চড়ে সাগর থেকে এসেছিল..। এটা ঠিক কথা যে নতুন দুনিয়াতে প্রথম কৃষ্ণই আসে। কিন্তু সাগরে নয় গর্ভমহলে আসে। আঙ্গুল চুষে, অনেক আরামে গর্ভমহলে থাকে। সত্যযুগে যে বাচ্চারা জন্ম নেয় তারা সবাই গর্ভমহলে থাকে। তারা গর্ভমহলের কথাকে সাগরে অশ্বখ পাতায় দেখিয়েছে। এ সব হল ভক্তিমার্গের কথা। বাবা এইসব শাস্ত্রের সার কথা সামনে বসে বোঝান। এখানে গর্ভজেলে থাকো তাই বলা যে আমাকে বাইরে বার করো, আর আমরা পাপ করব না। কিন্তু রাবণের দুনিয়াতে তো পাপ আছেই। তাই আবার তোমরা পাপ করতে শুরু করো। তোমরা অর্ধেক কল্প জেল বার্ডস হয়ে যাও। চোরদের জেল বার্ডস বলা হয়। জেল থেকে বেরিয়ে আসে, আবার চুরি করতে থাকে এবং তারপর আবার জেলে যায়, এইজন্য জেল বার্ডস বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন, এটা রাবণরাজ্য। ওখানে তো এরকম কথাই নেই, ওটা রামরাজ্য। ওখানে গর্ভজেলও থাকে না আর এইরকম জেলও থাকে না। এখানে কত মানুষ জেলে পড়ে থাকে। গর্ভ জেলও আছে, অন্য জেলও আছে, ডবল জেল রয়েছে। কলিযুগের অন্তিম সময় এখন।

বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা বাচ্চারা এখন স্থাপন করার কাজ করছো। প্রত্যেক কল্পেই এইরকম উত্থান আর পতন হতে থাকে। এতে মুখ্য পার্ট রয়েছে ভারতের। ওরা গান করে - আত্মা এবং পরামাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে...। তাহলে তো এর হিসাব থাকা দরকার। কোন্ আত্মারা অনেকদিন আলাদা থেকেছে ? সবার প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা আসে পার্ট প্লে করতে। এখন সেই দেবতার আরা নেই। যারা রাজত্ব করে গিয়েছে, তাঁদের নিদর্শন এবং চিত্র রয়েছে। রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। স্বর্গ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নরকে পরিণত হয় আবার নরক ধ্বংস হয়ে স্বর্গ তৈরি হয়। অর্থাৎ নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় এবং নরকের বিনাশ হয়। স্থাপন করার জন্য বাচ্চাদের প্রয়োজন। ওখানে তো তোমরাই থাকবে। প্রথমে তোমাদের দিব্যগুণ ধারণ করে দেবতা হতে হবে। বিনাযুদ্ধে মানুষ থেকে দেবতা তৈরি করার গায়নও আছে। এখন মানুষ অপবিত্র হয়ে গেছে। ভগবানুবাচ - ঘর-গৃহস্থ থেকেও কমল পুষ্পের মতো হতে হবে। এই মৃত্যুলোকে এটাই অন্তিম জন্ম, তাই পবিত্র হতে হবে; এটা ভালোভাবে বোঝানো দরকার। আমরা এই মৃত্যুলোকে অন্তিম জন্মে পবিত্র থাকি। বাবা বলেন - এই বিকারগুলোকে পরাজিত করলেই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। বাচ্চারা শোনার পর অন্যদেরকেও বোঝায় যে শীঘ্রই এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে। সেই একই মহাভারতের যুদ্ধ। কাম বিকার হলো সবচেয়ে বড়ো শত্রু। তাই প্রতিজ্ঞা করো। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা পবিত্র হচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। তার আগে পবিত্র হতেই হবে। বিনাশের কথা আর জিজ্ঞাসা করো না - সবাই হাহাকার করবে, খুব ভয়ানক ভাবে মৃত্যু হবে। তোমরা দেখতেও পারবে না! যখন কারো অপারেশন হয়, তখন দুর্বলরা সেখানে থাকতে পারে না; মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, তাই ডাক্তাররা পরিবারের লোকদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেন না। এখানে তো অনেক বড় অপারেশন হবে! একে অপরকে হত্যা করবে। এটা নোংরা দুনিয়া, কাঁটার জঙ্গল। সত্যযুগকে বলা হয় গার্ডেন অফ ক্লাওয়ার, ফুলের বাগান। দেবতার চৈতন্য ফুল। মানুষ ভাবে, স্বর্গে কোনো ফুলের বাগান আছে; তারা যা শুনেছে তাই বলে। তারা গার্ডেন অফ আল্লাহ বলে, এমনকি ধ্যানও বাগান দেখে এবং মনে করে আল্লাহ তাদের হাতে ফুল দিয়েছেন। তাদের বুদ্ধিতে ঈশ্বরীয় বাগান রয়েছে। ভক্তিমার্গে লোকেরা সাক্ষাৎকার করার জন্য ভক্তি করে। সাক্ষাৎকার হলে বলে, তিনি তো সর্বব্যাপী। অতীতে যা ঘটেছিল তা আবার হবে। বাচ্চারা যে পোশাকে, যেমনভাবে এসেছে; একই পোশাকে পরের কল্পেও আসবে। কেউ কেউ ড্রামাকে ভালোভাবে বুঝতে পারে। যখন কেউ বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন, আগে কখনো এসেছিলে ? তখন কোনো কোনো বাচ্চা উত্তর দেয় - হ্যাঁ বাবা! আগের কল্পেও তোমার সাথে দেখা হয়েছিল, তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করেন কি পদ পেয়েছিলে ? যেহেতু বাবা এবং মাঝমাঝে তাই অবশ্যই তাদের রাজবংশে আসবে। বাবা বলেন এমন পুরুষার্থ করো যাতে উঁচু পদ পাও। এই সব বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যুদ্ধও হয়েছিল, নরকের বিনাশ তো হবেই। তোমাদের কাছে একদম ফাস্টফ্রন্স চিত্র

আছে। কৃষ্ণের হাতে গোলার (পৃথিবী) চিত্রও ছাপানো দরকার, এতে খুব স্পষ্টভাবে রয়েছে যে স্বর্গের দরজা খোলা হচ্ছে আর নরকের দিকে লাথি মারছে। তোমাদের মুখও স্বর্গের দিকে আছে। এই কথাগুলো একদম সঠিক। তোমরা জানো যে এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই ঘরকেই স্মরণ করতে হবে। পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে হবে, একে বলা হয় অসীম জগতের বৈরাগ্য। পুরানো দুনিয়া ছেড়ে আমরা বাবার কাছে যাই। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই যাবো। মুখ্য বিষয়ই হলো স্মরণ। সবাই তো স্মরণ করে, তাই না! এখন বাবা এসে যথার্থ বিষয় বোঝাচ্ছেন যে, 'আমাকে স্মরণ করো'। এটা হলো অব্যভিচারী স্মরণ, এর অর্থও আছে। তোমরা জানো যে, শিববাবাও হলেন বিন্দু। নিজেকেও আত্মা বিন্দু মনে করো এবং বাবাকেও বিন্দু মনে করো, নতুন কিছু দেখলে আবার ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে এবং নিজেদের ঘরকে স্মরণ করতে হবে। যদি বিন্দু ছোট মনে হয়, ঘর তো বড়! ঘরকে স্মরণ করো। বাবাও সেখানে থাকেন। আমি-তুমি সেখানে যাবো, যেখানে বাবা থাকেন। যদি বিন্দু স্মরণে না আসে, তাহলে ঘর তো স্মরণে আসে; শান্তিধাম এবং অন্যটি সুখধাম। এটা হলো দুঃখধাম। এখন তোমরা পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্রমে পড়াশোনা করছো, তারপর সুখধামে আসবে। তোমরা বাবার সন্তান, তাই অবশ্যই স্বর্গের বাদশাহী চাও। আগের কল্পেও শিববাবা এসেছিলেন, স্বর্গের বাদশাহী দিয়েছিলেন। তোমরা ভুলে গেছ। বাবা বলেন - এখন আবার এসেছি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেওয়ার জন্য। অনেকবার তোমরা রাজস্ব প্রাপ্ত করেছো এবং হারিয়েছ। অসংখ্য বার তোমরা উত্তরাধিকার নিয়েছো! তারপরও এমন বাবাকে ভুলে যাও কেন? মায়ার ঝড়ের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ হয়, এইজন্য নাটকে দেখানো হয়েছে - মায়া একদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে ঈশ্বর টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। জ্ঞানে বিঘ্ন আসে না, স্মরণে বিঘ্ন আসে, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। এখন বাবা বলেন - মহাবীর হও। এই পুরানো দুনিয়ায় আগুন লাগতে চলেছে। এই যজ্ঞের আগুনে সমগ্র পুরানো দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে, তাই মহাবীরও হতে হবে। তোমাদেরকে অখন্ড অচল-অটল রাজস্ব প্রাপ্ত করতে হবে। তোমাদের বুদ্ধির যোগ বাবার সঙ্গে এমন হবে যে, যতই ঝড় আসুক, মায়া কিছু করতে পারবে না। এটা তোমাদের অস্তিমের অবস্থা হবে, যখন ট্রান্সফার হতে হবে। স্কুলে যেমন শেষে পরীক্ষা হয়, তোমাদের মালাও শেষে তৈরি হবে। তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে - অমুক এই হয়ে যাবে, অমুক সেই হয়ে যাবে, এই একজন দাসী হয়ে যাবে... সবই তোমরা দেখতে পারবে। সেই সময় আর কিছু করতে পারবে না, অনুশোচনা করবে, এটা আমি কি করলাম! আমি শ্রীমৎ অনুসরণ করিনি কেন! কিন্তু অস্তিম সময়ে আর কিছু হবে না। এইরকম অনেকে অনুতপ্ত হয়। মানুষ কাউকে খুন করার পরে অনুতাপ করে। কিন্তু খুন হয়ে যাওয়ার পর আর অনুতাপ করে কি হবে! এইজন্য বাবা বলেন - গাফিলতি করো না! নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ৮৪ জন্মের নাটক এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে, এইজন্য আত্ম-অভিমানী থেকে পবিত্র হতে হবে।

২) অর্থকে যথার্থ ভাবে বুঝে নিজেকে আত্মা বিন্দু মনে করে, বিন্দু বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। মহাবীর হয়ে নিজের অবস্থা অচল-অটল বানাতে হবে।

বরদানঃ:- সকল আত্মার প্রতি স্নেহ এবং শুভ চিন্তনের ভাবনা রেখে দেহী-অভিমানী ভব ঠিক যেমন, যে আত্মারা প্রশংসা করে তাদের প্রতি স্নেহের ভাবনা থাকে, সেরকমই যখন কেউ ইশারার মাধ্যমে কিছু শিথিয়ে যায়, তখন সেই আত্মার প্রতিও একইরকম স্নেহের, শুভচিন্তনের ভাবনা থাকে যে - ওই আত্মা তোমার জন্য অনেক বড় শুভচিন্তক -- এরকম স্থিতিকে দেহী-অভিমানী বলা হয়। যদি দেহী-অভিমানী না হও তাহলে অবশ্যই অভিমান রয়েছে। অহমিকাবোধ সম্পন্ন (অভিমানী) আত্মা কখনও নিজের অপমান সহ্য করতে পারে না।

স্নোগানঃ:- সর্বদা পরমাত্ম-প্রেমে হারিয়ে যাও, তাহলে দুঃখের দুনিয়া ভুলে যাবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - শোনা কথার ওপরে বিশ্বাস ক'রো না । কেউ যদি উল্টো পাল্টা কথা বলতে থাকে, তবে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দাও”

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা জ্ঞানের আনন্দে থাকে, তাদের লক্ষণ কী হবে ?

*উত্তরঃ - তারা পুরানো কর্মভোগের হিসাব-পত্র সেই আনন্দের মধ্যে মার্জ করে যেতে থাকবে। জ্ঞানের খুশীতে দুঃখ কষ্ট, বেদনার দুনিয়াকে ভুলে যায়। বুদ্ধিতে থাকে এখন তো আমি আনন্দের দুনিয়াতে যাচ্ছি । রাবণ অভিষেক দিয়ে দুঃখী করেছে, এখন বাবা এসেছেন সেই দুঃখের, বেদনার দুনিয়ার থেকে বের করে আনন্দের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে।

উত্তর : - তোমাকে পেয়ে মোরা পেয়ে গেছি সারা জগৎ....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গীত শুনলো। অবশ্যই বাচ্চাদের রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠা উচিত, কারণ বলাও হয় যে, খুশীর মতো পুষ্টিকর আহার আর কিছু নেই । এখন বাচ্চাদের তোমরা অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছ। অসীমের পিতা তো একজনই হন আর বাচ্চারা জানে যে, যখন আরও অনেকে তাঁর বাচ্চা হবে তখন তারাও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। তোমরা জানো যে, আমাদের রাজত্ব ছিল, আমরা তাকে হারিয়ে ফেলেছি, আবার পুনরায় তাকে ফিরে পেতে হবে। ভারতবাসীর জন্য এটা খুশীর খবর, তাই না ? কিন্তু যদি তারা ভালো ভাবে শোনে আর বোঝে। অবশ্যই এটা আনন্দের সংবাদ, তাই না? প্রতি কল্পে বাবা আসেন। বাবার জন্মও এখানে, এটাও বলা হয়ে থাকে। যে যে উৎসব পালিত হয়, সে সবই হল এখনকার। বাবা এসে তোমাদেরকে অত্যন্ত সহজ রাস্তা বলে দিয়েছেন। মানুষের তো বেদনার শেষ নেই। এখানে জ্ঞানের খুশীতে সেই সব বেদনা, দুঃখ কষ্ট সব মার্জ হয়ে যায়। যেমন অসুস্থ মানুষ সুস্থতার দিকে গেলে সকলের চেহারায় খুশী ফুটে ওঠে, অসুখ বিসুখের দুঃখের কথা যেন তখন ভুলেই যায়। স্বশুরবাড়ির, বাপের বাড়ির, আত্মীয় বন্ধু সবার মনে তখন খুশীর ঝলক লাগে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা সবাই বিশ্বের মালিক ছিলাম, তারপর রাবণ অভিষেক করল। এটা হল বিষাদের দুনিয়া, দুঃখের দুনিয়া। এরপর কাল হবে খুশীর দুনিয়া। খুশীর দুনিয়ার কথা মনে আসলে বিষাদ, দুঃখ সব কিছু ভুলে যাওয়ার কথা। এটা হল তমোপ্রধান দুনিয়া। এখানে নানান প্রকারের কর্মভোগ । অবলাদের ওপরে কতো অত্যাচার হত। অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে। এই বিঘ্নের, কর্মভোগের দিন আর অল্প সময়ের। বাবা ধৈর্য ধরতে বলেন, আর কিছু দিনেরই তো । কল্প পূর্বেও তো হয়েছিল। কর্ম ভোগের হিসাব পত্র মিটে যাওয়ারই। খুশী মনে এই সব মার্জ করে যেতে থাকবে । কেবল বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে যেতে থাকো। উল্টোপাল্টা কোনো কাজ করো না। নইলে আরও দন্ড পড়ে যায়, পদ ব্রষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চাদের কাজ হল এক বাবাকে স্মরণ করা। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ যদি করো, তবে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । হিসাব-পত্র মিটে যাবে। আর বাকি আছে কিছু সময়। হিসাব-পত্র মিটিয়ে যেতে থাকো, কারণ তোমরা হলে অন্ধের যষ্ঠী। তোমরাও স্মরণ করো, অন্যদেরকেও রাস্তা বলে দাও। বিঘ্ন তো অনেক আসবে। যতখানি সম্ভব সবাইকে এটা বোঝাতে থাকো যে, বাবাকে স্মরণ করো। শব্দও খুবই প্রসিদ্ধ - মন্মনাভব অর্থাৎ হে আত্মা মা মেকম্ স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাস্টের বিকর্ম ভস্ম হবে। এতে মনমরা হওয়ার তো কোনো কারণই নেই। কেবল বাবাকে স্মরণ করো, তবে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, আমরা ৮৪ র চক্র পরিক্রমা করেছি, চক্র আবর্তিত করে এসেছি, আবর্তিত করতে থাকবোও। এটা হল পুরানো দুনিয়া, পুরানো বস্ত্র... একে ভুলে যেতে হবে। এ হল আত্মাদের বেহদের সন্ন্যাস। ওদের হল সীমিত সন্ন্যাস, তারা ঘর সংসারকে ত্যাগ করে চলে যায়। তাদেরও ড্রামাতে পার্ট রয়েছে। তবুও এই রকমই হবে। সেকেন্ডে সেকেন্ডে যেটা পাস হয়ে যাচ্ছে, সেটাই হল ড্রামা। সেই ড্রামাই আবার রিপিট হবে। শাস্ত্র ইত্যাদি হল ভক্তি মার্গের পুষ্টক। ভক্তির পরে হল জ্ঞান। এই সিঁড়ির চিত্রের ওপরে কাউকে বোঝানো খুব সহজ। মুখ্য যে চিত্র গুলি আছে, সেগুলি তোমরা নিজেদের গৃহে রাখতে পারো। ত্রিমূর্তির চিত্রও একেবারে ক্লিয়ার রয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরও আছে, সূক্ষ্ম লোকের অধিবাসী, তারপর হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবান । বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, যেখানে বাবা থাকেন, সেটা হল আমরা আত্মাদের থাকার স্থান, যাকে নির্বাণধাম বলা কিম্বা শান্তিধাম বলা - একই কথা। শান্তিধাম নামটি ঠিক অথবা নির্বাণধাম অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্বে সেই স্থান, সেটা শান্তিধামই হয়ে গেল। সেটা হল শান্তিধাম, তারপরে হল সুখ আর শান্তির সম্পত্তির ধাম। তারপর হল দুঃখ আর অশান্তিধাম। সুখধামে তো কুবেরের (কারুনের খাজানা) ধন থাকে, অগাধ সেই সম্পদ। আজ কি আছে, কাল কি হবে ! আজ কলিযুগের অন্ত, কাল হবে সত্যযুগের আদি। রাত দিনের তফাৎ, তাই না ? বলাও হয় - ব্রহ্মা আর ব্রহ্মা মুখ

বংশাবলী ব্রাহ্মণদের দিন আর তারপরে হল রাত। দিনে হলেন দেবতারা। রাতে হল শূদ্ররা। মাঝে তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। এই সঙ্গম যুগের বিষয়ে কারো জানা নেই। মানুষ তো একেবারেই ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। তাদেরকে ঝলমলে উজ্জ্বল আলোতে নিয়ে আসা তোমাদেরই কর্তব্য। এখন সামনে হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ। গাওয়াও হয়ে থাকে - বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশতি। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি বিজয়ন্তী। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা আমাদেরকে পুনরায় রাজস্ব দিচ্ছেন। আমাদের সেই রাজস্ব কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে না। রাবণের প্রবেশ তো ঘটবে দ্বাপরে। রাবণ আমাদের রাজস্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। তাকে শত্রুই মনে করো। কেননা শত্রুরই তো কুশপুতলিকা বানিয়ে পোড়ানো হয়। এ হল অনেক পুরানো শত্রু। বলাও হয় - রাবণ রাজ্য, কিন্তু কারো বুদ্ধিতে আসে না। তবে তাকে ঘোর তমসা বলা হবেনা কি? অসীম জগতের পিতা হলেন নলেজফুল। ওঁনাকে জ্ঞানের প্রদাতা, দিব্য চক্ষু বিধাতা বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছে। আগে তো কিছুই জানতে না। এখন সব কিছু জেনে গেছে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাহলে অবশ্যই তিনি জ্ঞানই শোনাবেন, তাই না? জ্ঞান না শোনালে সে'কথা সিদ্ধ কীভাবে হবে? তোমরা দেখো যে, বাবা জ্ঞান শোনান, যে জ্ঞানের দ্বারা অর্ধ কল্প সঙ্গতি হয়ে থাকে ভক্তিকেই অর্ধ কল্প চলতে হবে। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি সঙ্গমযুগেই হয়ে থাকে। বাচ্চাদের কোনো কথা কখনোই বাবার কাছে লুকানো থাকতে পারে না। বাবা বলেন - তোমাদের দ্বারা যদি কোনো খারাপ কাজ হয়ে যায়, তাহলে বাবাকে বলে দাও। বাবা জানেন, কারো কারোর দ্বারা খারাপ কর্ম হয়ে থাকে। রাবণ রাজ্য যে। মায়া চড় কষিয়ে দেয়, কিন্তু বাচ্চারা লুকিয়ে যায়। বাবা বলেন, যে ভুলি করে থাকো সাথে সাথে বলে দিলে সমাধানের জন্য তোমাদেরকে যুক্তি বলে দেওয়া যেতে পারে। নইলে বাড়তেই থাকবে। কাম হল মহাশত্রু। বাবাকে লেখে - বাবা, মায়ার খুব অপজিশন হয়। সর্বদা তো কারো যোগ থাকে না যে, মায়ার হাত থেকে বাঁচতে পারবে! দেহ-অভিমান ভীষণই আসে। এমন অনেকেই আছে, যারা মায়ার খাপ্পড় খেয়ে থাকে। বাবার কাছে সব দিকের সমাচার আসতে থাকে না? সংবাদপত্র গুলোতে তো উল্টো পাল্টা কত কিছু ছাপার জন্য দিয়ে দেয়। এখনকার মানুষ তো কতো রকমের কথা বানাতে থাকে, তমোপ্রধান যে। ব্যাসদেবের যখন রজঃ বুদ্ধি ছিল তখন বসে কতো কতো কিছু লিখেই গেছে। বাবা বাচ্চাদেরকে বসে বোঝান যে, শোনা কথার ওপরে কখনো বিশ্বাস করে বিগড়ে যেও না। অমুকে এই বলেছে, সেই বলেছে, এই করে... মাথা খারাপ করে ফেলে। বোঝে না যে এটা হল তমোপ্রধান দুনিয়া। মায়া ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কেউ যদি মিথ্যা আবোলতাবোল কথা বলে তখন এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দাও। অন্যদেরকেও এই রকম করতে বলো। বাবা বলেন - আমি বার্তা নিয়ে আসি। এখন হে আত্মারা শ্রীমৎ অনুসারে চলো। আমার বার্তা শোনো। কেবল মামেকম্ স্মরণ করো। যে স্মরণ করবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে। আত্মারা স্মরণ করবে। ভুলে আত্মারাই গেছিল। এখন বাবার শ্রীমৎ পাচ্ছে তোমরা। এতে আশীর্বাদ বা দয়ারও কোনো দরকার নেই। সৃষ্টি চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় তা তো তোমরা শুনেছো। এতে বিরক্ত হওয়ার মতো তো কোনো ব্যাপার নেই। সৃষ্টি যখন ঘোর তমসাস্থল হয়ে যায়, তখনই বাবা আসেন। সেইজন্য শিবরাত্রি পালন করা হয়। কৃষ্ণের জন্মও রাত্রে পালন করে। ক্ষীর পুরী ইত্যাদি মন্দিরে তৈরী হয় রাতে। তাহলে শিবের জন্য কী তৈরী করবে? তিনি তো হলেন নিরাকার। কারো জানা নেই যে, বাবা কোন্ সময়কালে আসেন আর কোন্ সময়কালে চলে যান। অনেক সময় তো সওয়ারীও নেন না। আসেন আর চলে যান। এখন তোমরা জানো যে, আমরা হলাম শিব বাবার পৌত্র। উত্তরাধিকার ওঁনার থেকেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মারও সম্পদের উত্তরাধিকার ওঁনার থেকেই প্রাপ্ত হয়। ইনি তো হলেন মানব। সঙ্গতিতে প্রথম নম্বরে হল শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সকলের কাছে প্রিয়, কারণ তার হল সতোপ্রধান বাল অবস্থা। একটু বড় হলে তখন তাকে সতো অবস্থা বলা হয়। তারপরে হল রজঃ তমঃ। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাই তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। যাদেরকে বাবা জ্ঞান প্রদান করেছেন তাদেরকেই আবার দেবেন। ভারতেই দেবী দেবতারা ছিলেন। সেই কারণেই ভারতে মন্দিরও অনেক। খ্রীষ্টানদের চার্চে খ্রাইস্টই খ্রাইস্ট দেখতে পায়। দেবতাদের তো কতো কতো মন্দির। বাবা এসেছেন আমাদেরকে মানব থেকে দেবতা বানাতে বা ভারতকে স্বর্গ বানাতে। আমরা বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হচ্ছি। বাবার সাথে সাথে আমরাও ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। আমরাও বাবার সাথে এসেছি। ভক্তি মার্গে দেবতাদের মন্দির, মূর্তি ইত্যাদি কতো খরচা করে বানায়। সম্পত্তি বানিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে তারপর নষ্ট করে দেয়। ৯ দিনের মধ্যেই ভাসান দিয়ে দেয়। সে'সবের প্রতি কতো ভালোবাসা থাকে। নবরাত্রি কলকাতাতে খুব পালন করা হয়। এই সব জিনিস দেখে এখন ওয়ান্ডার লাগে। আগে তো আমরাও এই সব করেছি। কোটি কোটি টাকা এর পিছনে খরচ করেছি। কতখানি অন্ধশ্রদ্ধা! রামায়ণের প্রতি মানুষের কতো ভালোবাসা। কাহিনী শুনে দু চোখ দিয়ে জলধারা বয়। এ সব হল ভক্তি মার্গ, এতে লাভ কিছুই নেই। বাবা তুমি আমাদেরকে কতো সুবুদ্ধিসম্পন্ন বানিয়ে তুলছে! তাই এখানকার কথা শুনে এখানেই ভুলে যেও না, সব কথা স্মরণে রেখো। একেবারে রিফ্রেশ হয়ে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করে যা কিছু দেখছে, সব ভুলে যাও। এ সব হল কবরখানা। দিল্লিতে বিড়লা মন্দিরে লেখা আছে - ভারত পরিস্থান ছিল, ধর্মরাজ তার স্থাপনা করেছিলেন। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে, এই

দুনিয়া কবরখানায় পরিণত হবে।

বাবা বলেন - সবই কাম চিতাতে বসে একেবারে পুড়ে মরেছে। তাতেও হাঙ্কা নেশা, সেমি নেশা হয়ে থাকে। বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বাড়িতে যদি কুপুত্র থাকে, তাকে বলা হয় না বাবার সব সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিলি ? বাবার সম্মানহানি হয়। বেহদের বাবাও বলেন, তোমরা তোমাদের মুখে কালি দিলে, যিনি ব্রাহ্মণ কুলভূষণকে দেবতা বানান, তাঁর বদনাম করে ফেলো। বাচ্চারা তোমরা জানো - আমরা পবিত্রতার শক্তিতেই ভারতকে পুনরায় শ্রেষ্ঠাচারী দেবতা বানাই। তোমাদের জন্য যেন কমন ব্যাপার। তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে মহাভারতের যুদ্ধও সামনে, এর দ্বারাই স্বর্গের গেট খোলে। শাস্ত্রে মহাভারতের যুদ্ধ তো দেখিয়েছে, কিন্তু এর পরে কি হল সে'সব দেখায়নি। বলে দেয় প্রলয় হয়ে গেল। এদিকে একদিকে তো কৃষ্ণের জন্য মাযের গর্ভে দেখিয়েছে আবার অন্যদিকে বলে অশ্বত্থ পাতার ওপরে আঙুল চুষতে চুষতে সে এসেছিল। কিছুই বোঝে না। সেখানে তো গর্ভ মহলে খুবই আরামে থাকে। আর সাগরে পাতা ভেসে যাওয়া কী সম্ভব ? ইম্পসিবল। এই সব ড্রামা আসলে বানানো হয়েছে, তা তোমরা জানো। কল্প কল্প ধরে এই রকমই হয়। এখন বাচ্চাদের নিজেদের কল্যাণ করতে হবে আর অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে। মূল কথা হল এটাই। বাবা তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ওঁনারকে বলাই হয় হেভেনলি গড ফাদার। তাহলে আমরা বাচ্চারা স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত। শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয়। অতএব নিশ্চিতই তিনি ভারতকে কিছু দিয়েছিলেন ! এখন তোমাদেরকে স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। বাবাই হলেন সন্নতি দাতা। জ্ঞানের সাগর তিনি, নলেজ বাবা'ই এসে প্রদান করেন। এখন বাবা তোমাদেরকে নলেজ প্রদান করছেন। ৫ হাজার বছর পরে আবারও এখানেই আসবেন। বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে, যারা যারা এই ব্রাহ্মণ কুলের হবে, তারা আসতেই থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমৎ অনুসারে নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। কেউ কোনো অসত্য কথা বললে, শুনেও না শোনার চেষ্টা করো। সেসব শুনে বিগড়ে যাবে না।

২) কখনোই যেন দেবতা হতে যাওয়া ব্রাহ্মণ কুলভূষণদের নাম বদনাম না হয় - এর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোনোরূপ উল্টো কর্ম কখনোই করবে না। পুরানো হিসাব-পত্র মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বরদানঃ:- নিন্দা-স্তুতি, জয়-পরাজয়ে সমান স্থিতি রেখে চলা বাবার সমান সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ ভব যখন আত্মার সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ স্থিতি তৈরি হয়ে যায়, তখন নিন্দা-স্তুতি, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ সবেতেই সমান ভাব এসে যায়। দুঃখের সময়েও চেহারা বা কপালে দুঃখের ভাঁজ না পড়ে সুখ বা খুশীর ঢেউই যেন দেখতে পাওয়া যায়, নিন্দা শুনেও যেন অনুভব হয় এটা নিন্দা নয়, সম্পূর্ণ স্থিতিকে পরিপক্ক করবার জন্য এ হল মহিমা যোগ্য শব্দ - এইরূপ সমান ভাব থাকলে, তখন বলা হবে বাবার সমান। এতটুকুও বৃত্তিতে এটা যেন না আসে যে, এ আমার শত্রু আমাকে গালি দিতে এসেছে আর এ আমার প্রশংসক।

স্লোগানঃ:- নিরন্তর যোগ অভ্যাসের উপরে অ্যাটেনশন দাও, তাহলে ফার্স্ট ডিভিশন নম্বর পেয়ে যাবে।

"তিন প্রকার স্নেহ তথা হৃদয় থেকে স্নেহী বাচ্চাদের বিশেষত্ব"

আজ বাপদাদা নিজের স্নেহী, সহযোগী আর শক্তিশালী - এই তিন রকম বিশেষত্বে সম্পন্ন বাচ্চাদের দেখছেন। এই তিন বিশেষত্ব যাদের মধ্যে সমান ভাবে আছে, তারাই বিশেষ আত্মাদের মধ্যে 'নম্বর ওয়ান আত্মা'। স্নেহও থাকবে আর সদা সর্বকার্যে সহযোগীও হবে, সেইসঙ্গে শক্তিশালীও হবে। স্নেহী তো সবাই, কিন্তু স্নেহের ক্ষেত্রে এক হলো হৃদয়ের স্নেহ, দ্বিতীয় হলো সময় অনুসারে উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্নেহ আর তৃতীয় হলো নিঃসহায় সময়ের স্নেহ। যে হৃদয়ের স্নেহী তার বিশেষত্ব হবে এই রকম - সর্ব সম্বন্ধ আর সর্ব প্রাপ্তি সদা সহজে আপনা থেকেই অনুভব করবে। একটা সম্বন্ধেরও অনুভূতিতে অভাব থাকবে না। 'যে' সময় 'যে' সম্বন্ধের প্রয়োজন তারা সেই সম্বন্ধের স্নেহের ভিন্ন ভিন্ন অনুভব করবে, সময়কে বুঝে এবং সময় অনুসারে সম্বন্ধকেও উপলব্ধি করতে পারবে।

বাবা যখন শিক্ষক রূপে শ্রেষ্ঠ পাঠ পড়াচ্ছেন, তাহলে এই রকম সময়ে 'শিক্ষক'-এর সম্বন্ধের অনুভব না করে, 'সখা' রূপের অনুভূতিতে মিলন উদযাপনে বা অধ্যাত্ম আলাপচারিতায় যদি নিয়োজিত থাকবে তো পঠন-পাঠনের দিকে অ্যাটেনশন থাকবে না। পড়ার সময় যদি কেউ বলে যে আমি আওয়াজের উর্ধ্বে খুব শক্তিশালী স্থিতিতে নিজেকে অনুভব করছি, তাহলে পড়ার সময় এটা কি রাইট হবে? কেননা, বাবা যখন শিক্ষক রূপে পঠন-পাঠনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পদের প্রাপ্তি করাতে আসেন তখন সেই সময় টিচারের সামনে গড়লি স্টুডেন্ট লাইফই যথার্থ। একে বলা হয়ে থাকে - সময়ের বাস্তবতা অনুসারে সম্বন্ধের উপলব্ধি এবং সম্বন্ধ অনুযায়ী স্নেহের প্রাপ্তির অনুভূতি। বুদ্ধিকে এটাই এক্সারসাইজ করাও, যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেই রকম স্বরূপ আর স্থিতিতে যেন স্থিত হতে পারে।

যেমন, কেউ যদি স্থূলকায় হয়, অথবা বোঝা বহন করছে, তাহলে তো নিজের শরীর যেভাবে চাইবে সেভাবে সহজে মোড় করতে পারবে না। এইরকমই যদি স্থূলবুদ্ধি হয় অর্থাৎ কোনো না কোনও প্রকারের ব্যর্থ বোঝা বা ব্যর্থ আবর্জনা বুদ্ধিতে ভরে থাকে, কোনো না কোনো অশুদ্ধি থাকে তাহলে সেই রকম বুদ্ধির কেউ যে সময়ে যেভাবে চাইবে সেভাবে বুদ্ধিকে মোড় করতে পারবে না। সেইজন্য খুব স্বচ্ছ, নির্মল অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম-বুদ্ধি, দিব্য বুদ্ধি, অসীম বুদ্ধি, বিশাল বুদ্ধি প্রয়োজন। যারাই এই রকম বুদ্ধির তারা সর্ব সম্বন্ধের অনুভব যে সময়, যেমন সম্বন্ধ চায় তেমন ভাবে নিজের স্বরূপ তারা অনুভবও করতে পারবে। সুতরাং স্নেহী সবাই, কিন্তু সর্ব সম্বন্ধের স্নেহ যারা সময় অনুসারে অনুভব করে, তারা সবসময়ই সেই অনুভবে এত বিজি থাকে, সর্ব সম্বন্ধের বিভিন্ন প্রাপ্তিতে এতই তন্ময় হয়ে থাকে, মগ্ন থাকে যে কোনরকম বিঘ্ন নিজের দিকে তাদের ঝুঁকতে পারে না। সেইজন্য নিজে থেকেই তারা সহজ যোগী স্থিতির অনুভব করে। একে বলে, নম্বর-ওয়ান যথার্থ স্নেহী আত্মা। স্নেহের কারণে এমন আত্মার সময়কালে বাবার থেকে সর্বকার্যে আপনা থেকেই সহযোগের প্রাপ্তি হতে থাকে। সেই কারণে 'স্নেহ' - অখন্ড, অটল, অনড়, অবিনাশী অনুভব হয়। বুঝেছ ? এই হলো নম্বর-ওয়ান স্নেহের বিশেষত্ব। দ্বিতীয়, তৃতীয়ের বর্ণন করার তো আবশ্যকতাই নেই, কেননা তোমরা তাদের খুব ভালোভাবে জানো। তো বাপদাদা এই রকম স্নেহী বাচ্চাদের দেখছিলেন। আদি থেকে এখনও পর্যন্ত স্নেহ একরস থেকেছে, নাকি সময় অনুসারে, সমস্যা অনুযায়ী বা ব্রাহ্মণ আত্মাদের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে থাকে ? এ'তেও তো প্রভেদ তৈরি হয়ে যায়, তাই না !

বাবা আজ তোমাদের স্নেহ সম্বন্ধে শুনিয়েছেন, এর পরে আত্মার সহযোগী আর শক্তিশালী হওয়ার তিন বিশেষত্বের মহত্ব শোনাবেন। তিনই আবশ্যিক। তোমরা তো সবাই এ'রকম স্নেহী, তাই না ! এই প্র্যাক্টিস তোমাদের আছে, আছে না ? যখন যেখানে বুদ্ধিকে স্থির রাখা প্রয়োজন, তা' তোমরা করতে পার, পার তো ? তোমাদের কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে, তাই না ? রুলিং পাওয়ার তখনই আসে যখন কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে। তাছাড়া, যে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না, সে রাজ্যকে কীভাবে কন্ট্রোল করবে ? সেইজন্য নিজেকে কন্ট্রোল করার শক্তির অভ্যাস এখনই প্রয়োজন, তবেই রাজ্য অধিকারী হবে। বুঝেছ ? আচ্ছা !

আজ তো যারা মিলিত হবে তাদের কোটা (quota) পূরণ করতে হবে। দেখো, সঙ্গমযুগে তোমরা যতই কেন না সংখ্যাকে বাঁধনে বেঁধে দাও, কিন্তু বাঁধতে কি পার তোমরা ? সংখ্যার থেকে বেশি এসে যায়, সেইজন্য সময়, সংখ্যা এবং যে

শরীরের আধার নাও তা' দেখে, বাবাকে সেই অনুযায়ী চলতে হয়। বতনে এই সব দেখার প্রয়োজন হয় না, কারণ সূক্ষ্ম শরীরের গতি স্থূল শরীর থেকে অনেক তীব্র হয়। একদিকে সাকার শরীরধারী চলছে, আরেক দিকে ফরিস্তা রূপ - উভয়ের চলার মধ্যে কতো তারতম্য হবে ! ফরিস্তা কোথাও পৌঁছাতে কত সময় নেবে আর সাকার শরীরধারী সেখানে কতো সময়ের মধ্যে পৌঁছাবে ? প্রভেদ অনেক ! ব্রহ্মা বাবাও সূক্ষ্ম শরীরধারী হয়ে কতো তীব্রগতিতে চারিদিকে সেবা করছেন ! ব্রহ্মা, তিনি সাকার শরীরধারী ছিলেন আর এখন সূক্ষ্ম শরীরধারী হয়ে তীব্রগতিতে এগিয়ে অন্যদেরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ! এতো তোমরা অনুভব করছ, তাই না !

সূক্ষ্ম শরীরের গতি এই দুনিয়ার সবচাইতে দ্রুতগতির সাধন থেকে অধিকতর দ্রুত। এক সেকেন্ডের মধ্যে একই সময়ে অনেককে অনুভব করানো যায়, যখন সবাই বলবে যে আমি এই সময় বাবাকে দেখেছি অথবা বাবার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, প্রত্যেকে মনে করবে আমি বাবার সাথে আত্মিক বার্তালাপ (রুহ - রিহান) করেছি, আমি মিলন উদযাপন করেছি, আমি সহায়তা লাভ করেছি। কারণ তীব্রগতির জন্য একই সময়ে প্রত্যেকের এইরকম অনুভব হয়, যেন আমি করেছি। তাইতো ফরিস্তা জীবন বন্ধনমুক্ত জীবন। যদিও সেবার বন্ধন রয়েছে, কিন্তু এত ফাস্ট গতি যে যতই করতে থাকুন, ততই করেও সদা ফ্রি। যতটাই প্রিয়, ততটাই স্বতন্ত্র। করাচ্ছেন সবাইকে দিয়ে, কিন্তু করাতে করাতেও অশরীরী ফরিস্তা হওয়ার কারণে সদাই স্বতন্ত্রতার স্থিতির অনুভব থাকে, কেননা তিনি শরীর এবং কর্মের অধীন নন। তোমাদেরও অনুভব আছে - যখন ফরিস্তা স্থিতির দ্বারা কোনো কার্য করছ তখন বন্ধনমুক্ত হওয়ার অর্থাৎ হাফ্ফা ভাব অনুভব করো, তাই না ! আর যিনি (বাবা) হলেনই ফরিস্তা, লোকও সেটা (সূক্ষ্মলোক), শরীরও সেই রকম (সূক্ষ্ম), সুতরাং কী অনুভব হতে পারে, বুঝতেই তো পারো, তাই না ! আচ্ছা !

চারিদিকের, হৃদয়ের সব স্নেহী বাচ্চাকে, সদা দিব্য, বিশাল, অসীম বুদ্ধিমান বাচ্চাদের, সদা ব্রহ্মাবাবা সমান ফরিস্তা স্থিতির অনুভবের তীব্রগতিতে সেবায়, স্ব-উন্নতিতে সফলতা প্রাপ্ত করে, সদা সহযোগী হয়ে বাবার সহযোগের অধিকার অনুভব করে - এমন বিশেষ আত্মাদের, সমান হতে যাওয়া মহান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পার্সোনাল সাক্ষাতের সময়কালে বরদান রূপে উচ্চারিত মহাবাক্যঃ

১) সদা নিশ্চিত বাদশাহ তোমরা, তাই না ! বাবাকে যখন দায়িত্ব দিয়েই দিয়েছ তবে দূশ্চিন্তা কোন্ বিষয়ের ? যখন নিজেদের উপরে দায়িত্ব রাখ তখন দূশ্চিন্তা হয় - কী হবে, কীভাবে হবে..., আর যখন বাবাকে হস্তার্পণ করে দিয়েছ তখন চিন্তা কার হওয়া উচিত, বাবার নাকি তোমাদের ? তাছাড়া, বাবা তো সাগর, তার মধ্যে চিন্তা থাকবেই না। সুতরাং বাবাও নিশ্চিত আর বাচ্চারাও নিশ্চিত। অতএব, যে কর্মই কর, কর্ম করার আগে এটা ভাবো যে তুমি ট্রাস্টি ! যে ট্রাস্টি সে খুব ভালোবেসে কাজ করে, কিন্তু বোঝা হয় না। ট্রাস্টির অর্থই হলো - সবকিছু, বাবা তোমার। সুতরাং 'তোমার' হওয়ায় প্রাপ্তিও বেশি আর হালকাও থাকবে, কাজও ভালো হবে, কারণ যেমন স্মৃতি হবে তেমনই স্থিতি হয়। 'তোমার' মানেই বাবার স্মৃতি। কোনও প্রথাগত মহান আত্মা নয়, স্বয়ং বাবা ! সুতরাং যখন 'তোমার' বলে দিয়েছ তখন কার্যও ঠিক হবে আর তোমাদের স্থিতিও সদা নিরুদ্বিগ্ন থাকবে। যখন বাবা অফার করছেন যে চিন্তা আমাকে দিয়ে দাও, তবুও যদি অফার না মানো তাহলে কী বলবে ? বাবার অফার - বোঝা ছেড়ে দাও। সুতরাং সদা নিশ্চিত থাকতে হবে এবং নিশ্চিত হওয়ার বিধি তোমাদের নিজস্ব অনুভব থেকে অন্যদের বলতে হবে। অনেক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে ! কারও বোঝা বা চিন্তা যদি নিয়ে নাও তাহলে তারা তাদের হৃদয় থেকে আশীর্বাদ দেবে। বাদশাহ যদি হও তো অবিনাশী ধনের বাদশাহ হও ! বাদশাহ'র কিসের পরোয়া ! বিনাশী বাদশাহদের তো চিন্তা থাকে কিন্তু এটা অবিনাশী। আচ্ছা !

২) অবিনাশী সুখ আর অল্পকালের সুখ - তোমরা তো এই দুইয়েরই অনুভাবী, না ? অল্পকালের সুখ - স্থূল উপকরণাদির সুখ আর অবিনাশী সুখ হলো ঐশ্বরীয় সুখ। তাহলে সর্বাধিক সুখ কোনটা ! ঐশ্বরীয় সুখের প্রাপ্তি হলে বিনাশী সুখ আপনা থেকেই অনুসরণ করে। যেমন, কেউ রোদে হাঁটলে আপনা থেকেই তার ছায়া তাকে অনুসরণ করে, আর যদি কেউ ছায়ার অনুগামী হয় তাহলে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং যারা ঐশ্বরীয় সুখের দিকে অনুগমন করে, অল্পকালের সুখ আপনাআপনিই তাদেরকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকবে, পরিশ্রম করতে হবে না। যেমন বলা হয়, যেখানে পরমার্থে কোন কিছু করা হয়, সেখানে আচার-ব্যবহার আপনা থেকেই সফল হয়ে যায়। ঐশ্বরীয় সুখ হলো এইরকম 'পরমার্থ' আর বিনাশী সুখ হলো - 'ব্যবহার'। পরমার্থের সামনে ব্যবহার আপনা থেকেই চলে আসে। সুতরাং সদা এই অনুভবে থাকতে হবে যা'তে তোমরা উভয়ই প্রাপ্ত করতে পার। নয়তো একটা দিকে প্রাপ্ত হবে, তা'ও বিনাশী হবে। কখনো প্রাপ্তি হবে কখনো প্রাপ্তি হবে না। কারণ জিনিসই বিনাশী তো তার থেকে প্রাপ্তিই বা কী হবে ! যখন তোমাদের ঐশ্বরীয় সুখ

প্রাপ্ত হয়, তখন তোমরা সদা সুখী হও, দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। ঈশ্বরীয় সুখের প্রাপ্তি মানেই সবকিছুর প্রাপ্তি, কোনও অপ্রাপ্তি থাকে না। যারা অবিনাশী সুখে থাকে তারা স্বতন্ত্রভাবে বিনাশী জিনিস ইউজ করবে, আবদ্ধ হবে না। আচ্ছা !

৩) সদা নিজেদের পূর্ব কল্পের বিজয়ী পাণ্ডব মনে কর ? যখনই পাণ্ডবদের স্মারক চিত্র দেখ, তখন কী এমন মনে হয় যে এই স্মারক-চিত্র তোমাদের ? পাণ্ডব অর্থাৎ যারা সদা বলিষ্ঠ, সেইজন্য পাণ্ডবদের শরীর লম্বা-চওড়া দেখানো হয়, কখনো দুর্বল দেখানো হয় না। আত্মা সাহসী, শক্তিশালী। কিন্তু তা' দেখানোর পরিবর্তে তারা শরীরকে শক্তিশালী দেখিয়েছে। পাণ্ডবদের বিজয় প্রসিদ্ধ। কৌরব অগণিত হওয়া সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছিল, সেখানে পাণ্ডব সংখ্যায় মাত্র পাঁচ, হয়েও জয়ী হয়েছিল। কেন বিজয়ী হয়েছে ? কারণ পাণ্ডবদের সাথে বাবা ছিলেন, পাণ্ডব শক্তিশালী, তাদের অধ্যাত্ম শক্তি ছিল, সেইজন্য অসংখ্য কৌরবের শক্তি তাদের সামনে কিছুই নয়। তোমরাও এইরকম, তাই না ? যে কেউই তোমাদের সামনে আসুক, মায়া যে রূপেই আসুক তবুও সে পরাজিতই হয়, জয়ী হতে পারে না, একে বলে, বিজয়ী পাণ্ডব। মাতারাও পাণ্ডব সেনাতে আছ, আছ না ! নাকি গৃহবাসী ? যারা দুর্বল হয় তারা ঘরে লুকিয়ে থাকে, যারা সাহসী তারা ময়দানে আসে। তাহলে তোমরা কোথায় থাক, ময়দানে নাকি ঘরে ? সুতরাং সদা এই নেশাতে এগিয়ে যেতে থাক, আমরা পাণ্ডব সেনার বিজয়ী পাণ্ডব।

৪) নিজেদের নিমিত্ত অসীম সেবাধারী মনে কর ? অসীম সেবাধারী অর্থাৎ কোনরকম আমিষ্রভাবের এবং আমার ভাবের সীমাবদ্ধতায় আসে না। অসীমে না আমি আছে, না আমার আছে। সবকিছু বাবার, আমিও বাবার তো সেবাও বাবার। একে বলে অসীম সেবা। এইরকম অসীম সেবাধারী নাকি সীমাবদ্ধতায় এসে যাও ? অসীম সেবাধারী অসীম জগতের রাজ্য প্রাপ্ত করে। সদা অসীম জগতের বাবা, অসীম সেবা এবং অসীম জগতের রাজ্য-ভাগ্য - এই যদি স্মৃতিতে রাখ তবে অসীম জগতের খুশি থাকবে। সীমাবদ্ধ দুনিয়ায় খুশি উধাও হয়েই যায়, অসীম জগতে সদা খুশি থাকবে। আচ্ছা !

বিদায়কালে :- সেবার প্ল্যান তো এখন খুব ভালো বানিয়েছ। বাস্তবে, সেবাও উল্লতির সাধন। যদি সেবার রীতিতে সেবা কর তবে সেই সেবা এগিয়ে যেতে লিষ্ট দেয়। শুধু প্লেন (সহজ) বুদ্ধি হয়ে প্ল্যান বানাও, তার মধ্যে সামান্য এদিক-ওদিকের কোনকিছু যেন মিস্র হতে দিও না। যেমন, খুব ভালো কিছু যদি তোমরা বানিয়ে রাখ আর এখান-ওখানের হাওয়ায় কিছু নোংরা পড়ে তাহলে কী হবে ? সামলে তো রাখ, তাই না ! অতএব, এদিক-ওদিকের কোনকিছুই মিস্র না হয়ে যায় ! কার্যতঃ, সেবার প্ল্যান তোমরা ভালোই বানাও। সেবায় পরিশ্রম, পরিশ্রম মনে হয় না, খুশি হয় কারণ একাগ্রতা ও নির্ভার সাথে কর, উৎসাহ-উদ্দীপনাও ভালোই থাকে তোমাদের। বাপদাদা সেবার উদ্যম দেখে খুশিও হন। শুধু কোনকিছু মিস্র হতে দিও না, তাহলে যত সময় ধরে সেবা হয়েছে তার চার গুন সেবা তোমরা করতে পার। প্লেন বুদ্ধি ফাস্ট গতির সেবা প্রত্যক্ষ করাবে। এখন তো তবুও ভাবতে হয়, এটা করব নাকি এটা করব ! এটা হবে না তো, সেটা হবে না তো ! যাই হোক, প্রত্যেকের যেন একই বুদ্ধি হয়ে যায় - যে করেছে সে ভালো, যা করেছে তা' ভালো। এই পাঠ যখন পাকাপোক্ত হয়ে যাবে তীব্রগতির সেবা শুরু হয়ে যাবে। কার্যতঃ আগের থেকে সেবার গতি তীব্র হচ্ছে, বর্ধিত হচ্ছে, আর তোমরা সফলতাও পাচ্ছ। কিন্তু এখন প্রয়োজনের তুলনায় বিশ্বের আত্মাদের সমাচার দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা মাত্র একটা কোণ পর্যন্ত পৌঁছেছ। কোথায় সাড়ে পাঁচ কোটি আত্মা আর কোথায় সমাচার হয়তো পৌঁছেছে এক কোটি-দু কোটি পর্যন্ত ! তাহলে, আর বাকি কত পড়ে রইল ? হ্যাঁ, রাজধানীর কাছাকাছি যারা থাকবে সেই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, কিন্তু প্রয়োজন তো সবাইকে। উত্তরাধিকার তো সবাইকে দিতে হবে তা' মুক্তি দাও, বা জীবনমুক্তি। কিন্তু দিতে তো হবে সবাইকে, বাবার কোনও বাস্টা বঞ্চিত না রয়ে যায় ! যেভাবেই হোক, বাবার উত্তরাধিকারের অধিকারী হতেই হবে, তা' যেকোন উপায়েই সমাচার শুনুক, তার জন্য প্রয়োজন 'তীব্রগতি'। সেই সময়ও আসছে, হয়ে যাবে।

এখন ধীরে ধীরে সব ধর্মের লোকেরাও তাদের মতো করে মোল্ড হচ্ছে। প্রথমে কটরপন্থী ছিল, এখন মোল্ড হচ্ছে। খ্রিষ্টান হোক বা মুসলিম কিন্তু ভারতের ফিলসফিকে ভিতর থেকে রিগার্ড দেয়, কেননা ভারতের ফিলসফি সবরকমভাবে চিত্তাকর্ষক। এইরকম আর কোনো ধর্মে নেই। কাহিনীর মাধ্যমে, ড্রামার মাধ্যমে ভারতের ফিলসফি যেভাবে বর্ণন করা হয়, সেইরকম আর কোথাও কোনো ধর্মে নেই, সেইজন্য যারা একেবারে কটর ছিল, তারাও ভিতরে-ভিতরে ভারতের ফিলসফি বুঝেছে, তার মধ্যে আদি সনাতন ফিলোসফি কম নয় ! সেই দিনও আসবে যখন সবাই বলবে যদি ফিলোসফি আছে তো সেটা যদি সনাতন ধর্মের আছে। হিন্দু শব্দে তারা হীন ভাবে, কিন্তু সনাতন ধর্মকে রিগার্ড দেবে। গড় এক তো ধর্মও এক, আমাদের সকলের ধর্মও এক - এটাই ধীরে ধীরে আত্মার ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে। আচ্ছা !

বরদানঃ- মনন শক্তির দ্বারা ওয়েস্ট-এর (ব্যর্থ) ওয়েট (ওজন) সমাপ্ত করে সদা শক্তিশালী ভব

আত্মাতে ওয়েস্টেরই ওয়েট থাকে। ওয়েস্ট সঞ্চল, ওয়েস্ট বানী, ওয়েস্ট কর্ম দ্বারা আত্মা ভার হয়ে যায়। এখন এই ওয়েটের বিনাশ কর। এই ওয়েট সমাপ্ত করার জন্য সদা সেবায় বিজি থাক, মনন শক্তি বাড়াও। মনন শক্তি দ্বারা আত্মা শক্তিশালী হয়ে যাবে। যেমন ভোজন হজম করায় রক্ত তৈরি হয়, তারপরে তা শক্তির কাজ করে, সেইরকম মনন করলে আত্মার শক্তি বাড়ে।

স্লোগান:-

যে নিজের স্বভাবকে সরল বানিয়ে নেয় তার সময় ব্যর্থ যায় না।

মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমাদের আধ্যাত্মিক কারবার করতে হবে, আত্মা মনে করে প্রতিটি কাজ-কর্ম করলে আত্মা নির্বিকারী হয়ে যায়"

*প্রশ্নঃ - স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়া এবং স্বর্গে উচ্চপদ লাভের আধার (ভিত্তি) কি ?

*উত্তরঃ - ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হলে তবেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু উচ্চপদের আধার হলো অধ্যয়ন। যদি বাবার হয়ে ভালভাবে পড়া পড়ে, সম্পূর্ণ পবিত্র হয় তবেই রাজ-পদ প্রাপ্ত হয়। কেউ-কেউ পুরো পড়ে না, কর্মবন্ধন রয়েছে, সম্পূর্ণ পবিত্র হয় নি আর শরীর পরিত্যাগ করে গেলো তাহলে সে প্রজাতেও সাধারণ পদ লাভ করবে।

ওম্ শান্তি। আত্মা-রূপী বাচ্চাদের আধ্যাত্মিক পিতা বোঝাচ্ছেন। এখানে হয় আধ্যাত্মিক কারবার। বাকি সমগ্র দুনিয়ায় হয় শরীর-বৃত্তির জন্য কারবার। বাস্তবে কারবার চলে আত্মাদের। আত্মাই এই শরীর দ্বারা পড়াশোনা করে, চলাচল করে, বিকর্ম করে, সেইজন্যই পতিত-আত্মা, পাপ আত্মা বলা হয়। আত্মাই সবকিছু করে। এইসময় সকল মানুষই দেহ-অভিমानी, আমি আত্মা এ'কথা বোঝার বদলে, মনে করে আমি অমুক। এই ব্যবসা করে থাকি। এই যে অমুকে কামুক, ক্রোধী। শরীরেরই নাম নেয়। একে বলা হয় দেহ-অভিমानी দুনিয়া, অবরোহণ কলার দুনিয়া। সত্যযুগে এ'রকম হয় না। ওখানে দেহী-অভিমानी হয়। তোমাদের দেহী-অভিমानी বানানো হয়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমি আত্মা এই শরীর-রূপী বস্ত্র ধারণ করে অভিনয় করি। ওই (লৌকিক) অভিনেতারোও বিভিন্ন পোশাক বদল করে অভিনয় করে। বাবা বলেন -- তোমরা অর্থাৎ আত্মারা প্রথমে শান্তিধামে ছিলে। তোমাদের ঘর হলো শান্তিধাম। যেমন ও'টা হলো সসীমের নাটক এ'টা আবার অসীমের নাটক। সকল আত্মারাই পরমধাম থেকে এসে, শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। আত্মাদের আসল ঘর হলো পরমধাম। ওইসমস্ত অভিনেতাদের ঘর তো এখানেই। কেবলমাত্র পোশাক বদল করে অভিনয় করে। সে'জন্য বাবা বসে বোঝান, তোমরা হলে আত্মা। বাবা তো বাচ্চা-বাচ্চাই বলবে। সন্ন্যাসীরা বাচ্চা-বাচ্চা বলবে না। বাবা বলেন -- আমি পতিত-পাবন, তোমাদের সকল আত্মাদের পিতা, যাঁকে তোমরা গড ফাদার বলে থাকো। গড ফাদার তো নিরাকার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও গড ফাদার বলবে না। তাদের মধ্যেও আত্মা রয়েছে, কিন্তু তাদের বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ..... দেবতা কেন বলা হয়? তা কারোর জানা নেই। বাবা-ই এসে বোঝান -- তোমরা কিভাবে ড্রামা প্ল্যান অনুসারে ভূমিকা পালন করো। দুনিয়া একটাই। এমন নয় যে, নীচে কোনো পাতাল বা উপরে জগৎ রয়েছে। দুনিয়া একটাই, যার চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। লোকেরা বলে, চাঁদে প্লট(জমি) নেবো। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা কত দেউলিয়া(সর্বস্বান্ত) হয়ে গেছে। ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যেই বলে, তোমরা কত সমৃদ্ধশালী, বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সমগ্র বিশ্বের উপর রাজস্ব ছিল। যা কেউ লুণ্ঠ করে নিতে পারে নি। সেখানে কোনো পার্টিশন ইত্যাদি থাকে না। এখানে তো কত পার্টিশন (ভাগাভাগি)। টুকরো-টুকরোর জন্য পরস্পর লড়াই করতে থাকে। তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে। সমগ্র আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র সবকিছু তোমাদের ছিল, তোমরা সে'গুলির মালিক ছিলে। এখন তো টুকরো হয়ে গেছে। এ'কথা কারোর জানা নেই। ভারতই বিশ্বের মালিক ছিল। বাবা বোঝান, আত্মা যে পার্ট পেয়েছে তা কখনো মুছে যায় না। চলতেই থাকে। এখন তোমরা পুনরায় মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত হতে চলেছো। পুনরায় ৮৪ জন্ম নেবে। তোমাদের পার্ট চলতেই থাকে, কখনো বন্ধ হয়ে যায় না। কেউ মোক্ষ ইত্যাদি পায় না। যত অধিকসংখ্যক গুরু, অধিকসংখ্যক শাস্ত্র ততই মতও অনেক হয়। মানুষের মধ্যে কত অশান্তি। যেখানেই যাও বলে, মনে শান্তি কিভাবে পাবো। এ'সব দেহ-অভিমনে এসে বলে। বাবা বোঝান, মন এবং বুদ্ধি -- এ হলো আত্মার ইন্দ্রিয়। বাকি এ'সকল হলো শরীরের ইন্দ্রিয়। আত্মা বলে -- আমার মন শান্তি পাবে কিভাবে বাস্তবে এমন বলা ভুল। তোমরা হলে আত্মা, তোমাদের স্বধর্মই শান্ত। তোমরা এ'ভাবে বলো যে, আত্মা-রূপী আমি শান্তি কিভাবে পাবো। এখানে কর্ম তো করতেই হবে। এইসমস্ত কথা বাবা বসে-বসে বোঝান। দুনিয়ায় এই জ্ঞান কারোর নেই। ওখানে হলো ভক্তিমার্গ, ওদের জ্ঞান জানা নেই। জ্ঞান প্রদান করেন একমাত্র বাবা। বাবা স্বয়ং বলেন -- আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। কলিযুগের অন্তে সকলেই পতিত। এ হলো রাবণ-রাজ্য। রাবণকে ভারতবাসীরাই জ্বালিয়ে থাকে। পতিত-পাবন বাবার জন্মও এখানেই, আবার রাবণের জন্মও এখানেই হয়। রাবণ সকলকে অপবিত্র করে দেয়, সেইজন্য তাকে জ্বালানো হয়। এ'কথা কারোর বুদ্ধিতে নেই। এখন ভারতে কৃষ্ণ-জয়ন্তী পালিত হয়। কৃষ্ণের লীলা, ভজন ইত্যাদি করে থাকে। এখন বাবা বলেন -- বাস্তবে কৃষ্ণলীলা হয়ই না। কৃষ্ণ কি করেছে! বলা হয় যে, কংসপুত্রীতে জন্ম নিয়েছে। এখন কংস তো ডেভিল(শয়তান)। সত্যযুগে

ডেভিল কোথা থেকে আসবে। তোমরা জানো যে কৃষ্ণের আত্মা যিনি সত্যযুগে ছিলেন, তিনি ৮৪ জন্ম ভোগ করে এইসময় পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। নিজের পদ পুনরায় প্রাপ্ত করছে। তেমনই তোমরাও কৃষ্ণপূরীর বাসিন্দা ছিলে। ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন পুনরায় নিজেদের পদ প্রাপ্ত করতে চলেছো। বাস্তুবে জয়ন্তী(জন্মদিন) পালন করা উচিত শিববাবার। যে শিববাবা সকলকে হেল(নরক) থেকে হেভেনে(স্বর্গে) নিয়ে যান, ঔনার কোনো লীলাখেলা নেই। বলে যে - পতিত-পাবন বাবা এসো, এসে আমাদের নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যাও। তুমি তো আমাদের বাবা তাহলে আমাদের স্বর্গে থাকা উচিত, আমরা তবে বিকারী দুনিয়ায় কেন রয়েছি? সে'জন্য আহ্বান করে -- হে গড ফাদার, আমাদের এই দুঃখের দুনিয়া থেকে লিবারেট (মুক্ত) করো। এও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবা বলেন, এই ড্রামাকে কেউ জানে না। শাস্ত্রে ড্রামার আয়ু দীর্ঘ করে দেওয়া হয়েছে। নতুন দুনিয়াকে পুরোনো হতেই হবে। সতঃ-রজঃ-তমঃতে আসতেই হবে। এ হলো অসীম জগতের কথা। এখন তোমরা পুনরায় বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। ভারতবাসী যারা নতুন দুনিয়ায় ছিল তারাই ৮৪ জন্ম (নিজেদের) ভূমিকা পালন করবে। এখন তোমরা পবিত্র হয়ে যাও, বাকি সমস্ত মানুষই অপবিত্র, তবেই তো পবিত্রের সম্মুখে গিয়ে নমন করে। পবিত্রকে পবিত্ররা কেন নমন করবে! সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, তবেই তো পতিত মানুষেরা তাদের সম্মুখে মাথা নত করে। কন্যা পবিত্র থাকলে তখন সকলেই তার সম্মুখে মাথা নত করে। সেই কন্যাই যখন বিবাহ করে শ্বশুরবাড়ীতে যাবে তখন (সকলের সম্মুখে) মাথা নত করতে হয়। এখন অসীম জগতের বাবা এসেছেন সকলকে পবিত্র বানাতে। ওরা সকলেই রয়েছে কলিযুগে। তোমরা এখন রয়েছে সঙ্গমে। তোমাদের এখন পতিত দুনিয়ায় যেতে হবে না। এ হলোই কল্যাণকারী যুগ। বাবা এসে সকলের কল্যাণ করেন। এখন তোমরা কৃষ্ণ-জয়ন্তী পালন করবে, তা নাহলে লোকেরা মনে করবে এরা নাস্তিক। বাস্তুবে নাস্তিক তাদেরকেই বলা হয়, যারা নিজের বাবাকে আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। এইসময় সকলেই ধনহীন অনাথ হয়ে গেছে। ঘরে-ঘরে ঝগড়া হয়, একে-অপরকে মারতেও দেবী করে না। সেইজন্য একে নাস্তিকদের দুনিয়া বলা হয়, যারা বাবাকে জানে না। তোমরা হলে জ্ঞাতা। এখন তোমরা বোঝ যে আমরা প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম, বাবা আমাদের পারশবুদ্ধিসম্পন্ন করে গড়ে তুলছেন আর কোনো কষ্টের কথা নেই। বাবা কেবল বলেন এক ঘন্টা পড়ো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। শরীরকে স্মরণ করলে লৌকিক সম্বন্ধ স্মরণে আসবে। দেহী-অভিমानी হয়ে থাকলে আমায় অর্থাৎ বাবা স্মরণে থাকবে। এ হলোই বিকারী দুনিয়া। বিষয়সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে। বিষ্ণুকে ক্ষীরসাগরে দেখানো হয়। বলা হয়, ওখানে ঘি-এর নদী প্রবাহিত হয়। এখানে তো কেরোসিনও পাওয়া যায় না। তফাৎ রয়েছে, তাই না! তাহলে বাচ্চারা তোমাদের কত খুশী থাকা উচিত। বাবাই তো মাঝি, তাই না! গায়নও করে -- তরী মোর পার করে দাও। এরা সকলেই হলো তরী, মাঝি একমাত্র বাবা-ই। এই শরীর এখানেই ত্যাগ করে যাবে। এছাড়া আত্মাদের পার করে নিয়ে যাবে শান্তিধামে। সেখান থেকে পুনরায় পার্টিয়ে দেবে সুখধামে। পরমপিতা পরমাত্মাকেই মাঝি বলা হয়। বাবার অনেকপ্রকারের মহিমা কীর্তন করা হয়। তোমরা এখন পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও। শ্রী-শ্রী শিববাবা এসেছেন শ্রেষ্ঠ বানাতে। স্বয়ং ঈশ্বর বলেন -- এ হলো ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। তোমরা এখন পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমৎ অনুসরণ করে শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাও। বাচ্চারা, এ কত রমণীয় গোপন কথা, যা তোমরাই বুঝতে পারো। অন্যরা বুঝতেই পারবে না। তোমরা জানো যে এখন দেবী-দেবতা ধর্মের কলম লাগানো হচ্ছে। যে দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা অন্য ধর্মে চলে গেছে, তারাই এসে পুনরায় ব্রাহ্মণ হবে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হওয়া ব্যতীত স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। এখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। যত পুরুষার্থ করবে এবং করাবে ততই উচ্চপদ পাবে। সকলেই তো এতখানি করতে পারে না। পুরোপুরি না পড়লে তখন তার ফল কি হবে। যদি শরীর মুক্ত হয়ে যায় তখন স্বর্গে চলে আসবে। কিন্তু প্রজায় অতি সাধারণ। যদি বাবার হয়ে গিয়ে ভাল মতন পড়ে তবে রাজপদ প্রাপ্ত করতে পারে। না পড়লে বুঝবে যে ওদের ভাগ্যে নেই। পবিত্র থাকলে, পড়লে তবেই উচ্চপদ পাবে। অপবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। এরকমও অনেকে রয়েছে -- কর্মবন্ধনের হিসেব-নিকেশ যখন চুক্তি হবে। গাড়ির দুই চাকা পবিত্র হলে তখন সঠিকভাবে চলবে। দু'জনেই পবিত্র থাকবে, তখন জ্ঞান-চিতায় বসবে, তা নাহলে খিটিমিটি (ঝগড়াঝাটি) হতেই থাকবে। অনেক বাচ্চারা বলে যে বাবা, আমরা জানি যে শ্রীকৃষ্ণ হলো সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স তাহলে কেন কিছু পালন করবো না। আচ্ছা, আমরা কৃষ্ণের আত্মাকে আহ্বানও করতে পারি। এসে খেলা-ধূলো করবে, রাস করবে, আর কি করবে। গোপ-গোপিনীও তো এখানেই হয়। ওখানে তো প্রিন্স-প্রিন্সেস পরস্পরের সঙ্গে যখন মিলিত হয় তখন রাস করে। সোনার মুরলী বাজায়। এ'সমস্ত খেলা-ধূলো তোমরা পরে দেখবে। এইসব পার্ট চলতে থাকবে। শুরুতে দেখানো হয়েছে পরে তোমরা পুরুষার্থ করতে লেগেছো। ভবিষ্যতে পুনরায় সাক্ষাৎকার হওয়া শুরু হবে। কে-কে কোন্ পদ প্রাপ্ত করবে, সেসব তোমরা জানো। বাবা বসে এ'সমস্ত রহস্য বোঝান। তোমাদের জিজ্ঞাসা করে যে, বেদ, শাস্ত্রকে মানো! বলা হয়, আমরা কেন মানবো না! এ'সকল ভক্তিমার্গের সামগ্রী, এতে কিছুই জ্ঞান নেই। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন অদ্বিতীয়। যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন ভক্তি আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। তোমরা মন্দিরে গেলেও তো বুদ্ধিতে থাকবে যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পুনরায় এখন নতুন দুনিয়ায় রাজ্য করবে। বাবা

বাচ্চাদেরকে বোঝান যে দু'দিকেই সম্পর্ক রাখতে হবে। গৃহস্থী জীবনে থেকে পবিত্র হতে হবে। শ্রীমৎ বলে -- সম্পূর্ণ পবিত্র হও, সম্পূর্ণ বৈষ্ণব হও আর বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব গ্রহণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যোগের দ্বারা কর্মবন্ধনের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলে পবিত্র হতে হবে। জ্ঞান-চিতায় বসতে হবে, পুরোপুরি বৈষ্ণব অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে।

২) নিজের শান্ত স্বধর্মে অবস্থান করতে হবে। সকলকে শান্তিধামকে স্মরণ করাতে হবে। কখনো অশান্ত হবে না।

বরদানঃ:- জ্ঞানের মাধ্যমে রাবণের বহুমুখী রূপকে জেনে, তার থেকে আকর্ষণ মুক্ত, পরাক্রমশালী ভব যে বাচ্চারা রাবণের বহুমুখী রূপকে ভালভাবে জেনে গেছে, তাদের নিকটে সে (রাবণ) আসতেও পারবে না। চাইলে সোনার রূপ, চাইলে হীরের রূপই ধারণ করুক কিন্তু তাদের আকর্ষণে আসবে না। এইরকম প্রকৃত সীতা হয়ে সীমারেখার মধ্যে থাকার লক্ষ্য রেখে সাহসী হয়ে ওঠো। তখন রাবণের অগণিত সেনা আঘাত করার পরিবর্তে তোমাদের সহযোগী হয়ে যাবে। প্রকৃতির ৫ তত্ত্ব আর ৫ বিকার পরিবর্তিত হয়ে তোমাদের সেবার জন্য আসবে।

স্লোগানঃ:- সেবায় যদি সফলতা প্রাপ্ত করতে হয়, তবে নির্মাণচিত্তের বিশেষত্বকে ধারণ করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিশাল বুদ্ধি হয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপিনিয়ন (মতামত) নিয়ে অনেক আত্মাদের কল্যাণ করো, ওনাদের থেকে হল ইত্যাদি নিয়ে খুব প্রদর্শনী করো"

*প্রশ্নঃ - এখন তোমাদের কোন্ স্মৃতি এসেছে যার সুমিরণ করলে কখনো দুঃখী হবে না ?

*উত্তরঃ - এখন স্মৃতি এসেছে আমরা পূজ্য রাজন ছিলাম এখন ভিত্তারী হয়েছি। পুনরায় আমাদেরকে বাবা রাও (রাজা) বানাচ্ছেন। বাবা আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সমাচার শুনিয়ে থাকেন। আমরা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফিকে জেনে গেছি। এই সব স্মৃতি গুলিকে সুমিরণ করতে থাকো, তাহলে কখনোই নিজেকে দুঃখী মনে করবে না। সদা খুশীতে থাকবে।

*গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু...

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চারা গীত শুনেছে। বাচ্চারা বোঝে যে, বাবার সাথে মিলিত হওয়া বা অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়া খুবই সহজ। গাওয়াও হয়, বাবার কাছ থেকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির অধিকার পাওয়া যায়। জীবনমুক্তি মানে সুখ-শান্তি-সম্পত্তি ইত্যাদির বর্ষা। জীবনমুক্তি আর জীবনবন্ধ এই দুটো হল আলাদা দুটো শব্দ। বাচ্চারা জানে যে এই সময় ভক্তি মার্গ আর রাবণ রাজ্যের কারণে সবাই জীবনবন্ধে রয়েছে। বাবা এসে বন্ধন থেকে মুক্ত করেন, উত্তরাধিকার প্রদান করেন। যেমন বাচ্চা জন্মালো আর মা - বাবা, আত্মীয় - স্বজন সবাই বুঝে গেল যে, উত্তরাধিকারী জন্মেছে। এই রকম বুঝে যাওয়াটা যেমন সহজ, এটাও তেমন সহজ। বাচ্চারা বলে - বাবা, পূর্ব কল্পের মতো তুমি আমাদের সাথে মিলিত হয়েছো। তোমার কাছ থেকেই সহজ উত্তরাধিকার পাওয়ার পথ পেয়েছি। এটা তো প্রত্যেকে জানে যে, নতুন সৃষ্টির রচয়িতা হলেন স্বয়ং ভগবান। তিনি আমাদেরকে বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচান। কাল ভক্তি করতাম এখন বাবার কাছ থেকে সহজ জ্ঞান আর রাজযোগের রাস্তা পেয়েছি। বাচ্চারা নিজেদের অনুভব শোনায়, আমরা বি. কে. দের কাছ থেকে শুনেছি যে, বাবা হলেন দুজন। তোমরা বাচ্চারা ছাড়া কেউই নিজের মুখে উচ্চারণ করতে পারবে না যে, আমাদের দুজন বাবা। তোমাদের প্রতিটি কথা হল ওয়ান্ডারফুল। এখন তোমাদের এ'সব স্মৃতিতে আসতে থাকে, যারা এখানকার হবে, সাথে সাথে তাদের স্মৃতি আসতে থাকবে। হ্যাঁ যাদের স্মৃতিতে এসেছে এমন কাউকে কাউকেও মায়া কখনো কখনো জোরদার থাপ্পড় লাগিয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়ে দেয়। এতে বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। স্মৃতি তো বাবা এনে দিয়েছেন। পবিত্রতার কঙ্কণও সম্পূর্ণ রূপে বাঁধতে হবে। রাখী বন্ধনের রহস্য কী, সেটা তো তোমরা এখন জানো। কে এই প্রতিজ্ঞা করিয়েছে। কাম হল মহাশত্রু। বাবা বলেন - আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে, কখনোই পতিত হবো না। আর আমাকে যদি স্মরণ করতে থাকো তবে অর্ধ কল্পের পাপ জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। বাবা গ্যারান্টি দিচ্ছেন। কিন্তু এটা তো বাচ্চারা বোঝেও - বাব গ্যারান্টি করেন, এটা তো ঠিক কথাই। স্বর্ণকারও বা গ্যারান্টি কেন করবে যে, আমরা পুরানো গহনাকে নতুন বানিয়ে দেবো ! তাদের তো কাজই হল এটাই। আগুনে দিলে সেটা খাঁটি সোনা হয়েই যাবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন - আত্মাতেও খাঁদ পড়েছে। কীভাবে সত্যো রজো তমো'তে আসে - এটা খুবই সহজ। চিত্রও এই কারণে বানানো হয়েছে যে, এর ওপরে সহজে বোঝাতে পারে। ইউনিভার্সিটি, কলেজ ইত্যাদিতেও তো নক্সা বা অনেক রকমের ম্যাপ থাকে। তোমাদেরও নক্সা রয়েছে। তোমরা খুব ভালো ভাবে কাউকে বোঝাতে পারো। জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন বাবা'ই এসে রাস্তা বলে দেন। আর কেউই পতিতকে পবিত্র বানাতে পারে না। নয়নহীন দুঃখী মানুষ। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, প্রথম দুই যুগে দুঃখ থাকে না। না ভক্তি হয়। সেটা হলই স্বর্গ। ভারতের এই সময়ের মানুষ আর ভারতের প্রাচীন সময়ের মানুষের মধ্যে অনেক কনট্রাস্ট রয়েছে। কিন্তু সে'কথা কেউই বুঝতে পারে না। কতো পূজা হতে থাকে। যে যত বিতর্কান সে দেবী দেবতার মূর্তিতে ততো দামিদামি সব গহনা পরায়। বাবার নিজেরই এই অভিজ্ঞতা রয়েছে। বস্তুতে লক্ষ্মী-নারায়ণের যে মন্দির রয়েছে তার ট্রাস্টি লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য হীরের হারও বানিয়েছিল। বাবার তো সেই ট্রাস্টির নামও মনে আছে। প্রথমে শিব বাবার মন্দির বানায়, তাকে খুব সুন্দর ভাবে সাজায়, এরপর দেবতাদের বানায়, লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির মূর্তিকেও কতো কতো গহনায় সাজালো মানুষ। সেই সময় তাহলে মানুষের কাছে কতো ধন ছিল ! মহম্মদ গজনী উটের পিঠে চাপিয়ে চাপিয়ে এখান থেকে নিয়ে গেছে ! ভারতে কতো অগাধ ধন ছিল। এখন তোমরা যথার্থ ভাবে এ'সব বুঝতে পারো। আমাদের ভারত কী ছিল ! আমাদের ভারতে কুবেরের ধন ছিল। মানুষ হীরে জহরতের মন্দির বানাও। এখন এ' সব জিনিস নেই। সব লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে। এখন তো কী হাল হয়ে দাঁড়িয়েছে !

তোমরাই পূজ্য রাজন ছিলে, তারপর তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে একেবারে ভিখারী হয়ে গেছে। এই রকম কথা বারে বারেই মনে করা উচিত। তাহলে কখনোই তোমরা নিজেদেরকে দুঃখী মনে করবে না। মনে মনে সুমিরণ করতে থাকবে, আমরা বাবার কাছ থেকে কী প্রাপ্ত করছি ! বাবা এসে আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সমাচার শুনিয়ে থাকেন। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কেউই জানে না। তোমরা জানো যে, প্রথমে এক ধর্ম, এক রাজ্য, একটিই মত, এক ভাষা ছিল। সবাই সুখী ছিল। তারপর নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া শুরু হয় আর ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকে। প্রথমে এইরকম ছিল না। সেখানে কোনও প্রকারেরই দুঃখ ছিল না। অসুখের নামটুকুও ছিল না। তার নামই হল স্বর্গ। তোমাদের এখন নিজেদের সেই স্মৃতি এসেছে। বরাবর প্রতি কল্পে আমরা বিস্মৃত হয়ে যাই, তারপর স্মৃতিতে আসে। প্রথমেই যে ভুলটি হয়েছে, সেটি হল রচয়িতা আর রচনাকে ভুলে গেছে। এখন তোমরা আদি মধ্য অন্তকে জানো। সত্যযুগেও এই নলেজ থাকবে না, তাহলে পরম্পরা কীভাবে চলতে পারে ? সেই সময় মুখ্য তো রাজারাই হয়ে থাকে। ঋষি - মুনি সেখানে থাকে নাকি ! তারা আসে দ্বাপরে। ঋষি মুনিদের খাদ্যাভ্যাসও রাজাদের সাথে মেলে। রাজারা তাদের তত্ত্বাবধান করতেন, কেননা তারাও তো সন্ন্যাস করতেন। প্রাচীন ভারতের প্রাচীন রাজযোগ প্রসিদ্ধ। ঋষি - মুনিদেরকে প্রাচীন বলা যাবে না, তারা তো দ্বাপরেই আসে। ঋষি মুনিরা রাজার তত্ত্বাবধানেই চলতেন। তারা বলেন, আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না। বাবা বলেন - স্বয়ং রাজারাও তা জানতেন না। এই দুনিয়াতে কেউই এই নলেজকে জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বোধ সম্পন্ন হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির যারা নির্মাণ করেন তোমরা তাদেরকে লিখতে পারো। এতো লাখ লাখ টাকা খরচ করে মন্দির বানিয়েছেন, কিন্তু তাদের জীবন কাহিনীকে কি আপনি জানেন ? তারা রাজত্ব কীভাবে পেয়েছিলেন আর তারপর তারা কোথায় চলে গেল ? এখন তারা কোথায়, এই সকল রহস্য আমরা আপনাকে বলতে পারি। এই রকম ভাবে তাদেরকে লিখতে পারো। তোমরা বাচ্চারা তো প্রত্যেকের জীবন কাহিনীকে জেনে গেছে, তাহলে লিখতে পারবে না কেন ! আমাদেরকে একটু টাইম দিলে আমরা এক একজনের জীবন কাহিনী বলতে পারি। শিবের মন্দির যারা বানায়, তাদেরকেও তোমরা লিখতে পারো। বেনারসে শিবের মন্দির কতো বড় ! সেখানেও ট্রাস্টেরা থাকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত। বিশিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধি গেলে তাদের বক্তব্য অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়বে। গরিবরা সাথে সাথে শোনে। বিশিষ্ট জনেদেরই সহায়তা নিতে হবে। এই সব বিশিষ্ট মানুষদের ওপিনিয়নও লিখিয়ে নেবে, কারণ তাদের আওয়াজও সাহায্য করে। বাস্তবে তারা ততখানি আওয়াজ করেন না (ছড়িয়ে দেন না), যতটা হওয়া উচিত। তোমরা তো প্রেসিডেন্টকেও বুঝিয়ে থাকো। তারাও বলেন ভালো ভালো। চিফ মিনিস্টার, গভর্নর প্রমুখরা ওপেনিং করেন - তারা লেখেন এই বি. কে. তো খুব ভালো ভাবে ঈশ্বরের সাথে মিলনের সহজ পথের কথা বলছেন। কিন্তু ঈশ্বর কী বস্তু, এ সব তারা কিছুই বোঝে না। কেবল সেই সময় বলে দেয় খুব ভালো পথ। শান্তি পাওয়ার জন্য খুব ভালো মার্গ। কিন্তু নিজেরা কিছুই বোঝে না।

বাবা বড় বড় বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে বোঝানোর জন্যও বলেন। বড় বড় মানুষজনের সাথে কথা বলে বড় বড় হল নাও। বলা, আমরা সবাই মানব কল্যাণের জন্য এই প্রদর্শনী স্থায়ী ভাবে করতে চাইছি, তার অ্যাডভার্টাইসমেন্টের জন্য হলের প্রয়োজন। এই রকম ৫০ বা ১০০টা হল নিয়ে নাও। ভারত তো এত বড় দেশ ! এক একটি শহরে ১০ - ১২ টা করে হল নিয়ে নাও। পেপারেও দিয়ে দাও যে, এই এই হল গুলিতে প্রদর্শনী হচ্ছে। যারা বুঝতে চায়, এসে বুঝতে পারে। তাহলে কতো জনের কল্যাণ হয়ে যাবে ! বাচ্চাদেরকে অনেক বড় বিশাল বুদ্ধির হয়ে উঠতে হবে। বাচ্চাদেরকে তো সার্ভিস করা উচিত, তাই না ? বাবা সব বাচ্চাদেরকে বলেন প্রদর্শনী খুব জোরদার ভাবে করো। বাবা তার জন্য তোমাদেরকে তৈরী করাচ্ছেন। বাচ্চাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। এ'সব হল বোঝার ব্যাপার। ভগবান আসেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা প্রজার রচনা করেন। তাহলে অবশ্যই কতো কতো ব্রাহ্মণ রচনা করেছিলেন ! এখন আবার রচনা করছেন। কতো কতো সংখ্যায় ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী রয়েছে ! বাবা এই ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করেন সঙ্গম যুগে। তোমরা প্র্যাক্টিক্যালি এখন দেখছোও আর বুঝতেও পারছো। এই সব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, বাবা আসেনই তখন, যখন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র হতে হয়। তোমরা এও জানো যে, পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই রচনা রচিত করেন। ব্রহ্মাকে তো সূক্ষ্মলোকে রয়েছে বলে মনে করে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে রয়েছে। তোমরা সূক্ষ্মলোকে যাও। পবিত্র হয়ে তারপর ফরিস্তা হয়ে যাও, সাক্ষাৎকার করে থাকো তোমরা। বাচ্চারা এসে জানায় যে, ওখানে মুক্তি চলে। ওটা হলই মুক্তী ওয়ার্ল্ড, তোমরা মুক্তী বায়স্কোপও দেখেছো। এখন প্র্যাক্টিক্যালি তোমরা সব কিছুকে জেনে গেছো। মূল লোক হল সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড, ওখানে আত্মারা থাকে। সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্ম শরীরও রয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ভাষাও থাকবে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা আত্মাদের স্থান হল শান্তিধাম, তারপরে হল সূক্ষ্মলোক। সেখানে ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকর থাকে। পিত্রালয় আর শ্বশুরালয় হয় না ? এখানে এই দুটোই হল পিত্রালয়। বাপদাদা দু'জনে পরিশ্রম করেন বাচ্চাদেরকে সুন্দর সুন্দর ফুল বানানোর জন্য। মুসলিমরাও বলে গার্ডেন অফ আল্লাহ।

করাচীতে এক পাঠান ছিল - সে সামনে এসে দাঁড়াতো। দেখতে দেখতে পড়ে যেত। জিজ্ঞাসা করলে বলতো আমি খোদার বাগিচাতে গেছিলাম, খোদা আমাকে ফুল দিলেন। ওনার তো কোনো জ্ঞান নেই। এখন তোমরা জানো যে বাগিচা কাকে বলে। এটা হল কাঁটার জঙ্গল আর ওটা হল ফুলের বাগিচা। তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্য রয়েছে। সত্যযুগ কী, কলিযুগ কী। তোমাদের অনেক খুশী হওয়ার কথা। সমস্ত চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। বিশ্বাস তো এর অনেক রয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে কতো শটে সে'সব রয়েছে। তোমরা বাচ্চারা রচয়িতা বাবার দ্বারা রচয়িতা আর রচনাকে জেনেছো। ব্রহ্মাকে রচয়িতা বলা যাবে না। রচয়িতা হলেন একজনই - সব মহিমা (বলিহারী) হল সেই এক এরই। প্রথমে হল ব্রহ্মার দ্বারা রচনা, তারপরে হল কৃষ্ণের। ব্রহ্মা তো আছে, ব্রাহ্মণও অবশ্যই চাই। পান্ডবদেরকে ব্রাহ্মণ বলা হবে না। ব্রহ্মার রচিত ব্রাহ্মণ চাই। এ হল রুহানী যজ্ঞ, একে স্পীরিচুয়াল নলেজ বলা হয়। রুহ অর্থাৎ আত্মাকে সেই বাবাই জ্ঞান প্রদান করবেন। তোমরা জানো যে, আমাদেরকে কোনো মানুষ পড়ায় না। সব আত্মাদেরকে বাবা পড়ান। বলাও হয়ে থাকে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। কৃষ্ণ কি কখনো বলবে নাকি। সে তো সম্ভবই নয়। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা কে করান ? কৃষ্ণ ? না, পরমপিতা পরমাত্মা। বিষ্ণুর দ্বারা পালন হয়। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুরই কতখানি পার্ট। ব্রহ্মা মুখবংশাবলিই তারপর গিয়ে বিষ্ণুপুরীতে গিয়ে দেবতা হন। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। এও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে এক সেকেন্ড, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে ৮৪ জন্ম লাগে। কতখানি ওয়ান্ডারফুল কথা ! কেউই বুঝতে পারে না। এ'সবই হল বেহদের কথা। বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের পাঠ পড়ে বেহদের রাজস্ব নিতে হবে। সৃষ্টি চক্রকে জানতে হবে। আত্মাই জানে শরীরের দ্বারা। এই রকম নয় যে, শরীর নলেজ নেয় আত্মার দ্বারা। না। আত্মা নলেজ নেয়। তোমাদের কতখানি খুশী হতে থাকে ! এই আন্তরিক গুপ্ত খুশী থাকা উচিত। পড়াশোনার সংস্কার আত্মার মধ্যে রয়েছে। দুঃখও আত্মারই হয়। বলেও থাকে, আমার আত্মাকে দুঃখ দিও না। বাচ্চারা এখন কতখানি আলোক প্রাপ্ত করছে ! তোমাদের মনে তাই খুশী থাকে। সাগরের থেকে রিফ্রেশ হয়ে মেঘদেরকে ধারা বর্ষণ করতে হবে। নিজেরা মিলে প্রদর্শনী ইত্যাদি প্রস্তুত করতে সহায়তা করো। আন্তরিক ইচ্ছা থাকা চাই। সার্ভিস, সার্ভিস আর সার্ভিস। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া নলেজের সুমিরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে। বিশাল বুদ্ধি হয়ে জোরদার ভাবে সার্ভিস করতে হবে।

২) বাবার থেকে যে স্মৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে বিস্মৃতিতে নিয়ে যেও না। পবিত্র থাকার যে প্রতিজ্ঞা বাবার কাছে করেছে, তাকে পূরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজ ভাগ্য আর ভাগ্য বিধাতার গুণগান করতে থাকা সদা প্রসন্নচিত্ত ভব
সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্ম থেকেই মুকুট, সিংহাসন, তিলক জন্ম সিদ্ধ অধিকার রূপে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই ভাগ্যের ঝলমলে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে দেখে নিজ ভাগ্য আর ভাগ্য বিধাতার গুণগান গাইতে থাকো তবে গুণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। নিজের দুর্বলতার গুণগান ক'রো না। ভাগ্যের গুণগান গাইতে থাকো, প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকো, তবে সদা প্রসন্নচিত্ত থাকার বরদান প্রাপ্ত হবে। তখন অন্যদেরকেও সহজেই প্রসন্ন করতে পারবে।

শ্লোগানঃ:- একনামী আর ইকোনমির সাথে চলাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের সফলতার আধার।